লিউ ওয়ালেসের
বেন হুর
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বেনহুর

লিও ওয়ালেস

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
কর্তৃক অনূদিত

ইউ. এন. ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রস্তাবনা

মহামতি লিও ওয়ালেস কর্তৃক রচিত 'বেন-হুর' বিশ্বসাহিত্যের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। মূল গ্রন্থ অবশ্য বিপুলায়ত, কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে সেই গ্রন্থ অনুসরণ ও অনুধাবন করা কিছু দুরূহ। সে-কারণে তাহাদের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল। এই শ্রেণীর অনূদিত গ্রন্থে অথবা ভাবানুসরণে রচিত গ্রন্থে যে-ভাবে কাহিনীর সার-সংক্ষেপ করা হয়, তাহাতে উপন্যাসের আকর্ষণীয়তা বহুলাংশে হ্রাস পায়। যাহাতে মূল গ্রন্থের রসাস্বাদ অব্যাহত থাকে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। কাহিনীর গতি এই গ্রন্থে অত্যন্ত ক্ষীপ্র ও কাহিনী আত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

বেন-হুর এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অসাধারণ শৌর্যবীর্য ও স্বাজাত্যবোধ অবশ্যই তাহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাহাই তাহার একমাত্র পরিচয় নহে। ব্যক্তিগত শৌর্য ও বীর্য যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, তাহার সার্বিক মূল্য অধিক নহে। প্রকৃতপক্ষে, বেন-হুরের মধ্যে তাহার স্বজাতির আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই সে যুগ-নায়ক হইয়া উঠিয়াছে। সর্বোপরি, প্রেম ও কল্যাণ-শ্রী-বিভাসিত খ্রীস্টধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিত বেন-হুর চরিত্র সম্পূর্ণ সমগ্রতা লাভ করিয়াছে।

এই প্রধান চরিত্রকে ঘিরিয়া অসংখ্য চরিত্র এই উপন্যাসে ভীড় করিয়াছে। প্রেম-ভালবাসা, প্রতিরোধ-প্রতিহিংসা, ব্যর্থতা বেদনা, কামনা বাসনার বহুবর্ণে তাহা বিরঞ্জিত। যুদ্ধ, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের

কাহিনীর পার্শ্বে বেন-হুরের মাতা ও তাহার ভগিনীর দুঃখময় কারাবাসের দিনগুলি, কুষ্ঠরোগী হিসাবে তাহাদের মর্মান্তিক বেদনা ও অবরুদ্ধ ভালবাসা আমাদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ইতিহাসের যে প্রেক্ষপট এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বস্তুভিত্তিক ও ইতিহাস-অনুগত। কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিয়া মানবিক আবেগ ও চেতনা এই উপন্যাসে আশ্চর্য সজীবতা লাভ করিয়াছে। ম্যালাচের প্রতিরোধকাহিনী ও দয়িতা কর্তৃক তাহার মৃত্যুকাহিনী, বেন-হুরের স্ত্রীর ভালবাসা ও ইরাসের ব্যর্থতার অগ্নিজ্বালা—সব মিলাইয়া এক বিচিত্র স্বাদের সঞ্চার হইয়াছে এই গ্রন্থে।

—সম্পাদক

বেন-হুর

এক

জিওন শৈল। তাহার ছায়ায় এক সুন্দর উপবন। কাল জুলাই মাসের মধ্যভাগ। বেলা দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ। উপবনটির মধ্যভাগে মর্মর নির্ঝরের জলাধার হইতে শীতল জলকণা বাতাসে মিশিয়া আবহাওয়াকে কিছু স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। দুইটি কিশোর তাহারই নিকটে বসিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত কথাবার্তা বলিতেছে।

কিশোর দুইজনের মধ্যে একজনের বয়স উনিশ বৎসর; অপর জনের বয়স হইবে সতেরো বৎসর। দুইজনেরই আকৃতি সুন্দর এবং প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, তাহারা দুই ভাই। দুইজনেরই মাথার চুল ও চোখের তারার রঙ কালো; মুখের রঙ রৌদ্রতাপে মলিন।

বয়োজ্যেষ্ঠটির মাথায় কোন আবরণ নাই। তাহার পরিধানে জানু অবধি ঢিলা জামা, পায়ে পাদুকা। তাহার আচরণ, আকৃতি ও কণ্ঠস্বরে বুঝা যাইতেছে, সে সম্ভ্রান্তবংশীয়; এবং তাহার বেশভূষায় মনে হয়, সে রোমান। তাহার গর্ব, তাহার পিতা রোমান শাসন-ব্যবস্থায় জুডিয়ার একজন উচ্চপদের রাজপুরুষ ছিলেন। তাহার পিতামহের সহিত বড় বড় রোমানদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, কিশোর সর্বদাই সে-কথা স্মরণ করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিত। তাহার বংশের নাম অনুসারে সে নিজে 'মেসালা' নাম গ্রহণ করিয়াছিল।

মেসালার সঙ্গী তাহার চেয়ে শীর্ণকায়। তাহার পরিধানে মিহি কার্পাস-সুতার পরিচ্ছদ। সে সময়ে জেরুজালেমে এই ধরণের পরিচ্ছদ প্রচলিত ছিল। তাহার বেশভূষা দেখিলেই বুঝা যায় যে, সে য়িহুদি। তাহার নাম বেন-হুর। হুর একটি য়িহুদি সম্ভ্রান্তবংশের নাম। মেসালার চেহারায় সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা কাঠিন্য ছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গীর চেহারায় ছিল একটা সুকুমার-শ্রী।

দূরের দিকে চাহিয়া মেসালা বলিল—"এই বাগানেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে একদিন বিদায় নিয়েছিলাম। তোমার শেষ কথা ছিল—'ঈশ্বরের প্রসাদে শান্তি তোমার সঙ্গী হোক।' আমি বলেছিলাম—'দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।" মনে পড়ে, জুডা? সেদিন থেকে আজ কতদিন হল?"

জুডা রোমান কিশোরটির দিকে তাহার আয়ত চোখ-দুইটি তুলিয়া বলিল—"পাঁচ বছর। সে-বিদায়ের কথা আমার মনে আছে। তুমি রোমে চলে গেলে। আমি তোমাকে বিদায় দিয়েছিলাম। আমি তোমাকে ভালবাসতাম। তাই তুমি তখন কেঁদে ফেলেছিলে। তারপর কত বছর চলে গেছে, তুমি আবার আমার কাছে ফিরে এসেছ, সুশিক্ষাপ্রাপ্ত রাজকুমারের উপযুক্ত আদব-কায়দায় কেতা-দুরস্ত হয়ে···আমি তোমাকে বিদ্রূপ করছি না। তবুও আমার মনে হচ্ছে, তুমি যদি সেই মেসালাই থাকতে···"

রোমান কিশোরটি ঈষৎ হাসিল; বলিল—"আমি তোমার কি কিছু ক্ষতি করেছি?"

য়িহুদি কিশোরটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"এই পাঁচ বছরে আমিও অনেক কিছু শিখেছি। বুঝেছি, জুডিয়া আগে যা ছিল,

এখন তা নেই। জুডিয়া আর এখন স্বাধীন রাজ্য নয়···রোমের অধীন সামান্য একটা প্রদেশমাত্র। আমার দেশের অপমানে যদি আমার রাগ না হত, তা'হলে একজম সামারিটানের চেয়েও নীচ ও ঘৃণ্য হতাম। ইশমায়েল আইনত প্রধান পুরোহিত নয়। মহান্ হ্যানা···রাজা হেরডের ছেলে···জীবিত থাকতে সে প্রধান পুরোহিত হ'তেও পারে না। কেননা, হেরড ছিলেন এই জুডিয়ার রাজা। যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের জাতির আরাধ্য ভগবান ও ধর্মের সেবা করেছেন, হ্যানা তাঁদেরই একজন। তাঁর···"

মেসালা তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বলিল—"ও! এবার আমি তোমার কথা বুঝেছি। তুমি বলতে চাও, ইশমায়েল একজন প্রতারক। সমস্ত মানুষ, সমস্ত জিনিস, এমন কি স্বর্গ-মর্ত্যও বদলে যেতে পারে, কিন্তু য়িহুদির কখন কোন পরিবর্তন নেই। তার কাছে অগ্র-পশ্চাৎ কিছু নেই···তার পুরুষপরম্পরা আদিতে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনি আছে। এই বালিতে আমি একটা বৃত্ত আঁকছি···· এই যে! এখন বল, একটা য়িহুদির জীবন এর চেয়ে বেশি কি? এর মধ্যেই সে ঘুরপাক খাচ্ছে···"

বলিয়া সে বালিতে অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া তাহার চারধার দিয়া অন্য আঙুল কয়টি ঘুরাইয়া গেল। তারপর বলিল—"এই বুড়ো আঙুলের জায়গাটা হচ্ছে দেবালয়, অন্য আঙুলের দাগগুলো হচ্ছে জুডিয়া। এর বাইরে আর কিছুর মূল্য নেই।···স্থাপত্য শিল্প! রাজা হেরড ছিলেন মস্ত স্থপতি। তিনি বহু অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে সেজন্য সকলে দিয়েছিল অভিশাপ! চিত্রকলা! ভাস্কর্য! তা' চোখে দেখাও তোমাদের কাছে পাপ! কাব্য? তাও তোমরা

বেঁধে রেখেছ ভজনালয়ে বেদীর সঙ্গে। তোমাদের মধ্যে বক্তৃতা দেবারই বা চেষ্টা করে কে? যুদ্ধেও তোমরা ছ'দিনে যা জয় কর, সপ্তম দিনে তা' হারাও। এই তোমাদের জীবন আর তার সীমা। হায় জুডা! তোমার প্রতি আমার দয়া হয়। তুমি আর কি হ'তে পার?"

মেসালার কণ্ঠস্বর আরও গাঢ় হইল। সে বলিতে লাগিল—"হাঁ জুডা, তোমার প্রতি আমার দয়া হয়। তোমাদের মধ্যে বক্তৃতা নেই, বৈচিত্র্যও নেই। তার কোন স্থযোগও নেই।"

জুডা উৎসাহহীন কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমাদের ছ'জনের ছাড়াছাড়ি হওয়া ভাল···মনে হচ্ছে, আমার না আসাই উচিত ছিল···আমি চেয়েছিলাম বন্ধু এবং পেলাম একজন...."

—"রোমানকে।" মেসালা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল।

য়িহুদি যুবকটির হাত-দুইখানি মুষ্টিবদ্ধ হইল। কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া সে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল—"আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে বলেছিলাম, আমি সৈনিক হ'তে চাই। তুমিও কেন সৈনিক হও না? যে গণ্ডির মধ্যে জীবন যাপন কর, সেটা থেকে বেরিয়ে এস না কেন?"

জুডা কোন উত্তর দিল না।

মেসালা বলিয়া যাইতে লাগিল—"বুদ্ধিমানের মত কাজ কর। তোমাদের সব কুসংস্কার ছেড়ে দাও। জগতের পরিবর্তন হয়েছে··· সেই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে মানিয়ে চল। রোমই আজ জগৎ। লোকের কাছে জুডিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করো। তারা বলবে, রোমের ইচ্ছায়, জুডিয়াকে ওঠবস করতে হয়।"

দুইজনে তখন ফটকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। জুডার দুই চোখে জল টল-টল করিতেছে। সে বলিতে লাগিল—"তুমি রোমান, সেইজন্য আমি তোমার কথা বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না, কেননা আমি য়িহুদি। এখানে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছি। তোমার মঙ্গল হোক্।"

মেসালা তাহার দিকে হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল। জুডা ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুই

মেসালার কাছ হইতে বিদায় লইবার কিছুক্ষণ পরেই জুডা এক গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং দ্রুতপদে ভিতরে প্রবেশ করিল।

ভিতরের বারান্দার উত্তরদিকে দরজা। দরজার পরদা তুলিয়া জুডা কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল। মার্বেল পাথরের মেঝের উপর দিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সে একটি পালঙ্কে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

তখন রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে। একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা হইতে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। জুডা সাড়া দিলে স্ত্রীলোকটি ভিতরে প্রবেশ করিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল—"সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। এত রাত্রিতেও আমার ছেলেটির কি ক্ষিদে পায় নি?"

কিশোরটি চঞ্চল হইল এবং উঠিয়া বসিল। তারপর বলিল—"বেশ। আমাকেও কিছু খাবার এনে দাও।"

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আসিল। তাহার হাতে একখানি কাঠের থালা। তাহার উপর একপাত্র দুধ, কয়েকটি রুটির টুকরা, কিছু হালুয়া, একটি পাখীর ঝোল, মধু ও লবণ। থালাখানির একধারে একপাত্র সুরা, আর একধারে একটি জলন্ত প্রদীপ।

প্রদীপটির আলোয় স্ত্রীলোকটিকে পরিষ্কার দেখ গেল। তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে; মুখের রঙ কালো, চোখ দুইটিও কালো, তাহার মাথায় একখানি শাদা কাপড় পাগড়ীর মত করিয়া জড়ানো। কিন্তু কানের নিম্নভাগ তাহাতে ঢাকা পড়ে নাই। সে কে, তাহার কানে বড় বড় দুইটি ছিদ্র দেখিয়াই বুঝা যায়।

সে একজন ক্রীতদাসী। তাহার পিতামাতা ছিল মিশরবাসী। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পৌঁছিলেও সে দাসীত্ব হইতে মুক্তি পায় নাই। অবশ্য মুক্তি পাইলেও সে তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিত না। কেননা, যে ছেলেটির সহিত সে এখন কথা বলিতেছে, সে তাহার প্রাণস্বরূপ। ছেলেটি যখন শিশু ছিল, তখন সে তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, কৈশোরেও সে তাহাকে স্নেহ-যত্নে লালন করিয়াছে। সেইজন্য এই পরিবারের দাসীবৃত্তি ছাড়িয়া সে অন্যত্র যাইতে পারে না। তাহার স্নেহদৃষ্টির কাছে জুডা চিরদিনই সেই শিশুটি হইয়া থাকিবে।

আহার শেষ হইলে জুডা তাহার মা'র ঘরে গিয়া নীরবে তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আদর করিতে করিতে জননী বলিলেন—"আমরাহ বলছিল, তোর কি যেন হয়েছে। আমার জুডা যখন ছোট ছিল, তখন তার মনে একটু-আধটু কষ্ট হ'লেও আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু সে এখন বড় হয়েছে, সে-কথা যেন সে না ভোলে। আমি চাই, সে একদিন বীর হয়ে উঠুক।"

—"আমি বীর হব, মা! কিন্তু আমি যে-পথে যেতে চাই, সে পথে আমাকে যেতে দাও। তুমি তো জান, নিয়ম আছে…য়িহুদি জাতির প্রত্যেক সন্তানকেই কোন-না-কোন রকম কাজ করতে হবে। আমিও সেই নিয়মের বাইরে নই। এখন বল, আমি কি শুধু মেষ চরাব? জমি চাষ করব? কাঠ কাটব? অথবা কেরানি কিংবা উকিল হব? বল মা।…আমি মেসালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম…মেসালা আমাকে যে-সব কথা বলেছে, তাতে আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে। আচ্ছা মা, আমাকে বুঝিয়ে দাও…একজন রোমান যা করতে পারে, একজন য়িহুদি তা পারে না কেন?"

মা আকাশের দিকে চকিতে একবার তাকাইয়া ছেলের প্রশ্নের মর্ম কি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। তারপর বলিলেন—"মেসালা কি বলেছে, সব আমাকে বল দেখি।"

মেসালা তাহাকে যাহা বলিয়াছিল, সব কথা সে বলিল এবং তাহার কথায় য়িহুদিদের প্রতি এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাত্রার প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাও সে বিশেষ করিয়া বলিল।

মা নীরবে জুডার সকল কথা শুনিলেন; তারপর বলিতে লাগিলেন—"এই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোন জাতি দেখা যায় নি, যে জাতির নরনারী নিজেদের অন্যজাতির অন্ততঃ সমকক্ষও না ভেবেছে। বাবা, কোন শ্রেষ্ঠ জাতিই নিজেদের অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে না। রোমানরা যখন য়িহুদি জাতিকে নিজেদের চেয়ে ছোট মনে ক'রে অবজ্ঞার হাসি হাসে, তখন মনে পড়ে মিশর ও গ্রীস একদিন এই রকমই হেসেছিল। কিন্তু সে-হাসি আজ কোথায়?"…

মায়ের কণ্ঠস্বর আরও গাঢ় হইয়া আসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"তোমার বন্ধু····অর্থাৎ তোমার অতীতের বন্ধু···তোমার কথা যদি আমি ঠিক বুঝে থাকি, তোমাকে ঠিকমতই আক্রমণ করেছে। সে বলেছে, আমাদের মধ্যে কবি নেই, শিল্পী নেই বা কোন যোদ্ধাও নেই। এর দ্বারা সে বোঝাতে চেয়েছে, আমাদের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন না। বহু লোকের একটা ধারণা আছে যে, মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে যুদ্ধ এবং তার সবচেয়ে উন্নতি হচ্ছে যুদ্ধ-বিদ্যার উৎকর্ষে। সারা পৃথিবীর লোক এই ধারণাটা গ্রহণ করলেও তুমি যেন এর দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। গ্রীকরা জগতে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল; কেননা, তারা মানসিক শক্তিকেই দৈহিক শক্তির চেয়ে উচ্চে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু তারাই কি এ বিষয়ে প্রথম? না এ বিষয়ে আমরাই তাদের চেয়ে অগ্রণী।"

তিনি নীরব হইলেন। হাত-পাখার মৃদুশব্দ ছাড়া আর কিছু তখন শুনা যাইতেছিল না।

মা আবার বলিয়া চলিলেন—"শিল্প বললে যদি ভাস্কর্য ও চিত্রকলা বুঝায়, তাহলে একথা সত্য যে, আমাদের মধ্যে কোন শিল্পী নেই।" তাঁহার কণ্ঠস্বরে বেদনা ফুটিয়া উঠিল। "প্রকৃত-পক্ষে, আমাদের শিল্পকলার পথ রুদ্ধ হয়েছে ধর্মশাস্ত্রের বিধি-নিষেধের ফলে। তাতে স্পষ্ট ক'রে বলছে—কোন কিছুর প্রতিমূর্তি গড়বে না।"

জুডা বলিল—"এবার বুঝতে পারছি, গ্রীকরা কেন আমাদের চেয়ে এত বেশি উন্নতি করেছিল।"

—"আমাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন···মোজেস, ডেভিড,

সোলোমন···বাবা, ইস্রায়েলের যিনি ভগবান তুমি তাঁরই সেবা কর···রোমের নয়।"

—"তবে আমি কি একজন সৈনিক হ'তে পারব?"

—"কেন পারবে না? মোজেস কি ভগবানকে যোদ্ধা বলেন নি?"

এবার কক্ষটি বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মা বলিলেন—"যদি তুমি সিজারের সেবা না ক'রে কেবল ভগবানের সেবা কর, তাহলেই আমি তোমাকে সৈনিক হবার অনুমতি দেব।"

জুডার মন শান্ত হইল; যে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল। মা সন্তর্পণে উঠিলেন এবং জুডার মাথার নীচে একটি বালিশ দিয়া, শাল দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

এইখানে পূর্বের কয়েকটি কথা বলা দরকার।

জুডার পিতা ছিলেন, রাজা হেরডের একজন প্রিয়পাত্র। সেইজন্য তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। জেরুজালেম ও রোমেও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি রাজা হেরডের কোন কর্মভার লইয়া একবার রোমে যান। সেখানে তিনি সম্রাট অগস্টাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সম্রাটের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। জুডার পিতা যে কেবল রাজপ্রসাদে ধনী হইয়াছিলেন তাহা নয়; তিনি ধনী হইয়াছিলেন নানা উপায়ে।

সুদূর লেবানন শৈলমালার উপত্যকাভূমিতে যে সকল মেষ-পালকেরা মেষ চরাইত, তাহারা বলিত, তিনি ছিলেন তাহাদের প্রভু। সমুদ্র-তীরস্থ নগরে এবং সমুদ্র হইতে দূরেও তাঁহার মালপত্র আমদানি-

রপ্তানির ঘাঁটি ছিল। তাঁহার জাহাজগুলি স্পেনের খনি হইতে রৌপ্য বহন করিয়া আনিত। তাঁহার লোকেরা অতিদূর পূর্ব-দেশ হইতে বৎসরে দুইবার রেশম ও মশলার সম্ভার লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তিনি ইহার দশ বৎসর পূর্বে সমুদ্রে জাহাজডুবি হইয়া মারা যান। তাঁহার মৃত্যুতে জুডিয়ার সকলেই ব্যথিত হয়। তাঁহার একটি কন্যাও ছিল। তাহার নাম টিরজা।

তিন

পরদিন সকালে টিরজার গানে জুডার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জুডা বলিয়া উঠিল—"অতি চমৎকার, টিরজা, অতি চমৎকার!"

টিরজা জিজ্ঞাসা করিল—"গান না গায়িকা?"

—"হাঁ…গায়িকাও। আমার ছোট বোনটির জন্যে আমি গর্ব বোধ করি। ঐ রকম সুন্দর আর কোন গান জান?"

—"অনেক। কিন্তু এখন ও সব থাক।" তারপর দুইজনে অন্য কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিল।

জুডা বলিল—"আমি চলে যাচ্ছি…"

টিরজা বিস্ময়ে হাত দু'খানি নামাইল; বলিল—"চলে যাচ্ছ? কোথায়? কখন? কেন?"

জুডা হাসিয়া উঠিল; বলিল—"এক সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন। একে একে উত্তর দিচ্ছি…আমি কাজ শিখবার জন্যে রোমে যাচ্ছি…"

—"কিন্তু তুমি এখানেও তো কাজ শিখতে পার। যদি তুমি বণিক হ'তে চাও, এখানে থেকেও তো তা হ'তে পার।"

—"আমি তা ভাবছি না। পিতা যা ছিলেন, পুত্রকেও যে তাই হ'তে হবে, আমাদের আইনে তা ব'লে না।"

—"তুমি আর কি হ'তে চাও?"

গর্বভরে জুডা বলিল—"যোদ্ধা! সৈনিক!"

টিরজার চোখ দু'টি ছল্ছল্ করিয়া উঠিল; বলিল—"তুমি··· যুদ্ধে যাবে···তাতে যে যায়, সে যে আর ফেরে না, দাদা?"

—"ভগবানের ইচ্ছে যদি তাই হয়, তাই হবে। কিন্তু টিরজা, সমস্ত যোদ্ধাই যুদ্ধে মারা যায় না।"

অশ্রুভারে টিরজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

জুডা বলিয়া যাইতে লাগিল—"যুদ্ধ হচ্ছে একটা বিদ্যা। এটা ভাল ক'রে শিখতে গেলে শিক্ষালয়ে যাওয়া দরকার। রোমানদের শিক্ষালয়ের চেয়ে ভাল শিক্ষালয় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।"

রুদ্ধনিশ্বাসে টিরজা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি রোমের পক্ষে যুদ্ধ করবে না-তো?"

—"তুমিও রোমকে ঘৃণা কর! সারা পৃথিবীই রোমকে ঘৃণা করে। হাঁ, আমি তার পক্ষে যুদ্ধ করব, যদি প্রতিদানে সে আমাকে তার বিরুদ্ধে কি ক'রে যুদ্ধ করা যায়, তা শেখায়।"

—"কবে তুমি যাবে?"

এমন সময় বাহিরে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। দুইজনে সেই শব্দের দিকে কান পাতিয়া রহিল। শব্দটা আসিতেছিল রাস্তায় তাহাদের গৃহের উত্তরদিক হইতে।

—"প্রিটোরিয়াম থেকে সৈন্যেরা আসছে। আমি দেখব।" বলিয়া জুডা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্তের মধ্যে সে ছাদের উত্তর-পূর্ব কোণে গিয়া কার্নিশের উপর হাতের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া রহিল এবং একমনে সৈন্যদের দেখিতে লাগিল। সে এমন তদ্‌গত যে, বুঝিতে পারিল না, টিরজা, তাহার বোন, তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ক্ষণপরেই সৈন্যদল তাহাদের দুইজনের দৃষ্টিগোচর হইল। প্রথম একদল সৈন্য আসিল। তাহাদের হাতে লঘু অস্ত্র···শ্লিং আর ধনুক। তাহারা দুই সারিতে আসিয়াছিল। দুইসারির মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান। তাহাদের পর আসিতেছিল একদল পদাতিক। তাহাদের হাতে ঢাল ও দীর্ঘ বর্শা। তাহাদের পর বাদকগণ। তাহাদের পরে একজন অতি উচ্চপদস্থ সেনানী একা আসিতেছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোড়ায়। কিন্তু তাঁহার অল্পদূরে পিছনে পিছনে আসিতেছিল, একদল অশ্বারোহী সৈন্য। তাহাদের পিছনেই ছিল, আর একদল পদাতিক সৈন্য। তাহারা সমস্ত রাস্তাটি জুড়িয়া আসিতেছিল। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তাহাদের শেষ নাই।

পদস্থ সৈনিকটির মাথায় কোন শিরস্ত্রাণ ছিল না; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সশস্ত্র। জুডা লক্ষ্য করিল, তাঁহাকে দেখিয়াই জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছাদের আলিসায় ঝুঁকিয়া বা প্রাচীরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ঘুষি দেখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা চিৎকার করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল এবং তিনি নীচ দিয়া যাইবার সময়, তাঁহার গায়ে ছাদ হইতে থুথু ফেলিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা পা হইতে স্যানডেল খুলিয়া তাঁহার দিকে এমনভাবে ছুড়িয়া দিতে লাগিল যে, কাহারও

কাহারও জুতা তাঁহার গায়ে গিয়া পড়িল। সেনাপতি কিন্তু এসব উপদ্রব গ্রাহ্যই করিলেন না।

প্রধান সেনাপতিগণ সর্বসাধারণের সম্মুখে যখন বাহির হইতেন, তখন তাঁহারা মাথায় লরেল-পাতার মুকুট পরিতেন। এই প্রথা প্রথম সিজারের প্রবর্তিত। সেই চিহ্ন হইতে জুডা বুঝিতে পারিল এই পদস্থ সেনানী হইতেছেন…জুডিয়ার নূতন শাসনকর্তা ও সেনাপতি ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাস।

এই রোমানটির প্রতি জনতার অহেতুক আক্রমণে জুডার মনে সহানুভূতির উদয় হইল। সেইজন্য জুডা যেদিকে দাঁড়াইয়াছিল, গৃহের সেই কোণে তিনি পৌঁছিতে সে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য কার্ণিশের একখানি টালির উপর হাতের ভার দিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। টালিখানি বহুদিন হইতেই ফাটা ছিল। কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। জুডার ভার সহিতে না পারিয়া টালিখানির বাহিরের অংশ ভাঙিয়া নীচের দিকে পড়ো-পড়ো হইল। ভয়ে জুডার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ আর একটু ঝুঁকিয়া সেই ভাঙ্গা অংশটা ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দূর হইতে তাহার এই চেষ্টাটিকে মনে হইল, একটা কিছু ছুড়িয়া ফেলার মত।

জুডা টালির অংশটি ধরিতে পারিল না, তাহার হাত লাগিয়া বরং সেটি দেওয়ালের কাছ হইতে আরও একটু বাহির দিকে সরিয়া গেল। সে প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠিতেই সৈন্যেরা উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিল। প্রধান সেনাপতিও তাকাইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে টালিখানি তাঁহার মাথায় গিয়া আঘাত করিল। তিনি ঘোড়ার পিঠ হইতে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

জুডা তৎক্ষণাৎ আর একটু·········ছুড়িয়া ফেলার মত।—পৃঃ ১৩

সৈন্যদল স্থির হইয়া দাঁড়াইল। রক্ষিগণ ঘোড়া হইতে লাফ দিয়া সেনানায়ককে তাহাদের ঢাল দিয়া আচ্ছাদিত করিবার জন্য তাঁহার কাছে ছুটিয়া গেল। অন্যদিকে, এই দৃশ্য দেখিয়া জনসাধারণ মনে করিল, জুডা কাজটি ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে। সেইজন্য তাহারা সমস্বরে চিৎকার করিয়া তাহাকে 'বাহবা' দিতে লাগিল।

জুড়া কিন্তু নীচের দৃশ্য দেখিয়া আলিসার উপর তেমনই ঝুঁকিয়া অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহার মনে নিমেষে তাহা বিদ্যুৎচমকের মত খেলিয়া গেল।

পথের দুই ধারে ছাদে ছাদে লোকের মনে এক দুষ্টবুদ্ধি জাগিল। তাহারা কার্নিশ হইতে টালি এবং রৌদ্রদগ্ধ মাটি ভাঙিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সৈন্যদের লক্ষ্য করিয়া সেগুলি ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। ফলে, দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। একপক্ষে সুশৃঙ্খলিত ও সুশিক্ষিত যোদ্ধার দল, অপর পক্ষে ক্রুদ্ধ জনসাধারণ।

জুডা আলিসার উপর হইতে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখখানা পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল—"টিরজা! আমাদের কি হবে?"

নীচের দৃশ্য টিরজা তখনও দেখে নাই; কিন্তু জনসাধারণের ক্রুদ্ধ চিৎকার তাহার কানে আসিতেছিল। সে দেখিতেছিল, বাড়িগুলির ছাদের সকলে উন্মত্তের মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। সে বুঝিল, একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা যে কি, তাহার কারণই বা কি এবং তাহার ও তাহার প্রিয়জনেয় যে বিপদ, তাহা সে জানিত না।

সে হঠাৎ শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে? এর মানে কি?"

—"আমি রোমান শাসনকর্তাকে মেরে ফেলেছি। তাঁর মাথার ওপর টালিখানা পড়েছে।"

—"সর্বনাশ! কি হবে?"

এমন সময় তাহাদের পায়ের নীচে ছাদ কাঁপিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে কাঠ ভাঙ্গিয়া যাইবার মড়মড় শব্দ হইল। তাহার পরই হঠাৎ শোনা গেল, শঙ্কা ও বেদনার চিৎকার। শব্দটি উঠিল ভিতরের প্রাঙ্গণ হইতে।…ক্ষণ-পরেই আবার সেই রকম আর্তনাদ উঠিল। সেইসঙ্গে শোনা গেল, বহু পদশব্দ, ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ও নারীকণ্ঠের রোদনধ্বনি। তাহারা যেন প্রাণভয়ে কাঁদিতেছে। সৈন্যেরা হুরদের গৃহের উপরের দরজাটি ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। জুডার মন শঙ্কায় ভরিয়া গেল। সে প্রথমে ভাবিল, পলাইয়া যাইবে। কিন্তু কোথায়? তাহার যদি ডানা ডাকিত, তবেই তাহা সম্ভব হইত।

টিরজা শঙ্কাবিস্ফারিত-নেত্রে তাহার বাহু চাপিয়া ধরিয়া বলিল— "জুডা! এর মানে কি…"

সৈন্যেরা পরিজনবর্গকে তখন হত্যা করিতেছিল। জুডা বলিল— "এইখানে থাক, টিরজা…আমি যতক্ষণ না আসি, আমার জন্যে অপেক্ষা করো। নীচে গিয়ে ব্যাপারটা কি, দেখে আবার তোমার কাছে আসব।"

টিরজা তাহাকে আরও চাপিয়া ধরিল। কিন্তু আর ভুল নয়, এবার সে তাহার মাতার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে আর ইতস্তত: করিল না, বলিল—"তাহলে এস।"

সিঁড়ির নীচে চাতালখানা তখন সৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। কতকগুলি সৈন্য উন্মুক্ত-তরবারি হাতে কক্ষের ভিতরে-বাহিরে

ছুটাছুটি করিতেছে। এক জায়গায় কতকগুলি স্ত্রীলোক পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া কাতর-কণ্ঠে সৈন্যদের কাছে কৃপা প্রার্থনা করিতেছে।

কিছু দূরে এক নারী একজন সৈনিকের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সৈনিক তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। জুডা তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"মা···মা!"

তিনি তাহার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার গা স্পর্শ করিতে না করিতে একজন জুডাকে ধরিয়া জোর করিয়া পাশে সরাইয়া দিল। আর একজনকে সে উচ্চকণ্ঠে বলিতে শুনিল—"ঐ সে।"

জুডা তাকাইয়া দেখিল—মেসালা!

সুন্দর-বর্মপরিহিত একজন দীর্ঘাকার পুরুষ বলিয়া উঠিলেন—"কি! গুপ্তঘাতক···ঐ!···কিন্তু ও যে বালক।"

মেসালার মনে পড়িয়া গেল জুডার সঙ্গে সেই কলহের কথা, উত্তর করিল—"নতুন কথা শুনছি! আপনি কি বলতে চান, খুন করবার জন্যে সাবালক হ'তে হবে? ঐ সে···ঐ যে ওর বোন! সমগ্র পরিবারটিকেই আপনি হাতে পেয়েছেন!"

জুডা বলিল—"মেসালা! ওদের রক্ষা কর···আমাদের শৈশবের কথা মনে করে ওদের রক্ষা কর ··আমি···জুডা···তোমার কাছে করুণা প্রার্থনা করছি।"

মেসালা এমন ভাব দেখাইল, যেন সে শোনে নাই। সে সৈনিকটিকে বলিল—"আপনাদের আর কোন কাজে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার হবে না।"

কথাগুলি বলিয়া সে অদৃশ্য হইল। জুডা তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল।

তারপর বহু চেষ্টা করিয়া সে সেই পদস্থ সৈনিকটির কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—"মশায়! ঐ যে স্ত্রীলোকটি কাঁদছেন, উনি আমার মা। ওঁকে ছেড়ে দিন। আর ঐ আমার বোন। ওকেও ছেড়ে দিন। ওদের কি অপরাধ? ভগবান ন্যায়ের অধীশ্বর। আপনি যদি করুণা করেন, তিনিও করুণা করবেন।"

মনে হইল, জুডার কথাগুলি যেন তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন—"স্ত্রীলোকদের দুর্গে নিয়ে যাও। ওদের আমি পরে দেখতে চাই।" তারপর যাহারা জুডাকে ধরিয়াছিল, তাহাদের বলিলেন—"দড়ি নিয়ে এস···ওর হাত বাঁধ···ওকে রাস্তায় নিয়ে যাও। ওর শাস্তি বাকী আছে।"

সৈন্যেরা জুডার মা ও বোনকে লইয়া গেল। জুডা শেষবারের মত তাঁহাদের দেখিয়া লইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। হয়ত সে চোখের জল ফেলিয়া থাকিবে, কিন্তু কেহ তাহা দেখে নাই। তারপর সে যখন মাথা তুলিয়া হাত দুইখানি বাঁধিবার জন্য বাড়াইয়া দিল, তখন আর সে কিশোর নয়; কৈশোর ছাড়িয়া যেন পরিপূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাঙ্গণে বিষাণ বাজিয়া উঠিল। তাহার ধ্বনি থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানটি সৈন্যহীন হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে অনেকের হাতেই মূল্যবান লুণ্ঠিত সামগ্রী।

জুডা যখন চত্বর হইতে নীচে নামিয়া গেল, তখন সৈন্যেরা সারি

দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মা, বোন ও পরিজনবর্গকে উত্তরের দরজা দিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল।

পরিজনদের হাহাকার বড়ই করুণ বোধ হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই গৃহেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তারপর যখন সৈন্যেরা ঘোড়া ও অন্যান্য পশুগুলিকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, জুডা তখন বুঝিতে পারিল, শাসনকর্তার প্রতিশোধের বহর কতখানি।

হঠাৎ মাটি হইতে একটি স্ত্রীলোক লাফ দিয়া উঠিল। সে এতক্ষণ সেখানে পড়িয়াছিল। জন কয়েক রক্ষী তাহাকে ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না। সে ছুটিয়া জুডার কাছে গেল এবং যেখানে বসিয়া জুডার জানু দুইটি চাপিয়া ধরিল। তাহার মাথার দীর্ঘ কেশগুলি ধূলায় ধূসরিত। তাহার চোখ দুইটি তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

জুডা বলিল—"আমরাহ! ভগবান তোমার সাহায্য করুন।"

আমরাহর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

জুডা তাহার দিকে নত হইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—"আমরাহ! আমার মা আর বোনের জন্যেও বেঁচে থাক…তারা ফিরে আসবে, আর…"

একজন সৈন্য আমরাহকে টানিয়া সরাইয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহের ফটক পার হইয়া শূন্য আঙিনায় গিয়া দাঁড়াইল।

সেনানী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"ওকে যেতে দাও। আমরা বাড়িটার দরজা একেবারে গেঁথে বন্ধ করে দেব। ও না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে।"

সৈন্যেরা আবার কাজ করিতে লাগিল। সেই দরজাটি গাঁথা

হইলে পশ্চিমের দরজায় গেল। সেই দরজাটিও তাহারা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর হুরদের প্রাসাদে আর কাহারও বাসের উপায় থাকিল না।

অবশেষে সেই সৈন্যবাহিনী দুর্গে চলিয়া গেল। শাসনকর্তা যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে আরোগ্য-লাভের জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুস্থ হইলে তিনি বন্দিগণের প্রতি শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। পরে শোনা যায়, সেই দিনের পর হইতে দশম দিনে সুস্থ হইয়া তিনি বাহির হ'ন।

চার

ঘটনার পরদিন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর হইবে, একজন সেনাধ্যক্ষ দশজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দক্ষিণদিকে, অর্থাৎ জেরুজালেম হইতে নাজারেথে যাইতেছিল। অশ্বারোহিগণ গ্রামের কাছে পৌঁছিলেই বিষাণ বাজিয়া উঠিল।

সৈন্যেরা একজন বন্দীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। সে আসিতেছিল হাঁটিয়া। তাহার মাথায় কিছু নাই, দেহ অর্ধনগ্ন, হাত দু'খানি পিছনে বাঁধা। সৈন্যগণ চলিতেছে। অমনই ঘোড়ার পায়ে পায়ে ধূলা উড়িতেছে; বন্দী ক্লান্তিতে এলাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পা দুইখানি ক্ষত-বিক্ষত। দেহ অবসন্ন। গ্রামবাসিগণ লক্ষ্য করিল, বন্দী বয়সে তরুণ।

গ্রামের কূয়ার ধারে সেনাধ্যক্ষ থামিলেন। তাঁহার সহিত অধিকাংশ সৈন্যই ঘোড়া হইতে নামিল। বন্দীও বিহ্বলের মত

পথের ধূলায় বসিয়া পড়িল। মনে হইতে লাগিল, সে ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

গ্রামবাসিগণ সকলেই বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। জলের কুঁজা কয়টি সৈন্যদের হাতে হাতে ফিরিতেছে। তাহারা প্রাণ ভরিয়া জলপান করিতেছে।

এমন সময় সেফোরিস গ্রামের দিক হইতে একটি লোককে আসিতে দেখা গেল। তাহাকে দেখিয়া একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল—"দেখ, ঐ ছুতোর জোসেফ আসছে!"

লোকটি দেখিতে প্রবীণ। তাহার মূর্তি মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তাহার শিরস্ত্রাণের নীচ হইতে শাদা পাতলা চুলগুলি ঝুলিতেছে। মুখে তাহার চেয়েও সাদা ও দীর্ঘ শ্মশ্রু বক্ষের উপর নামিয়া পড়িয়াছে। তাহার গায়ে কালো রঙের আলখাল্লা।

জোসেফের সহিত একটি যুবকও আসিয়াছিল; কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে সে তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ হাতের কুঠারখানি মাটিতে রাখিল এবং কূয়ার ধারে যে প্রকাণ্ড পাথর-খানার উপর জলের কুঁজাটি ছিল, তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কুঁজাটি তাহার উপর হইতে তুলিয়া লইল। রক্ষী তাহাকে বাধা দিবার পূর্বেই সে বন্দীর উপর নত হইয়া তাহাকে জল দিতে লাগিল।

কাঁধের উপর যুবকটির হস্তস্পর্শে হতভাগ্য জুডা সচেতন হইয়া উঠিল এবং চোখ দুইটি তুলিয়া উপর দিকে তাকাইতেই এমন একখানি করুণায় প্রসন্ন মুখ সে দেখিতে পাইল, জীবনে যাহা সে কোনদিনই ভুলে নাই…অনেকটা তাহারই মত তরুণ যুবকের মুখ। মুখমণ্ডলের দুইধারে সোনালী রঙের কেশগুলি নামিয়া পড়িয়াছে। চোখ দুইটি

গাঢ় নীল। তাহারই আলোকে সারা মুখখানি উজ্জ্বল, এমন স্নিগ্ধ, প্রেমময় এবং পুণ্যময় যে, তাহা দেখিলেই মন ভক্তিতে নত হইয়া পড়ে এবং তাহার অনুগত হইবার ইচ্ছা জাগে।

জুডার মন দিবারাত্র কষ্টভোগের ফলে কঠিন হইয়া থাকিলেও সেই অপরিচিত যুবকটির দৃষ্টিতে জুডার অন্তর গলিয়া গেল। সে কুঁজাটিতে ঠোঁট-দুইখানি লাগাইয়া এক নিঃশ্বাসে প্রচুর জল পান করিয়া ফেলিল।

জলপান শেষ হইলে, যে হাতখানি তাহার কাঁধের উপর ছিল, সেখানি তাহার মাথায় ধূলিধূসরিত চুলগুলির উপর ক্ষণিকের জন্য স্থাপিত হইল। তারপর সেই কুঁজাটি পূর্বের জায়গাটিতে রাখিয়া কুঠারখানি তুলিয়া লইয়া সে বুড়া জোসেফের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। এইভাবে জুডা ও মেরীর সন্তানটির মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হইল। সেনাধ্যক্ষ ও গ্রামবাসীদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল।

কূয়ার ধারের দৃশ্যের এখানেই শেষ। সৈন্যদের ও ঘোড়াগুলির জলপান শেষ হইলে আবার তাহারা যাত্রা করিল। কিন্তু সেনাধ্যক্ষের মানসিক অবস্থা এবার হইল অন্যরূপ। তিনি নিজে বন্দীকে ধূলা হইতে তুলিয়া একজন সৈন্যের পিছনে ঘোড়ার উপর বসাইলেন।

পাঁচ

নেপলসের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যে উচ্চভূমিটি সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে, তাহারই উপরে ছিল, সেকালের মাইসেনাম নগর। এখন সেখানে কেবল তাহার কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। দুই হাজার বৎসর পূর্বের কথা

বলিতেছি। সে সময়ে উহা ছিল, ইটালির পশ্চিম উপকূলের বিশেষ বিখ্যাত স্থান।

সে সময়ে সমুদ্রের দিকে দেওয়ালের গায়ে একটি তোরণ ছিল। সেই তোরণের মধ্য দিয়া একটি রাস্তা বরাবর সমুদ্রের দিকে গিয়া তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্রের জলের কিনারা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই পথে এক সেপ্টেম্বরের শীতল প্রত্যূষে একদল লোক উচ্চকণ্ঠে কথা বলিতে বলিতে আসিতেছিল।

তাঁহাদের মধ্যে একজনের বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে। তাঁহার মাথার চুলগুলি পাতলা হইয়া আসিয়াছে। সেই চুলের উপর রহিয়াছে একটি লরেলপাতার মুকুট।

যাঁহার মাথায় মুকুট ছিল, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল—"না, কুইনটাস, আমাদের দুর্ভাগ্য, এত শীঘ্র তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে। এই তো গতকাল তুমি সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে এসেছ। এখনো ডাঙায় চ'লে তোমার পা দুখানা দুরস্ত হয়নি।"

কুইন্টাস বলিল—"আমি ইজিয়ান সমুদ্রে যাচ্ছি। কেন, তাও শোন। এখন আমার যাত্রার সময়, সেইজন্যই বলছি···

"গ্রীস আর আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে যে বাণিজ্য চলেছে, তা আলেকজান্দ্রিয়া আর রোমের মধ্যকার বাণিজ্যের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটা দিনের জন্যেও তা বন্ধ হলে চলে না। তোমরা হয়ত ছারসোনেশান জল-দস্যুদের কথা শুনেছ। তারা ইউক্মাইনে আড্ডা গেড়েছে। তাদের মত দুর্ধর্ষ দল আর নেই। কাল রোমে সংবাদ এসেছে, তারা কতকগুলি রণতরী নিয়ে বসফোরাসে ঢুকেছে এবং বাইজানটিয়াম আর চালসিডোনের উপকূল থেকে কিছু

দূরে আমাদের কতকগুলো জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে ; প্রোপোন্‌টিস লুট করেছে। তারা ইজিয়ান সমুদ্রেও এসেছে। পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে যে সব শস্য-ব্যবসায়ীদের জাহাজ চলাচল করে, তারা এতে ভীত হয়ে পড়েছে। স্বয়ং সম্রাটের দরবারে তারা আর্জি করেছে। ফলে, রাভেনা থেকে যাচ্চে একশখানা রণতরী ; আর মাইসেনাম থেকে যাচ্ছে··· একখানা !”

—“ভাগ্যবান কুইনটাস ! তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।”

—“সম্রাট তোমাকে নির্বাচন করেছেন···তার অর্থ তোমার পদোন্নতি হবে। তোমাকে নমস্কার।”

কুইনটাস এরিয়াস বন্ধুদের কথায় মনোযোগ দিলেন না। জাহাজখানা দূর হইতে যত কাছে আসিতে লাগিল, তিনি তাহার প্রতি ততই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

জাহাজখানি দীর্ঘ, অপ্রশস্ত, নীচু ; বলাবাহুল্য, এটি যুদ্ধজাহাজ। যাহাতে দ্রুত চলিতে পারে, তদুপযোগী করিয়া ইহা নির্মিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখের দিকে জলরেখার নীচে রহিয়াছে দীর্ঘ সুদৃঢ় লৌহচঞ্চু। যুদ্ধের সময় শত্রুর জাহাজকে তাহার দ্বারা যাহাতে বেঁধা যায়, সেই ভাবে তাহা সুগঠিত ও বিন্যস্ত, জাহাজখানির দুইটি পাশও সুগঠিত এবং সুদৃঢ়।

ওক-কাঠের একশত কুড়িখানি দাঁড় একসঙ্গে পড়িতেছে-উঠিতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন মাত্র একটি লোক সেগুলিকে পরিচালনা করিতেছে। দাঁড়গুলির গায়ে শাদা গালার আবরণ দেওয়া। তাহা ছাড়া সেগুলি সমুদ্রের জলে অবিরত ধৌত হইবার ফলে তাহাদের রঙ হইয়াছে সাদা ও উজ্জ্বল। জাহাজখানি এত দ্রুত অগ্রসর

হইতেছিল যে, গতিবেগে তাহা এ-যুগের বাষ্পপোতেরও সমকক্ষ হইবে।

জাহাজখানি এমন বেগে, এমন অবাধে :তীরভূমির দিকে আসিতেছিল যে, কুইনটাসের বন্ধু ও ক্রীতদাসগণ সচকিত হইয়া উঠিল। যে লোকটি গলুয়ের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে হঠাৎ একখানি হাত তুলিল। কাহারও মুখে কথা নাই, কোন অনাবশ্যক শব্দ নাই। দাঁড়গুলি ঘাটে লাগিতেই, যেখানে হাল ছিল, সেখান হইতে একটি সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল।

কুইনটাস তাঁহার বন্ধুদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"বন্ধুগণ! এখন বিদায়!"

তাঁহারা বলিলেন—"দেবতাগণ তোমার সহায় হোন।"

উত্তরে তিনি বলিলেন—"বিদায়।"

ক্রীতদাসেরা তীরে দাঁড়াইয়া মশাল নাড়িয়া বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছিল। তিনি তাহাদের উদ্দেশে হাত নাড়িলেন। তারপর জাহাজের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সিঁড়িতে উঠিতেই বিষাণ বাজিয়া উঠিল এবং সেইসঙ্গে মাস্তুলে উড়াইয়া দেওয়া হইল—রোম্যান সেনাধ্যক্ষের পতাকা।

ছয়

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। জাহাজখানি সমুদ্রপথে চলিতেছে। বাতাসে পালখানি ফুলিয়া আছে। তাহার দিকে তাকাইয়া জাহাজের অধ্যক্ষেরও হৃদয় সন্তোষে পরিপূর্ণ। তিনি প্রকাণ্ড কেবিনটিতে বসিয়া সকলকে লক্ষ্য করিতেছেন।

কেবিনটি জাহাজের প্রায় মধ্যখানে অবস্থিত। তাহা দৈর্ঘ্যে ষাট ও প্রস্থে ত্রিশ ফুট হইবে। তাহার একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এক সারি স্তম্ভ উপরের ছাদটিকে ধরিয়া আছে। মধ্যখানে রহিয়াছে মাস্তুলটি। মাস্তুলের গায়ে সাজানো রহিয়াছে শাণিত কুঠার, সুতীক্ষ্ণ সড়কি ও বর্শা!

কেবিনটি যেন জাহাজখানির হৃদয়। এইখানেই জাহাজের সকলে বাস করে। এইখানেই তাহারা আহার করে ও ঘুমায়। ইহাই তাহাদের ব্যায়ামের ও সুকঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের স্থান।

কেবিনের পিছনের দিকে একটি প্ল্যাটফরম। কয়েকটি সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরে উঠিতে হয়। সেই প্ল্যাটফরমের উপর বসিয়া ছিলেন, দাঁড়ীদের সর্দার। তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে একখানি বাজাইবার টেবিল। একটি হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিয়া তিনি দাঁড়ীদের দাঁড়টানার সঙ্গে তাল রাখিতেছেন। তাঁহার পাশে রহিয়াছে একটি জলঘড়ি।

কিছু উপরে উজ্জ্বল রেলিং দিয়ে ঘেরা আর একটি প্ল্যাটফরমের উপর একখানি গদিমোড়া, পিঠউঁচু ও হাতল-দেওয়া চেয়ারে বসিয়া নৌসেনাধ্যক্ষ এরিয়াস কুইনটাস তাঁহার সম্মুখে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে যোদ্ধার পোশাক···কোমরে তলোয়ার।

কুইনটাস বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছেন দাঁড়ীদের।

কেবিনটির দুইপাশে ষাটজন করিয়া দাঁড়ী তাহাদের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া দাঁড় টানিতেছে। পরস্পরের কাছ হইতে তাহাদের

প্রত্যেকের ব্যবধান মাত্র তুই হাত ; তবুও কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না।

দাঁড়গুলির হাতলের মধ্যে ভরা আছে সীসা এবং এমনভাবে জাহাজের গায়ে সেগুলি বসানো যে, অতি সহজেই যেন সেগুলিকে চালনা করা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে চালাইবার দক্ষতাও আবশ্যক। কেননা, একটু অসাবধান হইলেই দাঁড়ীরা নির্দিষ্ট স্থান হইতে ঢেউয়ের আঘাতে ছিটকাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। তাহাদের মাথার উপর জাফরি-কাটা পাটাতনের ছাদ। তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতেছে আলো।

তাহাদের পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলা নিষেধ। দিনের পর দিন তাহারা নীরবে পাশাপাশি বসে, কিন্তু কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পায় না। আহার ও নিদ্রার জন্য অতি অল্প সময়ের জন্যই তাহারা ছুটি পায়। তাহারা কখনও হাসে না। কেহ কোনদিন তাহাদের গান গাহিতেও শুনে নাই।

এক সময়ে রোমানগণই দাঁড় টানিত। কিন্তু সে অনেক কাল পূর্বের কথা। এখন রোম-সাম্রাজ্য সুদূর বিস্তৃত। জাহাজের দাঁড়ীদের মধ্যে নানাজতির লোক আছে। তাহারা সকলেই ক্রীতদাস। সেইজন্য কাহারও নামের আবশ্যক নাই। তাহারা প্রত্যেকে এক একটি সংখ্যা দ্বারা পরিচিত। তাহারা যে বেঞ্চিতে বসে, সংখ্যাগুলি তাহাদের গায়ে লেখা আছে।

কুইনটাস তুইপাশে দাঁড়ীদের একে একে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার বামদিকে ষাট সংখ্যাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাহার বেঞ্চিখানি ছিল সকলের চেয়ে একটু

উপরে। জাফরি-পথে তাহার উপর আলো পড়ায় সেনাপতি তাহাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিলেন। সে সরলভাবে বসিয়া আছে। অন্যান্য সঙ্গীদের মত তাহারও পরিধানে কটিবাস। কিন্তু সে অত্যন্ত তরুণ, বয়স বিশ বৎসরের বেশি হইবে না।

কুইনটাস তাহার তারুণ্য লক্ষ্য করিলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন, তাহার দেহটি বেশ দীর্ঘ এবং তাহার গঠন সুন্দর। দাঁড় টানিবার সময় হাতের পেশীগুলিও সঞ্চালিত হইতেছিল। তাহার দেহের অস্থিপঞ্জরগুলিকে স্পষ্ট অনুভব করা যাইতেছে। দাঁড় টানিবার ফলেই তাহার দেহ শীর্ণ। ইহা দুর্বলতা নয়, স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। তাহার দেহ ও কাজে এমন এক সঙ্গতি ছিল যে, সে শুধু সেনাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, তাঁহার কৌতূহলও জাগ্রত করিল। কেবল দেখিলেই মনে হয়, সে উচ্চবংশসম্ভূত ও তেজস্বী। এই সকল কারণে তাহার সম্বন্ধে সেনাপতির কৌতূহল আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"লোকটা আমার মনে একটু জায়গা দখল করেছে। ওর সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানতে হবে।"

দাঁড়ীটিও ঠিক সেই সময়ে তাঁহার দিকে তাকাইল।

সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন—"একটা য়িহুদি ছোক্‌রা!"

দাঁড়খানি ক্ষণিকের জন্য ক্রীতদাসটির হাতে স্থির হইয়া রহিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা সশব্দে জলে পড়িল। সে বিরক্ত হইয়া সেনাপতির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। তারপর আবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল·· দেখিল তাহার মুখে প্রসন্ন মৃদুহাসি!

ইতিমধ্যে জাহাজখানি মেসিনা প্রণালীতে প্রবেশ করিল।

তারপর মেসিনা নগর অতিক্রম করিয়া আকাশে এটনার ধূম্ররাশি পিছনে ফেলিয়া পূর্বদিকে চলিতে লাগিল।

এরিয়াস কুইনটাস দাঁড়ীটিকে আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য প্ল্যাটফরমের উপর উঠিয়া আসিলেন এবং নিজের মনে বলিতে লাগিলেন—"ছোকরাটার তেজ আছে। য়িহুদিরা তো বন্য বর্বর নয়। ওর বিষয় আরও জানতে হবে।"

সাত

চতুর্থ দিন…

অ্যাসট্রেইয়া…জাহাজখানির নাম…আইওনিয়ার সমুদ্রের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিতেছিল।

আকাশ পরিষ্কার। অনুকূল বাতাস বহিতেছে।

কুইনটাস পাটাতনের উপর এক জায়গায় দাঁড়াইয়া একটি যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, জাহাজখানি তখন কোন্ দিকে চলিতেছে। সেই সময় তিনি দেখিলেন, দাঁড়ীদের মধ্য হইতে ষাট-সংখ্যক দাঁড়ীটি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"মাননীয় এরিয়াস! সর্দার বলেছেন, আপনার অভিরুচি যে, আমি আপনার সহিত এইখানে দেখা করি। আমি তাই এসেছি।"

—"তোমাদের সর্দার বলছিল যে, তুমিই দাঁড়ীদের মধ্যে সেরা।"

—"সর্দার বড় সদাশয়।"

—"তুমি কি অনেক দিন এই কাজে আছ?"

—"প্রায় তিন বছর।"

—"তিন বছরই দাঁড় টানছ ?"

—"ঐ কাজ থেকে বিশ্রাম পেয়েছি, এমন কোন দিন আমার মনে পড়ে না।"

—"তোমার কথায় বুঝেছি, তুমি য়িহুদি।"

—"আমার বাবা একজন প্রিন্‌স ছিলেন। বিখ্যাত সওদাগর রূপে তিনি বহুবার সমুদ্রযাত্রা করেছেন। মহামতি অগাস্টাসের দরবারে তিনি সুপরিচিত ও সম্মানিত জিলেন।"

—"তাঁর নাম ?"

—"ইথামার, হুরবংশীয়।"

সেনাপতি বিস্ময়ে একখানি হাত তুলিলেন—"হুর বংশের সন্তান তুমি ?"

ক্ষণিক নীরব থাকিয়া আবার তিনি বলিলেন—"কিসের জন্যে তোমাকে এখানে আনা হয়েছে ?"

জুডা মাথা নত করিল, বেদনায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবার মত হইল। তারপর নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া সেনাপতির মুখের দিকে সোজা তাকাইয়া উত্তর করিল—"ভ্যালেরিয়াস গ্রাটাসকে হত্যা করবার চেষ্টার অভিযোগে আমি অভিযুক্ত।"

এরায়াস কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তোমার দোষ স্বীকার করছ ?"

—"আমার পিতৃপুরুষের ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলছি, আমি নির্দোষ।"

কথাগুলি সেনাপতির অন্তর স্পর্শ করিল ; জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বিচার হয় নি ?"

—"না।"

রোমান বীর বিস্ময়ে মাথা তুলিলেন—"বিচার হয়নি?…সাক্ষ্য ডাকা হয়নি? কে তোমাকে দণ্ড দিয়েছিল?"

হুর বলিল—"আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গারদে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি কোন লোককে দেখতে পাইনি। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেনি। পরদিন সৈন্যেরা আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে আসে। সেই থেকে আমি একজন জাহাজী ক্রীতদাস হয়ে আছি।"

তারপর জুডা সেই ভগ্ন টালি হইতে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়া গেল। এরিয়াস মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা আছে, তিনি তাহা স্মরণ করিলেন। এই লোকটি যাহা বলিতেছে, তাহা যদি মিথ্যাও হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহার অভিনয় নিখুঁত; আর যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, কতটা নিষ্ঠুরতার সহিত রোমের রাজশক্তি ইহাদের পীড়ন করিতেছে। এরিয়াস শিহরিয়া উঠিলেন।

কিছুক্ষণের জন্য সেনাপতি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষমতা প্রভূত। তিনিই জাহাজের সর্বাধ্যক্ষ। তবুও তিনি নিজের মনে বলিলেন, তাড়াতাড়ি কিছু করা চলে না। তাঁহাকে এখন সিথারাতে যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছাইতে হইবে। সুতরাং তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট দাঁড়ীকে এখন বাদ দিলেও চলিবে না। তিনি অপেক্ষা করিবেন; ইহার বিষয় আরও কিছু জানিতে চেষ্টা করিবেন। এই ছেলেটিই যে 'বেন-হুর', অন্ততঃ সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। সাধারণতঃ ক্রীতদাসরা হয় মিথ্যাবাদী।

এরিয়াস বলিলেন—"এখন যাও…তোমার-আমার মধ্যে যে সব

কথাবার্তা হ'ল, এগুলোর ওপর নির্ভর ক'রে কোন আশার সৌধ যেন গড়ে তুলো না।"

ক্ষণপরেই বেন-হুর তাঁহার নির্দিষ্ট বেঞ্চিখানির উপর বসিয়া দাঁড় টানিতে লাগিল। হৃদয় যখন লঘু থাকে, তখন সকল কাজকেই মনে হয় লঘু। দাঁড় টানিতে জুডার এখন আর তেমন কষ্টবোধ হইতেছিল না। সেনাপতি যে তাহাকে ডাকিয়াছেন এবং তাহার সকল কথা শুনিয়াছেন, শুধু এই চিন্তাই তাহার হতাশ অবসন্ন অন্তরে শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিল। নিশ্চয়ই ইহা হইতে কোন মঙ্গল হইবে।

আট

সিথারা দ্বীপের পূর্বে আন্টিমোনা উপসাগরে একশতখানি রণতরী মিলিত হইয়াছে। এইখানে সেনাপতি একদিন সেগুলি পরিদর্শন করিলেন।

রণতরীগুলি সারি বাঁধিয়া দ্বীপটির শৈলসংকুল তীরভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় উত্তরদিক হইতে একখানি জাহাজ আসিতে দেখা গেল। এরিয়াস জাহাজখানির দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানি মালবাহী জাহাজ···বাইজেন্টিয়াম হইতে আসিতেছিল। যে-সংবাদটি তাঁহার বিশেষ আবশ্যক ছিল, তিনি জাহাজখানির অধ্যক্ষের নিকট তাহা সংগ্রহ করিলেন।

জলদস্যুরা সকলেই ইউক্জাইনের সুদূর উপকূল হইতে আসিতেছে। তাহাদের দলে ষাটখানি রণতরী আছে। রণতরীগুলি সৈন্যে ও অস্ত্রে সজ্জিত। তাহাদের রসদেরও অভাব নাই। তাহাদের

অধ্যক্ষ হইতেছে একজন গ্রীক এবং জাহাজে গোলাম ধরার আড়কাঠিরাও সকলে গ্রীক। তাহারা পূর্ব-উপকূলের সহিত সুপরিচিত। তাহাদের লুণ্ঠনের সীমা নাই।

এরিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন—"জলদস্যুরা এখন কোথায়?"

অধ্যক্ষটি উত্তরে বলিলেন—"লেমন্‌স দ্বীপে হেফেস্‌টিয়া নগর লুট ক'রে শত্রুদল থেসালির উপকূলভাগে যে দ্বীপগুলো আছে, সেগুলো অতিক্রম ক'রে ইউরিয়াস আর হেলাস উপসাগরের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।"

গ্রীস ও ইজিয়ান সমুদ্রের মানচিত্র পরীক্ষা করিলে গ্রীসের সু-বিখ্যাত উপকূলভাগে ইউরিয়া দ্বীপ চোখে পড়িবে। এই দ্বীপ ও গ্রীসের উপকূলের মাঝে একটি অপরিসর চ্যানেল রহিয়াছে। এই দিকে কয়েকটি সমৃদ্ধ নগর আছে। তাহাদের ধনসম্পদ অত্যন্ত লোভনীয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া এরিয়াসের ধারণা হইল, থারমোপাইলির উপকূলভাগে কোথাও জলদস্যুদের সন্ধান পাওয়া যাইবে। তিনি মনস্থ করিলেন, তাহাদের উত্তর ও দক্ষিণ হইতে বেষ্টন করিবেন। অতএব আর একটি ঘণ্টাও নষ্ট করা যাইতে পারে না। সেইজন্য আর কোথাও না থামিয়া তিনি জাহাজ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্বে আকাশপটে উন্নত ওচা পর্বত চোখে পড়িয়া গেল; আড়কাঠি চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিল—"ইউরিয়া-উপকূল।"

সংকেত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়টানা বন্ধ হইল এবং জাহাজ-গুলির গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তারপর আবার যখন চলিতে আরম্ভ করিল, এরিয়াস জাহাজগুলিকে দুই দলে বিভক্ত করিলেন। এক

এক দলে রহিল পঞ্চাশখানি করিয়া রণতরী। একটি দলকে লইয়া তিনি চ্যানেলে প্রবেশ করিলেন; অপর দলটিকে পাঠাইলেন দ্বীপের বহিরুপকূল ধরিয়া তাহার বিপরীত দিক দিয়া চ্যানেলে প্রবেশ করিতে।

বেন-হুর তাহার বেঞ্চিতে বসিয়া দাঁড় টানিতেছে। প্রত্যেক ছয় ঘণ্টা অন্তর সে ছুটি পায়। তাহার সুদীর্ঘ দাস-জীবনে কেবিনের পাটাতনের উপর সূর্যের আলোক দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিত, জাহাজখানি কোন দিকে চলিতেছে। তাহার সঙ্গী দাসগণের মতই ব্যাপারটি যে কি ঘটিতেছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই, তাহার স্থান হইতেছে দাঁড়ে; জাহাজ চলুক বা নোঙর করিয়াই থাকুক, তাহাকে সেইস্থানেই থাকিতে হইত।

তিন বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র একটিবার তাহাকে ডেকের উপর হইতে চারিধার দেখিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সে জানিতই না যে, যে রণতরীখানির সে একজন দাঁড়ী, তাহার কাছেই রহিয়াছে বিশাল এক নৌ-বহর।

সে বহুবার যুদ্ধের মাঝখানে গিয়া পড়িয়াছে, তবুও সে যুদ্ধগুলির একটিও চোখে দেখে নাই। তাহার নির্দিষ্ট বেঞ্চিখানির উপর বসিয়া তাহার মাথার উপরে ও পাশে যুদ্ধের হুঙ্কার, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও আহতের আর্তনাদ শুনিয়াছে।

যথাসময়ে লণ্ঠনগুলি জ্বালিয়া সিঁড়ির পাশে টাঙাইয়া দেওয়া হইল। সেনাপতি ডেকের উপর নামিয়া আসিলেন। তাঁহার আদেশে নৌ-সৈন্যেরা বর্ম পরিধান করিল এবং তাঁহার আদেশে বর্শা, সড়কি এবং তীর আনিয়া মেঝের উপর রাখা হইল। সেই সঙ্গে

আনা হইল, সহজদাহ্য তৈলভরা কতকগুলি জালা, তূলার বড় বড় গুলিভরা কতকগুলি ঝুড়ি। সেই সকল গুলি সলিতার মত পাকাইয়া আল্‌গাভাবে তৈয়ারি।

তারপর বেন-হুর যখন দেখিল, সেনাপতি প্লাটফরমে উঠিয়া তাঁহার বর্ম পরিধান করিলেন, তাঁহার হেলমেট ও ঢাল বাহির করিয়া লইলেন, তখন এই সাজ-সজ্জার কারণ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

প্রত্যেক বেঞ্চির সহিত একগাছি করিয়া ভারী শিকল ও বেড়ি ছিল। দাঁড়ীদের সর্দার প্রত্যেক দাঁড়ীকে সেই শিকল ও বেড়ি দিয়া বেঞ্চির সহিত বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে যাহাই ঘটুক, তাহাদের কাহারও সেখান হইতে একতিলও নড়িবার উপায় নাই।

সর্দার তাহাদের সকলকে একসঙ্গে বাঁধিয়া অবশেষে ষাট নম্বর দাঁড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেন-হুর নৈরাশ্যে উদাসীন; সে দাঁড়টি তুলিয়া সর্দারের দিকে পা বাড়াইয়া দিল। তখন সেনাপতি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং সর্দারকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিলেন।

সেনাপতি সর্দারকে কি বলিলেন, তাহা বেন-হুর শুনিতে পাইল না; তাহার প্রয়োজনও নাই। যাহাই হউক, তাহাকে শিকল দিয়া বাঁধা হইল না।

শান্ত সমুদ্র। একটুও বাতাস নাই। জাহাজখানি দাঁড়ের জোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিতেছে। যাহাদের এখন অবসর, তাহারা সকলে ঘুমাইতেছে···এরিয়াস কৌচে, নাবিকেরা মেঝেয়।

উষার প্রাক্কালে সমুদ্রবক্ষে গাঢ় অন্ধকার নামিল···অ্যাসট্রেইয়া অবাধে চলিতেছে। এমন সময় একটি লোক ডেকের উপর নামিয়া আসিয়া প্ল্যাটফরমে যেখানে সেনাপতি ঘুমাইতেছিলেন, সেখানে গিয়া তাঁহাকে জাগাইল। এরিয়াস উঠিয়া মাথায় হেমলেট পরিলেন কোমরে তলোয়ার বাঁধিলেন এবং হাতে ঢাল লইয়া নৌ-সেনাধ্যক্ষের কাছে গিয়া বলিলেন—"জলদস্যুরা খুব কাছেই আছে। ওঠ··· প্রস্তুত হও।"

তারপর শান্তমুখে, দৃঢ়পদে, নিশ্চিন্তচিত্তে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

নয়

জাহাজের সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে। পদস্থ কর্মচারীরা তাঁহাদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। নৌ-সৈন্যেরা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া এবং সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল। তূণভরা তীর ও পাঁজাভরা বর্শা আনিয়া ডেকের উপর রাখা হইল। জাহাজের কেন্দ্রস্থলে সিঁড়ির পাশে রাখা হইল তেলের পিপা ও তূলার গোলকগুলি। আরও অনেকগুলি লণ্ঠন জ্বালা হইল। বাল্‌তিগুলি জলে পূর্ণ করা হইল। যে সকল দাঁড়ীর তখন অবসর ছিল, সৈনিকরা তাহাদের সর্দারের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল।

ডেকের উপর হইতে নীচে দাঁড়ীদের সর্দারের কাছে একটি সংকেত পাঠানো হইল। সিঁড়ির উপর যে নিম্নপদস্থ কর্মচারীটি ছিলেন,

সংবাদটি পাঠানো হইল তাঁহার মারফৎ। হঠাৎ দাঁড়গুলি থামিয়া গেল। ইহার অর্থ কি?

পিছনে আর একখানি জাহাজের দাঁড় টানিয়া আসার শব্দের মত শব্দ শোনা গেল এবং অ্যাসট্রেইয়া ছুলিয়া উঠিল, যেন সে উত্তাল ঢেউয়ের মাঝখানে গিয়া পড়িতেছে। কাছেই এক নৌ-বহরের কথা বেন-হুরের মনে পড়িল…সম্ভবতঃ আক্রমণের জন্য তাহা শ্রেণীবদ্ধ হইতেছে। তাহার সারা শরীরে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ডেকের উপর হইতে আবার সংকেত আসিল। দাঁড়গুলি জলে পড়িল। জাহাজ আবার অতি ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে কোন শব্দ নাই, ভিতরেও কোন শব্দ নাই, অথচ প্রত্যেকটি লোক স্বতই আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

এই অবস্থায় সময়ের আন্দাজ করা যায় না; সেইজন্য বেন-হুর বুঝিতে পারিল না, তাহারা কতটা অগ্রসর হইল। এমন সময় ডেকের উপর হইতে বিষাণ বাজিয়া উঠিল…স্পষ্ট, জোরালো এবং দীর্ঘ তাহার ধ্বনি। দাঁড়ীদের সর্দার টেবিলের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন; দাঁড়ীরা হঠাৎ বিপুল শক্তিতে একযোগে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের প্রত্যেকটি তক্তা যেন কাঁপিয়া উঠিল। পিছন হইতে অল্প সময়ের জন্য কতকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তাহার সহিত যোগ দিল কতকগুলি অপরিচিত বিষাণ-ধ্বনি।

সম্মুখে কিছুই নাই, সবই পিছনে। একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। সর্দারের সম্মুখে যে দাঁড়ীরা ছিল, তাহারা টলিয়া পড়িল, কয়েকজন পড়িয়া গেল। জাহাজখানি একটু পিছনে হটিল;

তারপরই সে বেগ সামলাইয়া লইয়া সম্মুখের দিকে প্রবল বেগে ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষাণের ও সংঘর্ষের শব্দ ছাড়াইয়া উঠিল শতকণ্ঠের ভয়ার্ত সুতীক্ষ্ণ চিৎকার। ক্ষণপরেই বেন-হুর অনুভব করিল, তাহার পায়ের নীচে, জাহাজের তলায়, কি যেন ভাঙিবার, গুঁড়া হইবার শব্দ। তাহার চারিধারে যাহারা ছিল, তাহারা সভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। ডেকের উপর হইতে জয়ধ্বনি উঠিল···রোমানদের রণতরীর সুতীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে একখানা শত্রু-জাহাজ চূর্ণ হইয়াছে।

অ্যাস্ট্রেইয়া সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। জনকয়েক সৈনিক ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং কতকগুলি তূলার গুলি তেলে ভিজাইয়া লইয়া আসিল এবং সিঁড়ির উপর যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের হাতে হাতে ডেকের উপর যাহারা ছিল, তাহাদের কাছে সেগুলিকে পাঠাইয়া দিল।

পরক্ষণেই জাহাজখানা এমন দুলিয়া উঠিল যে, উপর দিকে যে দাঁড়ীরা ছিল, তাহারা বহুকষ্টে বসিয়া রহিল। আবার শোনা গেল, রোমানগণের উল্লাসধ্বনির সহিত পরাজয়ের আর্তনাদ। একখানি বিপক্ষ জাহাজকে অ্যাসট্রেইয়ার সম্মুখভাগের বিশাল কপিকলটি জল হইতে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। এখনই জাহাজখানিকে উল্টাইয়া ফেলিয়া ডুবাইয়া দিবে।

বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পিছনে অবর্ণনীয় রণরোল প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মড় মড় শব্দ হয়, তাহার পরই শোনা যায়, ভয়ার্ত কণ্ঠের আর্তনাদ। তাহা হইতে বোঝা যাইতে লাগিল, আরও শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষের জাহাজ সংঘর্ষে ডুবিয়া যাইতেছে।

সেই সময় যে আবর্তের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে ডুবিতেছে সেই সকল জাহাজের নাবিকেরা।

কখন কখন ধোঁয়া ও বাষ্প একসঙ্গে মিশিয়া ভাসিয়া আসিতেছে এবং জাহাজের আলোগুলিকে ম্লান করিয়া দিতেছে। সেই সঙ্গে আসিতেছে দগ্ধ মনুষ্যদেহের উৎকট গন্ধ। বেন-হুর বুঝিতে পারিল যে, তাহারা একখানি জ্বলন্ত জাহাজের পাশ দিয়া তাহার অসহায় দাঁড়ীদের দগ্ধদেহের ধূমরাশির মধ্য দিয়া চলিতেছে। সে নিঃশ্বাস লইবার জন্য হাঁফাইতে লাগিল।

তখন পর্যন্ত অ্যাসট্রেইয়া চলিতেছিল। সহসা তাহার গতি রুদ্ধ হইল। ডেকের উপর শোনা গেল, অনেকগুলি পদশব্দ এবং পাশ হইতে জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষের প্রচণ্ড ধ্বনি। সকলেই আতঙ্কে জাহাজের পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িল, অনেকে লুকাইবার মত স্থান খুঁজিতে লাগিল।

বেন-হুরের দেহ-মনের উপর দিয়া আতঙ্কের শিহরণ বহিয়া গেল। এরিয়াসকে হয়ত শত্রুরা চারিধার হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে··· তিনি আত্মরক্ষা করিতেছেন। যদি তাঁহাকে শত্রুরা বধ করে! বেন-হুরের অন্তরে যে আশা ও স্বপ্ন উদিত হইয়াছে, তাহা কি সত্যে পরিণত হইবে না? মাতা···ভগ্নী···গৃহ···স্বদেশ···সে কি আর তাহাদের দেখিতে পাইবে না? না···এরিয়াসকে মরিতে দেওয়া হইবে না। ক্রীতদাস হইয়া জাহাজে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া জীবন বিসর্জন দেওয়াও অন্ততঃ শ্রেয়ঃ।

বেন-হুর আর একবার চারিধারে তাকাইয়া দেখিল। কেবিনের ছাদের উপর তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল। অ্যাসট্রেইয়ায় দুই পাশে

শত্রুপক্ষীয় জাহাজগুলি বার বার ধাক্কা দিতেছে। বেঞ্চির উপর ক্রীতদাসেরা তাহাদের পায়ের শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে ও ব্যর্থকাম হইয়া উন্মত্তের মত চিৎকার করিতেছে। রক্ষীরা উপরে উঠিয়া গিয়াছে, কোথায়ও শৃঙ্খলা নাই, চারিধারে আতঙ্ক। বেন-হুর সেখান হইতে এরিয়াসের অন্বেষণে চলিয়া গেল।

তাহার ও পিছনের দিকে উঠিবার সিঁড়ির মাঝে ব্যবধানটা ছিল সামান্যই। সে একলাফে তাহার উপর উঠিল এবং মাঝখানে এমন এক জায়গায় গিয়া পৌঁছিল, যেখান হইতে তাহার চোখে পড়িল… অগ্নির আলোকে রক্তাভ আকাশ, পাশে কয়েকখানি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। সে দেখিল, শত্রুর সংখ্যা অনেক, রক্ষকের সংখ্যা অল্প। কিন্তু বেশীক্ষণ ইহা দেখিতে পাইল না ; হঠাৎ তাহার পায়ের নীচে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সে পড়িল নীচে পিছনের দিকে। সে যখন পাটাতনে গিয়া পৌঁছিল, তখন মনে হইল, উহা যেন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ভাঙিয়া যাইতেছে। তারপর পলকের মধ্যে জাহাজের পিছনের অংশ দু'ফাঁক হইয়া গেল। সমুদ্রের জল তৎক্ষণাৎ সেই পথে বেগে কল্লোল ও ফেনা তুলিয়া একলাফে জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করিল। বেন-হুরের চারিধারে অন্ধকার ও তরঙ্গিত জলধারা। বেন-হুরের সাহস ছিল, শক্তি ছিল ; এরূপ অবস্থায় পড়িলে স্বভাবতই শরীরে ও মনে অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হয়। তথাপি সেই অন্ধকার, আবর্ত ও জলোচ্ছ্বাসে সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

জলধারা প্রথমে আপনার বেগে তাহাকে কেবিনের মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া গেল। সেখানেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিত। কিন্তু জাহাজখানি তখন ডুবিতেছিল। সেইজন্য নীচে জলের ধাক্কায়

সে আবার বাহির হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেই সময়ে তাহার হাতে কি একটা ঠেকিল; সে তাহা চাপিয়া ধরিল। যতটুকু সময় সে জলের তলায় ছিল, ততটুকু সময়কেই তাহার মনে হইতেছিল এক যুগ। অবশেষে জলের একেবারে উপরে ভাসিয়া উঠিয়া দীর্ঘ কেশ ও চোখের জল হাত দিয়া মুছিয়া যে তক্তাখানি সে ধরিয়াছিল, তাহার উপর উঠিয়া বসিল এবং চারিধারে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

সমুদ্রের উপর অর্ধ-স্বচ্ছ কুয়াশার মত ধূম্ররাশি বিস্তৃত হইয়া আছে। এখানে-ওখানে আগুন জ্বলিতেছে। বেন-হুর বুঝিল, সেগুলি জ্বলন্ত জাহাজ। তখনও যুদ্ধ হইতেছিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, সে যুদ্ধে জয় হইল কাহাদের? সে দেখিল, মাঝে মাঝে দুই-একখানি জাহাজ চলিয়া যাইতেছে। আলোর বিপরীত দিকে পড়িতেছে তাহাদের ছায়া। অপর দিকে দূর হইতে জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষধ্বনি কানে আসিতেছিল। অ্যাসট্রেইয়া যখন ডুবিয়া যায়, সেই সময় সে দেখিল তাহার নিজের জাহাজের ও দুইখানি বিপক্ষ জাহাজের যে নাবিকেরা তাহার উপর উঠিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদের লইয়াই উহা তলাইয়া গেল।

তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন একসঙ্গে উপরে ভাসিয়া উঠিয়া তক্তা বা যে-কোন আশ্রয়ের উপর উঠিয়া পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চাপিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে বা ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কখন কখন কোমর হইতে কিরীচ বা তলোয়ার লইয়া পরস্পরের বুকে, পেটে বা ঘাড়ে বসাইবার জন্য প্রবল চেষ্টা আরম্ভ করিল।

তাহাদের এই যুদ্ধের সহিত বেন-হুরের কোনই সম্পর্ক নাই। তাহারা সকলেই তাহার শত্রু। সে বুঝিল, এই তক্তাখানি গ্রহণ করিবার জন্য কেহ-না-কেহ তাহাকে হত্যা করিবে। সে তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সেই সময় সে অতি দ্রুত দাঁড়টানার শব্দ শুনিতে পাইল, এবং দেখিল, একখানি জাহাজ আসিতেছে। জাহাজের দীর্ঘ সম্মুখভাগকে দ্বিগুণতর দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল। তাহার গায়ে সোনালী কারুকার্যগুলির উপর লাল আলো পড়িয়া জাহাজখানিকে দেখাইতে লাগিল বিশাল একটা সাপের মত। তাহার নীচে জল ফেনিল ও চঞ্চল।

সে বহু-কষ্টে তাহার তক্তাখানিকে জাহাজের গতিপথ হইতে সরাইবার চেষ্টা করিল। তক্তাখানি অত্যন্ত প্রশস্ত। এই অবস্থায় হাতখানেক দূরে সমুদ্রের মধ্য হইতে সোনালী আলোকরেখার মত ভাসিয়া উঠিল, একটি হেলমেট। তাহার পরই দেখা গেল, দুইখানি সবল দীর্ঘ বাহু; বাহুদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত। বেন-হুর সভয়ে সরিয়া গেল।

হেলমেটটি এবং সেই সঙ্গে যে-মাথাটি তাহা ঢাকিয়া ছিল, তাহা একেবারে উপরে উঠিয়া আসিল। তারপর দেখা গেল সম্পূর্ণ দুইখানি বাহু। বাহু দুইখানি প্রবল বেগে জলে আঘাত করিতে লাগিল। তাহার মাথাটি ঘুরিলে মুখখানিও আলোর দিকে ফিরিল। বেন-হুর দেখিল, মুখবিবর উন্মুক্ত, চোখ দু'টি বিস্ফারিত, মুখ পাংশুবর্ণ, তবুও বেন-হুর আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। মুখখানি আবার যখন তলাইয়া যাইতেছে, তখন সে যে শিকল দিয়া

হেলমেটটি মুখের সহিত বাঁধা ছিল, তাহা চাপিয়া ধরিল এবং লোকটিকে টানিয়া তক্তার উপর আনিল। সৌভাগ্যের বিষয় লোকটি হইতেছেন, নৌ-সেনাপতি এরিয়াস।

জাহাজখানি চলিয়া যাওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জল ভয়ঙ্কর ফেনিল ও চঞ্চল হইয়া রহিল। বেন-হুর প্রাণপণ শক্তিতে একহাতে তক্তাখানি চাপিয়া ধরিয়া আর একহাতে এরিয়াসের মাথাটি জলের উপর তুলিয়া রাখিল। জাহাজখানি তাহাদের তুইজনের একেবারে পাশ দিয়া দাঁড় টানিতে টানিতে চলিয়া গেল। সেই জাহাজের তলায় যে কত লোক পড়িল, তাহার ইয়ত্তা নাই। হঠাৎ দূরে একটা সংঘর্ষের কোলাহল উত্থিত হইল। সেই সঙ্গে শোনা গেল চিৎকার। বেন-হুর সে দিকে ফিরিয়া তাকাইল। বেন-হুর বুঝিল, একটা দস্যুজাহাজ ধ্বংস হইল…অ্যাসট্রেইয়ার ধ্বংসের প্রতিশোধ।

দূরে তাহার পরও যুদ্ধ চলিতে লাগিল। যাহারা বাধা দিতেছিল, তাহারা পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বিজয়ী কাহারা? বেনহুর বুঝিতে পারিল, এই ঘটনার উপর তাহার স্বাধীনতা কতখানি নির্ভর করিতেছে। সে তক্তাখানি এরিয়াসের দেহের নীচে ঠেলিয়া দিল এবং তখন হইতে তাহাকে তক্তার উপরে রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। তাহার মন যুগপৎ আশা ও আশঙ্কায় ভরিয়া গেল। দিনের আলোর সঙ্গে কাহারা আসিবে? রোমানরা, না জলদস্যুরা? যদি জলদস্যুরা হয়, তাহা হইলে সে তো মরিবেই, এরিয়াসেরও সর্বনাশ!

অবশেষে দিনের আলো ফুটিল। বাতাস স্থির। বেনহুর বামে বহু দূরে স্থলভাগ দেখিতে পাইল। কিন্তু সেখানে যাইবার

বেন-হুর তক্তাখানি এরিয়াসের দেহের নীচে ঠেলিয়া দিল।—পৃঃ ৪৩

চেষ্টা করা বৃথা। তাহারই মত সমুদ্রের বুকে এখানে-ওখানে অনেকে ভাসিতেছে। সমুদ্রের স্থানে স্থানে কালো ছাই, আধ-জ্বলন্ত ধূমায়িত সামগ্রী। বহুদূরে একখানি জাহাজ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার পাল ছিন্ন, দাঁড়গুলিও স্থির হইয়া আছে। সেখান হইতে আরও দূরে…বহুদূরে…সে দেখিতে পাইল, একটি দাগের মত কি যেন নড়িতেছে। সে বুঝিতে পারিল না, তাহা কোন পলায়মান জাহাজ না অনুসরণকারী জাহাজ—না কোন শ্বেত-বর্ণের সামুদ্রিক পাখী।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিয়া গেল। তাহার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যদি সত্বর সাহায্য না পাওয়া যায়, এরিয়াসের মৃত্যু হইবে। তিনি এমন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া আছেন যে, এক এক সময় মনে হইতেছে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বেন-হুর তাঁহার হেলমেটটি খুলিয়া লইল। তারপর বহু কষ্টে কোমর হইতে কিরীচখানি টানিয়া বাহির করিল এবং হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, এরিয়াসের হৃদয় তখনও স্পন্দিত হইতেছে। তাহার অন্তর আশায় পূর্ণ হইয়া গেল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি?

দশ

অবশেষে এরিয়াস কথা বলিলেন…প্রথমে অস্পষ্ট প্রশ্ন করিলেন …তিনি কোথায়, কে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, কি করিয়া রক্ষা পাইলেন। ক্রমে তাঁহার কথাবার্তা স্পষ্ট হইয়া আসিল। তিনি যুদ্ধের ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিশেষে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল; তখন অনর্গল কথা বলিতে লাগিলেন।

—"দেখতে পাচ্ছি, এখান থেকে আমাদের দু'জনের উদ্ধার যুদ্ধের শেষ-ফলের উপর নির্ভর করছে। তুমি আমার জন্যে কি করেছ, তাও দেখতে পাচ্ছি। তুমি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমার জীবন রক্ষা করেছ। যে তক্তা দখল করার জন্যে একজন অন্যজনকে হত্যা করে, সেই তক্তায় তুমি আমাকে প্রাণপণে চেপে রেখেছ। যদি আমি বাঁচি, তোমাকে মুক্তি দিয়ে তোমার মা-বোনের কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি যা চাও, তাই পাবে।"

—"শোনা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। ভগবানকে ধন্যবাদ, ঐ একখানা জাহাজ আসছে।"

—"কোন্ দিক থেকে ?"

—"উত্তর দিক থেকে।"

—"ওর বাইরের চিহ্ন দেখে ওটা কোন্ দেশের বলতে পার ?"

—"না। আমার কাজ ছিল দাঁড়টানা। কখনও জাহাজ চেনবার সুযোগ হয়নি।"

—"ওর নিশান আছে ?"

—"আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

এরিয়াস কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিলেন···অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জাহাজখানা কি এখনো এইদিকে আসছে ?"

—"হাঁ, এখনো এইদিকে আসছে।"

—"যদি রোমান হয়, তাহলে ওর মাস্তুলের মাথায় হেলমেট থাকবে।"

—"তাহলে নিশ্চিন্ত হোন। আমি হেলমেট দেখতে পাচ্ছি।"

তবুও এরিয়াস নিশ্চিত হইলেন না।

বেন-হুর বলিল—“জাহাজখানা থামল। ওর উপর থেকে একখানা নৌকো নামিয়ে দেওয়া হ'ল। নৌকোর লোকগুলো সমুদ্রে যারা ভাসছে, তাদের তুলে নিচ্ছে। দস্যুরা তা করে কি ?”

—“তা করে, নিজের দলের লোক হ'লে করে। ত ছাড়া, ওদের দাঁড়ীর দরকার হতে পারে।” এরিয়াস উত্তর দিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার মনে পড়িল, দাঁড়ীর অভাব পূর্ণ করিবার জন্য তিনিও শত্রু-পক্ষীয় লোকদের সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

বেন-হুর জাহাজের নাবিকদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল ; বলিল—“জাহাজখানা চলে যাচ্ছে।”

—“কোথায় ?”

—“আমাদের দক্ষিণে একখানা জাহাজের দিকে। জাহাজখানাতে কোন লোকজন নেই ব'লে মনে হচ্ছে। ঐ যে, সেই জাহাজটার পাশে গিয়ে ভিড়ল। ঐ ওর ওপরে নাবিকদের পাঠাচ্ছে।”

এরিয়াস তখন চোখ মেলিলেন এবং চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। জাহাজখানির দিকে একবার তাকাইয়া বেন-হুর বলিলেন—“তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দাও···তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দাও···আমি আমার দেবতাদের যেমন ধন্যবাদ দিচ্ছি। জলদস্যু হলে ঐ জাহাজ-খানাকে রক্ষা না ক'রে ডুবিয়ে দিত। ওর কাজ আর মাস্তুলের হেলমেট দেখে বুঝতে পাচ্ছি, ওখানা নিশ্চয়ই রোমান জাহাজ। আমারই জয়। ভাগ্যলক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করেন নি। আমাদের জীবন রক্ষা হ'ল। হাত নাড়···ওদের ডাক···শীঘ্র ওদের এখানে আন। তোমার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল···আমি তাঁকে ভালবাসতাম। তিনি বাস্তবিকই প্রিন্স ছিলেন। তিনি আমাকে

শিখিয়ে ছিলেন, য়িহুদিরা বর্বর নয়। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার ছেলেমেয়ে নেই। তুমিই আমার ছেলে হবে, নাবিকদের ডাক। শীঘ্র! দস্যুদের পেছনে ধাওয়া করতেই হবে। একজন দস্যুকেও ছাড়া হবে না। শীঘ্র ওদের কাছে ডেকে আন।”

জুডা তক্তাখানির উপর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাত নাড়িতে নাড়িতে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে সেই ছোট নৌকাটির নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। সমুদ্রবক্ষে অনেকদূর থেকেও শব্দ পৌঁছায়। তাহারা দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাদের দুইজনকে তুলিয়া লইল।

এরিয়াস বীর-সম্মানে জাহাজে উঠিলেন। ডেকের উপর একখানি কাউচে শুইয়া তিনি যুদ্ধের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলেন। সমুদ্রে যাহারা ভাসিতেছিল, তাহাদের সকলকে যখন তুলিয়া লওয়া হইল, তখন এরিয়াস আবার নূতন করিয়া এই জাহাজে তাঁহারা সেনাপতির নিশান উড়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার নৌবহরের অপর অংশের সহিত মিলিয়া জয় সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশে উত্তরদিকে দ্রুত জাহাজ চালাইয়া দিলেন। যথাসময় পঞ্চাশখানি রণতরী চ্যানেলপথে পলাতক দস্যু-জাহাজগুলির সম্মুখীন হইল ও তাহাদের সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। একখানিও পলাইতে পারিল না। বিশখানি দস্যুজাহাজকে বন্দী করিয়া সেনাপতি এরিয়াস বিজয়-গৌরবে দেশে ফিরিলেন এবং মাইসেনামের বন্দরে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করিলেন। তাঁহার সহিত যে যুবকটি ছিল, তাহার সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে এরিয়াস বেন-হুরের ইতিহাসটুকু গোপন করিয়া সস্নেহে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন।

তারপর বেন-হুরকে কাছে ডাকিয়া তাহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া এরিয়াস বলিলেন—"বন্ধুগণ! এই আমার ছেলে, আমার উত্তরাধিকারী···আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী···· যদি দেবতাদের আশীর্বাদে আমি শেষ পর্যন্ত কিছু রেখে যেতে পারি, ও আমারই নামে পরিচিত হবে। আমি প্রার্থনা করি, তোমরা আমাকে যেমন ভালবাস, ওকেও তেমনই ভালবাসবে।"

তারপর সুযোগমত এরিয়াস বেন-হুরকে পোষ্য গ্রহণ করিলেন। বেন-হুর ক্রমে সম্ভ্রান্তবংশীয়দের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিল।

এগার

এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে একদিন। তখনও দ্বিপ্রহর হয় নাই, একখানি মাল ও যাত্রিবাহী জাহাজ সমুদ্রের নীল বক্ষ হইতে ওরোনটিস নদীর মোহনায় প্রবেশ করিল। তাহার লক্ষ্য সম্মুখে আনটিয়ক বন্দর। সে-সময়ে আনটিয়কের স্থান ছিল, ঐশ্বর্য ও শক্তিতে রোমের পরেই।

অসহ্য গ্রীষ্ম। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত যাত্রীদের সহিত বেন-হুরও ডেকের উপর পালের ছায়ায় বসিয়া আছে। সেই সময়ে আরও দুইখানি জাহাজ নদী-মোহনায় প্রবেশ করিল এবং পাশ দিয়া যাইতে যাইতে প্রত্যেকখানি জাহাজ হইতে নাবিকেরা উজ্জ্বল হলুদ-রঙের নিশান জলে ফেলিয়া দিল। একজন যাত্রী বলিল—"ঐ নিশান ফেলার অর্থ আমি জানি। জাহাজের মালিক কে, তাই বোঝাবার জন্যে ওটা করা হয়েছে।"

—"মালিকের কি অনেক জাহাজ আছে?"

—"আছে।"

—"আপনি তাকে জানেন?"

—"তার সঙ্গে আমি কারবার করেছি···"

যাত্রীরা তাহার দিকে উৎকর্ণ হইয়া তাকাইয়া রহিল, বেন-হুর উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল।

লোকটা শান্তভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল—"সে অ্যানটিয়কে বাস করে। লোকটা অত্যন্ত ধনী। জেরুজালেমে হুর নামে অতি প্রাচীন ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় এক ব্যক্তি ছিলেন···"

বেন-হুর নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল; তবুও তাহার হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

লোকটি বলিল—"এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি ছিলেন একজন বড় সদাগর। তাঁর কারবার ছিল পূর্ব ও পশ্চিমে দূরতম প্রদেশেও বিস্তৃত। বড় বড় নগরে ছিল তাঁর কারবারের শাখা। এই অ্যানটিয়কে তাঁর যে ব্যবসায় ছিল, তার পরিচালক ছিল সাইমনাইডিস নামে একটি লোক। কেউ কেউ বলে, সে ছিল হুরদের ভৃত্য। লোকটার নাম গ্রীক, কিন্তু সে জাতিতে য়িহুদি। সমুদ্রে জাহাজডুবিতে হুর মারা যান। কিন্তু তাঁর ব্যবসায় আগের মতই চলে। কিছুকাল পরে পরিবারটিতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে।

"হুরের একমাত্র সন্তান···তখন সে বেশ বড় হয়েছে···শাসন-কর্তা গ্রাটাসকে জেরুজালেমের পথে হত্যা করার চেষ্টা সে করে। কিন্তু অল্পের জন্যে পারে না। তারপর থেকে তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। রোমানদের রোষবহ্নি সমগ্র পরিবারটিকে দগ্ধ করে। তাদের মধ্যে একজনও জীবিত নেই। তাদের প্রাসাদখানা

বন্ধ ক'রে সিল ক'রে দেওয়া হয়···এখন সেটা হয়েছে পায়রার বাসা। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। হুরের নামে যা কিছু ছিল, সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রাটাস এইভাবে তার আঘাতের ক্ষতিপূরণ করে।"

যাত্রীরা হাসিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"আপনি বলতে চান, তিনিই সম্পত্তিটাকে রেখেছিলেন?"

—"লোকে তাই বলে; আমি যেমন শুনেছি, তেমনি বলছি। তারপর, সাইমনাইডিস ছিল হুরের এখানকার এজেণ্ট। সে অল্প-দিনের মধ্যেই নিজের নামে ব্যবসাটিকে চালাতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে নগরের একজন সেরা বণিক হয়ে উঠে। মনিবের মতই সেও ভারতবর্ষে ক্যারাভান পাঠাত। বর্তমানে সমুদ্রে তার এত জাহাজ আছে যে, তাই দিয়ে একটা রাজকীয় নৌবহর তৈরি করা যায়।"

—"কতদিন সে কারবার করেছে?"

—"দশ বছর হবে না।"

—"নিশ্চয়ই সে গোড়ায় সুবিধা পেয়েছিল?"

—"হ্যাঁ; লোকে বলে শাসনকর্তা হুরের সম্পত্তি···ঘোড়া, মেষ, বাড়ি-ঘর, জমিজায়গা, জাহাজ, জিনিসপত্র···সবই বাজেয়াপ্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর টাকাকড়ির সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিশ্চয়ই হুরের কোটি কোটি টাকা ছিল। সে টাকার যে কি হ'ল, তা কেউ বলতে পারে না।"

একজন যাত্রী বলিল—"আমি পারি।"

—"আপনি কি বলতে চান তা' বুঝেছি···আপনার যা ধারণা, আরও অনেকের তাই। সকলেই মনে করে সাইমনাইডিস সেই টাকা

দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। শাসনকর্তাও তাই বিশ্বাস করেন। তার কাছ থেকে তিনি টাকাগুলো বার করবার জন্যে দুবার তার উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন···কিন্তু বার করতে পারেন নি। এখন তার ওপর নির্যাতন হবার দিন চলে গেছে। সম্রাট তাকে স্বহস্তে সই ক'রে ব্যবসা করবার সনন্দপত্র দিয়েছেন।"

বার

পরদিন প্রভাতে বেন-হুর বণিক সাইমনাইডিসের পাথরে তৈরী প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। গৃহখানির কোন শ্রী নাই, গঠনে কোন সৌষ্ঠব বা পারিপাট্য দেখা যায় না। ভিতরে কাজ হইতেছে। বাহিরেও ব্যস্ততা। গৃহের সম্মুখে নদী। নদীতে অনেকগুলি জাহাজ বাঁধা। তাহাদের কতকগুলিতে মাল তোলা হইতেছে, কতকগুলি হইতে মাল নামানো হইতেছে।

বেন-হুর একটি লোকের সাহায্যে কর্তার ঘরটি খুঁজিয়া পাইল।

অনুমতি পাইয়া বেন-হুর ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘরখানির মেঝে এমন পুরু কার্পেট দিয়া ঢাকা যে, তাহার উপর দিয়া চলিতে গেলে পা অর্ধেক বসিয়া যায়; উপরে ছাদে কাচের মত করিয়া বসানো লাল রঙের শত শত অভ্রখণ্ড। সেগুলির ভিতর দিয়া ঘরে আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

ঘরের মাঝখানে ছিল দুই ব্যক্তি···একজন পুরুষ ও একটি তরুণী। পুরুষটি বৃদ্ধ। সে গদিমোড়া, পিঠউঁচু, হাতল-দেওয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া ছিল। তাহার পিছনে চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তরুণীটি। তাহাদের দেখিয়া বেন-হুরের মুখচোখ লাল হইয়া

উঠিল, সে কেমন যেন হইয়া গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া দেখিল, তাহারা দুইজনে স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে।

বেন-হুর বলিল—"তুমি যদি য়িহুদি সাইমনাইডিস হও, তাহলে আমাদের ভগবানের আশীর্বাদ তোমার আর তোমার সন্তান-সন্ততিদের উপর বর্ষিত হোক।"

লোকটি পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর করিল—"তুমি যার কথা বলছ, আমি সেই য়িহুদি সাইমনাইডিস। তোমাকে প্রতিনমস্কার করি। কিন্তু তোমার পরিচয় কি ?"

বেন-হুর লোকটির কথা শুনিতে শুনিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। সে দেখিল, লোকটির দেহখানি একটি মাংসপিণ্ডের মত। তাহার মাথার চুলগুলি বড়বড় ও সাদা। ভ্রূ-জোড়াও সাদা হইয়া গিয়াছে। চোখ দু'টো কালো, মুখখানা বিবর্ণ।

বেন-হুর বলিল—"আমার নাম জুডা ; এখানে যে সম্ভ্রান্ত হুর-পরিবার ছিল, আমি সেই বংশের প্রধান ছিলাম।"

কিন্তু এই কথায় বণিকটির দীর্ঘ হাতখানি একবার মুষ্টিবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে শান্তভাবে বলিল—"জেরুজালেমের প্রিন্সদের আমার বাড়িতে অবারিত দ্বার। এসথার ! যুবকটিকে বসবার একখানা আসন দাও।"

এসথার সাইমনাইডিসের কন্যা। তাহার দেহ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। সে একখানি চেয়ার আনিয়া বলিল—"অনুগ্রহ করে বসুন।"

বেন-হুর আসন গ্রহণ না করিয়া বিনয়ের সঙ্গে বলিল—"আমি আশা করি কর্তা সাইমনাইডিস আমার এখানে আসাটাকে

অনধিকার প্রবেশ ব'লে মনে করে না। কাল নদীপথে আসবার সময় শুনেছিলাম, আমার বাবার সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল।"

—"আমি প্রিন্স হুরকে জানতাম। আমরা দু'জনে একসঙ্গে ব্যবসাও করতাম। এসথার! এঁকে কিছু পানীয় দাও।"

এসথার পানীয় আনিয়া বেন-হুরকে দিতে গেলে সে বলিল—"না, তোমার বাবাকে দাও। আমার আর যা বলবার আছে, তা শুনে আশা করি, তোমার বাবা আমার এই ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না। আর, যে চোখে তিনি এখন আমাকে দেখেছেন, তখন তাঁর এই দৃষ্টিও বদলে যাবে। কাজেই তুমি ক্ষণিক আমার পাশে দাঁড়াও।"

তারপর দুইজনে যেন একই উদ্দেশ্যে বণিকটির দিকে তাকাইল। বেন-হুর দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"সাইমনাডিস! আমার বাবার মৃত্যুকালে সাইমনাইডিস নামে একজন বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল। আমি শুনেছি, তুমিই সেই লোক।"

সাইমনাইডিস চমকাইয়া উঠিল; তাহার হাত দুইখানি মুষ্টিবদ্ধ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার প্রশান্তি ফিরিয়া আসিল। সে শান্ত কণ্ঠে বলিল—"আমার সঙ্গে প্রিন্স হুরের কি সম্পর্ক ছিল, তা' বলবার আগে তুমি কে, তার প্রমাণ দাও। তোমার কাছে কি কোন লিখিত প্রমাণ আছে? অথবা তুমি মুখেই সে প্রমাণ দেবে?"

সাইমনাইডিসের কথাগুলি অকপট। ইহাতে আপত্তি করিবারও কিছু নাই। বেন-হুর হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সে বলিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাইল না। সাইমনাইডিসও উত্তরটির জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল—"প্রমাণ! প্রমাণ দাও! আমাকে তা' দেখাও!"

বেন-হুর নিরুত্তর। ইহার যে আবশ্যকতা আছে, তাহা সে আগে বুঝিতে পারে নাই। দীর্ঘ তিনবৎসর জাহাজে দাস-জীবন যাপন করিবার ফলে তাহার পরিচয় দিবার মত কিছুই নাই; তাহার মা ও ভগ্নী নাই, তাঁহারা কোথায়, তাঁহারা জীবিত আছেন কিনা, তাহাও কেহ জানে না। সে এখন জগতে নিতান্ত একা। বেন-হুর হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। সাইমনাইডিস নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বেন-হুর অবশেষে বলিল—"কর্তা সাইমনাইডিস! আমি কেবল আমার জীবনের কাহিনীটা বলতে পারি। তুমি যদি তা' শোনার যোগ্য ব'লে মনে কর, তবেই আমি বলব।"

—"বল, আমি আগ্রহের সঙ্গে শুনব।"

বেন-হুর সেই দুর্ঘটনা হইতে যুদ্ধের পর এরিয়াসের সহিত রোমে পৌঁছানো পর্যন্ত ঘটনা বলিয়া গেল। তারপর বলিল—"আমার পালক-পিতা ছিলেন সম্রাটের প্রিয়পাত্র। তাঁকে সম্রাট নানাভাবে পুরস্কৃত করেন। পূর্বদেশের বণিকেরাও তাঁকে প্রচুর উপহার দিয়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী করেছিল। ঐশ্বর্যে রোমে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। কিন্তু কোন য়িহুদি কি তার ধর্ম বা জন্মভূমিকে ভুলতে পারে? সেই ভদ্রলোকটি আমাকে তাঁর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। আমিও তাঁর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ সন্তানের মত আচরণ করতাম। রোমে থেকে যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হতে যা শিক্ষা করা আবশ্যক, আমি তার সবই শিক্ষা করি। এখন আমি তার চেয়েও মহত্তর বিষয়ে জ্ঞান অর্থাৎ মনুষ্য-চরিত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাই।" তারপর একটু অগ্রসর হইয়া, অকপটে সে বলিল

"কিন্তু সাইমনাইডিস, মনে হচ্ছে, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস জন্মায়নি। তোমার মনে সন্দেহের ছায়া রয়েছে।"

সাইমনাইডিস পাষাণের মত নিশ্চল ও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বেন-হুর আবার বলিল—"আমি যে আমার পিতার একমাত্র সন্তান, এবিষয়ে যখন কোন প্রমাণ দিতে পাচ্ছি না, তখন তোমার কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম, তা আর জানতে চাই না ; তোমাকে আর বিরক্তও করতে চাই না। আমি শুনেছি, তুমি এক সময়ে আমাদের বাড়ীতে দাস ছিলে। আমি তোমাকে আবার সেই দাসত্বে বাঁধতে বা তোমার ঐশ্বর্যের কোন হিসাব নিতে বা ভাগ নিতে আসিনি। তোমার শক্তি, বুদ্ধি, শ্রম দিয়ে যা তুমি উপার্জন করেছ, সবই তোমার ; আমি তার কিছুই চাই না। কুইন্‌টাস, আমার দ্বিতীয় পিতা, যখন শেষবারের মত সমুদ্রযাত্রা করেন, তখন তিনি আমাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যান। তার ফলে আমি ধনকুবের হয়েছি। আমার ধনসম্পদের প্রয়োজন নেই। আমি কেবল জানতে চাই—আমার মা, আমার বোনের কথা। আমার বোনটি তোমার এই মেয়েটির মতই সুন্দরী ছিল। তাদের সম্বন্ধে কিছু জান কি? বলতে পার, তারা কোথায়?"

এসথারের চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। কিন্তু সাইমনাইডিসের মনে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে বলিল—"যে আমার বন্ধুর পরিবারের ওপর অত্যাচার করেছিল, সে আমাকেও নির্যাতিত করেছে। আমি হুরের পরিজনদের অনেক অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু তাদের কোন খোঁজই পাইনি। আমার মনে হয়, তারা সকলেই বিনষ্ট হয়েছে।"

—"তাহলে আর একটি আশা ভঙ্গ হ'ল। নৈরাশ্য আমার জীবনে নতুন নয়। আমার অনধিকার-প্রবেশ মার্জনা কর। যদি তোমার বিরক্তি উৎপাদন করে থাকি, তাহলে আমার বেদনার কথা ভেবে আমাকে ক্ষমা করো। এখন প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়া আমার বাঁচবার আর কোন প্রয়োজন নেই। বিদায়।"

তারপর পর্দার কাছে গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তোমাদের দু'জনকেই ধন্যবাদ।"

বণিকটি বলিল—"তোমার শান্তি হোক।"

বেন-হুর চলিয়া গেল।

তের

বেন-হুর যাইতে না যাইতেই মনে হইল সাইমনাইডিস যেন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। সে লঘুকণ্ঠে বলিল—"এসথার·· শীঘ্র ঘণ্টা বাজাও।"

এসথার টেবিলের কাছে সরিয়া গিয়া ভৃত্যদের ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইল। দেওয়ালের গায়ে যে তক্তা আঁটা ছিল, তাহার একখানি যেন সরিয়া গেল। সেই পথে প্রবেশ করিল একজন লোক; ভিতরে আসিয়া সে সাইমনাইডিসকে সেলাম করিল।

সাইমনাইডিস বলিল—"ম্যালাচ, এখানে আমার চেয়ারের কাছে সরে এস। শোন। এই মুহূর্তে একজন যুবক গোদামঘরের দিকে নেমে যাচ্ছে। তাঁর আকৃতি দীর্ঘ ও সুন্দর। তার পোশাক য়িহুদিদের মত। তুমি ওকে সর্বত্র ছায়ার মত অনুসরণ কর। ও কি করে, কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে···প্রত্যহ এই সব খবর

আমাকে পাঠাবে। লোকের সঙ্গে ও যে কথাবার্তা বলবে, আড়াল থেকে যদি শুনতে পাও, তাহলে তারও প্রত্যেকটি কথা যথাযথভাবে আমাকে জানাবে। ওর প্রকৃতি, চরিত্র, দোষ-গুণের বিষয়, যা জানতে পারবে, তার সবই খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবে। ওর সঙ্গে ভাব করবে, বন্ধুর মত ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে···কিন্তু কখনো প্রকাশ করবে না যে, তুমি আমার কর্মচারী···কখনো না! শীঘ্র যাও···শীঘ্র।"

ম্যালাচ সাইমনাইডিসকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

তারপর সাইমনাইডিস হাসিতে হাসিতে বলিল—"এসথার আমার মনে হয় ছেলেটার কথায় তুমি মুগ্ধ হয়েছ···"

—"ওর কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছে···"

—"তাহলে তুমি বলতে চাও, ও প্রিন্স হুরের ছেলে।"

—"যদি না হয়···" বলিয়া এসথার একটু ইতস্তত: করিতে লাগিল।

—"যদি হয়, এসথার?"

—"বাবা, তোমার পাশে থেকে আমি অনেক লোককে দেখেছি। তাহলে বলতে হবে, এমন মিথ্যার অভিনয় আর কেউ করতে পারেনি।"

—"ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, তোমার বাবা, ওর বাবার ক্রীতদাস ছিল?"

—"ও যা শুনেছে, তাই বলল···"

—"এসথার, আমার জীবনের ঘটনা শোনবার মত বয়স তোমার হয়েছে। জিওনের দক্ষিণে হিন্নোম উপত্যকার এক সমাধিস্থানে

আমার জন্ম হয়। আমার পিতামাতা ছিলেন হিব্রু ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। তাঁরা রাজার খেজুর, জলপাই আর আঙুরের বাগানে মালীর কাজ করতেন। আমিও শৈশবে তাঁদের সঙ্গে থাকতাম। তাঁরা যে শ্রেণীর ক্রীতদাস ছিলেন, সে শ্রেণীর ক্রীতদাস চিরদিনই দাসত্ব করতে বাধ্য। আমিও তাঁদের কাজে সাহায্য করতাম। তারপর তাঁরা আমাকে প্রিন্স হুরের কাছে বিক্রয় করেন। সে সময়ে জেরুজালেমে তিনি ঐশ্বর্যে রাজা হেরডের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। বাগানের কাজ থেকে তিনি আমাকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে তাঁর গুদামের কাজে নিযুক্ত করলেন। সেখানে কাজ করতে করতে আমি সাবালক হয়ে উঠলাম। আমি ছ'বছর তাঁর কাজ করতে করতে আইন-অনুসারে সপ্তম বৎসরে মুক্ত হ'লাম।"

এসথার আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"তুমি ওর বাবার ভৃত্য নও।"

—"না, মা, শোন। সেকালের উকিলদের মতে আমি ছিলাম চির-ক্রীতদাস। কেননা, আমার বাবা-মা ছিলেন চির-ক্রীতদাস। কিন্তু প্রিন্স হুর ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ; তিনি আইনও জানতেন। তিনি আমাকে দলিল লিখে মুক্ত ক'রে দেন। সে দলিল এখনো আমার কাছে আছে।"

—"আর আমার মা?"

—"অধীর হয়ো না, শোন। আমার দাসত্বের মেয়াদ শেষ হ'লে আমি এলাম জেরুজালেমে। আমার মনিব আমাকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করলেন। তাঁকে আমি যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম। তাঁর কাজে যাতে বহাল থাকি, সে ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি

সম্মত হয়ে আমাকে বেতনভুক্ কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আমি কাজকর্ম তদারক করবার জন্যে সমুদ্রে ও স্থলপথে দেশ-বিদেশে যাত্রা করতাম। পথে কত বিপদে পড়েছি। আমি বিদেশ থেকে বহু ধনরত্ন এনেছিলাম, সেইসঙ্গে অর্জন করেছিলাম প্রচুর অভিজ্ঞতা। তা' না থাকলে যে দায়িত্ব আমার ওপরে পড়ছে তা' সম্পন্ন করতে পারতাম না।···জেরুজালেমেই প্রিন্স হুরের বাড়িতে তোমার মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তিনি ছিলেন হুরের ক্রীতদাসী। প্রিন্স হুরের কাছে তাঁকে বিয়ে করবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। উত্তরে তিনি বললেন—'ও আমার চির-ক্রীতদাসী, তবে যদি ইচ্ছা কর, তোমার সন্তোষের জন্যে আমি ওকে মুক্তি দেব।' কিন্তু তোমার মা মুক্তি চান না। আমার বহু অনুনয়েও তিনি সম্মত হ'ন না। অবশেষে, এই দেখ, এসথার···" বলিয়া সাইমনাইডিস তাহার বাম কানের নিম্নভাগ টানিয়া দেখাইল। তারপর বলিল—"এখানে ছেঁদা দেখতে পাচ্ছ না?"

—"দেখছি, বাবা।"

—"তোমার মাকে বিয়ে ক'রে আমিও দাসত্ব বরণ ক'রে প্রিন্স হুরের বাড়িতেই থেকে যাই।···তারপর আমার প্রভু সমুদ্রে ডুবে মারা যান। কিন্তু প্রভুপত্নী আমাকে তেমনই কাজে বহাল রাখেন। আমি তাঁর কাজে সমস্ত দেহ-মন ঢেলে দিয়ে দিন দিন ব্যবসায় আরও উন্নতি করি। এইভাবে দশ বছর কেটে যায়। তারপর একদিন ঘটে অনর্থ। বেন-হুরের অসাবধানতায় গ্রেটাস আহত হ'ন। ফলে সমগ্র পরিবারের ওপর শুরু হয় দারুণ নির্যাতন। বেন-হুরকে ক্রীতদাস ক'রে জাহাজে দাঁড় টানতে পাঠানো হয়; আর

মা-মেয়ের যে কি হয়, তা' কেউ বলতে পারে না। কি ক'রে যে তাদের মৃত্যু হয়, অথবা তাদের মৃত্যু হয়েছে কি না, তাও কেউ জানতে পারে না।"

এথসারের চোখ দু'টি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

—"তোমার অন্তর বড় কোমল। ঠিক তোমার মায়ের মতই। তারপর শোন···আমি প্রভুপত্নীদের সাহায্যের জন্যে জেরুজালেমে গেলাম। কিন্তু নগরের তোরণেই আমাকে বন্দী ক'রে আনতোনিয়া দুর্গের মাটির নীচের ঘরে আটক ক'রে রাখলে। কেন, তা' তখনো বুঝতে পারিনি। শেষে বুঝলাম, শাসতকর্তা গ্রেটাসের কথায়। সে জানত, আমার নামে হুরদের বহু টাকা দেশ-বিদেশে খাটছে। সে এসে বলল যে, যত টাকা আমার আছে সব টাকা তাকে দিয়ে দেবার জন্যে চিঠি লিখে দিতে। ও তাঁদের সমস্ত সম্পত্তিই গ্রাস করেছিল। আমি গ্রেটাসের কথায় অসম্মত হই। তখন সে আমাকে কঠোর নির্যাতন করতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমাকে কিছুতেই বশীভূত করতে পারে না। গ্রেটাস যখন দেখল যে, সে আমার কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারবে না, তখন আমাকে ছেড়ে দেয়। আমিও বাড়ি ফিরে এসে আমার নামে আবার ব্যবসায় আরম্ভ করি। তুমি তো জান, এসথার, তখন আমি কি আশ্চর্য উন্নতি করি। মাত্র তিন বছরের মধ্যে ব্যবসায়ে তিন গুণ লাভ হয়। তিন বছর পরে সিজারা যাবার পথে গ্রেটাস আবার আমাকে বন্দী করে এবং আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি যে প্রিন্স হুরের, তা' স্বীকার করাবার জন্যে আমাকে নির্যাতন করে। সে বলে, হুরের যা কিছু আছে নামে-বেনামে সবই সে বাজেয়াপ্ত করবে।

কিন্তু আগের মতই সে অকৃতকার্য হয়। আমি ভগ্নদেহে বাড়ি ফিরে এসে দেখি, আমার জন্যে দুশ্চিন্তায়, দুঃখে, ভয়ে তোমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে…তারপর…তারপর ভগবানের ইচ্ছায় আমার মৃত্যু হ'ল না। স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে আমি সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসায় করবার অনুমতি আদায় করি। আমি প্রভু-পত্নীর প্রতিনিধিস্বরূপ যে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করছিলাম, আজ তা' শতগুণে বর্ধিত।"

সাইমনাইডিস সগর্বে মাথা তুলিল। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইয়া পরস্পরের মনের কথা বুঝিতে পারিল। সাইমনাইডিস দৃষ্টি নত না করিয়া বলিল—"এসথার, এই ধনরত্ন নিয়ে কি করব?"

এসথার স্বর নত করিয়া বলিল—"বাবা, এর ন্যায্য অধিকারী যে, সে কি কিছুক্ষণ আগেই আসে নি?"

সাইমনাইডিস তেমনই মাথা তুলিয়া বলিল—"আর, মা, তুমি? তোমাকে কি আমি পথের ভিখারী ক'রে রেখে যাব?"

—"বাবা, তোমার সন্তান ব'লে আমিও কি ওর ক্রীতদাসী নই?"

এসথারের কথায় আনন্দে সাইমনাইডিসের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল—"শোন, কেন আজ সকালে আমি আনন্দে হেসেছিলাম। যে যুবকটি এসেছিল, তার চেহারা তার পিতারই তারুণ্যের প্রতিচ্ছায়া বহন করছে। ওকে অভিবাদন করতে আমার অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। আমার মনে হয়েছিল, আমার সকল কষ্ট ও সকল পরিশ্রমের আজ অবসান হয়েছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, আমি তার হাত ধরে বলি—'দেখ, এ সব তোমার… আমি তোমার ভৃত্য মাত্র।' কিন্তু তিনটি কথা ভেবে আমি নিজেকে

সংযত করেছিলাম। প্রথম, আমার নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার যে, সে আমার মনিবের সন্তান। যদি সে আমার প্রভুর সন্তান হয়, তা হলে তার স্বভাব কি রকম, তা' আমার জানা দরকার। যারা ধনীর ঘরে জন্মায়, তাদের অনেকের হাতেই অর্থ অভিশাপস্বরূপ হয়।"

—"কিন্তু বাবা, সে তো চলে গেছে···আর কি আসবে?"

—"আমার বিশ্বস্ত ম্যালাচ তার সঙ্গে গেছে। আমি যখনই প্রস্তুত হব, তখনই তাকে সে নিয়ে আসবে।"

—"কবে?"

—"বেশি দেরি হবে না। ও মনে করছে, ওর কোন সাক্ষী নেই। কিন্তু একজন এখনো জীবিত আছে। ও যদি আমার প্রভুর সন্তান হয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে।"

—"কে? ওর মা?"

—"না। যথাসময়ে আমার সাক্ষী ওর সামনে উপস্থাপিত করব। এখন এ বিষয়ে আপাততঃ ইতি। আমি বড় ক্লান্ত।"

চৌদ্দ

বেন-হুরের মন নৈরাশ্যে নিরুৎসাহ ও কাতর হইয়া পড়িয়াছে··· তাহার আপন-জনদের সে আর খুঁজিয়া পাইবে না। আজ নিজেকে তাহার বড় নিঃসঙ্গ বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবীতে তাহার আপন বলিতে আর কেহ নাই। সে চলিয়াছে অ্যান্টিয়কের বিখ্যাত উপবনটির দিকে!

উপবনের পাশেই বন···সে বনে বেন-হুর বিশ্রাম করিল কিছুক্ষণ ···সেখানে ম্যালাচের সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। বনের মধ্য দিয়া

দুইজনে ক্রীড়াভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল। যে পথে গাড়ি-দৌড় হয়, তাহার উপর নরম মাটি বিছানো রহিয়াছে এবং দুইপাশে বরাবর উল্টা করিয়া বর্শা পুঁতিয়া সেগুলির উপর আল্‌গা করিয়া মোটা দড়ি রাখিয়া পথের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে। দর্শকদের জন্য মাঝে মাঝে রহিয়াছে চাঁদোয়াতলে কতকগুলি করিয়া বসিবার আসন। আসনগুলি পর পর থাকে থাকে সাজানো। প্রত্যেক সারি একটু করিয়া উঁচু। একজায়গায় তাহারা দুইজনে বসিবার আসন পাইল।

গাড়িগুলি যাইবার সময় বেন-হুর গণিয়া দেখিল, মোট নয়খানি। বেন-হুর বলিল—"আমি এদের প্রশংসা করি। আমি মনে করে-ছিলাম, এই প্রাচ্যদেশে কেবল দু'-ঘোড়ার গাড়ির দৌড় হয়। কিন্তু দেখছি এরা রাজকীয় প্রথায় চার-ঘোড়ার গাড়িরও দৌড় করায়। দেখা যাক্…"

তাহার সম্মুখ দিয়া আটখানি চার-ঘোড়ার গাড়ি চলিয়া গেল… কোনটির ঘোড়াগুলি গেল কদমে ছুটিয়া, কোনটির গেল সহজভাবে পা ফেলিয়া। তারপর আসিল নবম গাড়িখানি। তাহার ঘোড়া চারিটি আসিতেছিল তীরগতিতে।

বেন-হুর আনন্দে করতালি দিয়া বলিল—"ম্যালাচ, আমি সম্রাটের অশ্বশালা দেখেছি, কিন্তু এই ঘোড়া-চারটির মত ঘোড়া কোথাও দেখিনি।"

ঘোড়া-চারটি দ্রুত চলিয়া গেল। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখা গেল। স্ট্যান্ডের উপর হইতে কে যেন সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল।

বেন-হুর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, একটি বৃদ্ধ উপরের দিকের একখানি আসন হইতে প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার হাত-দু'খানি মুষ্টিবদ্ধ ও উপর দিকে উঠিয়া রহিয়াছে। চোখ দু'টি প্রখর উজ্জ্বল, বক্ষ পর্যন্ত বিলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু দুলিতেছে। লোকটির সব চেয়ে কাছে যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে জনকয়েক হাসিয়া উঠিল।

বেন-হুর বলিল—"ওকি, ওরা হাসছে কেন? ওঁর বয়সের প্রতি সম্ভ্রম দেখানো উচিত। লোকটি কে?"

ম্যালাচ বলিল—"মরুভূমির একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। ওঁর অনেকগুলো উট আর ঘোড়া আছে। লোকে বলে প্রথম ফেরো যিনি ছিলেন, তাঁর দৌড়ের যে-সব ঘোড়া ছিল, ওঁর ঘোড়াগুলো তাদেরই বংশধর। লোকটির নাম···শেখ ইলদারিম।"

ইতিমধ্যে চালক ঘোড়া-চারিটিকে শান্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। তাহার প্রত্যেকটি ব্যর্থ চেষ্টা শেখকে আরও উত্তেজিত করিতে লাগিল। বৃদ্ধ সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিলেন—"আবাদ্দন! শীঘ্র যাও। ঘোড়াগুলোকে শান্ত কর। ওরা তোমাদেরই মত মরুভূমিতে জন্মেছে। ছুটে যাও···শুনছ?"

ঘোড়াগুলি ক্রমেই ভয়ঙ্কর বেগে সম্মুখের দিকে ছুটিতে লাগিল। বৃদ্ধ গাড়ির চালকটিকে ঘুষি দেখাইতে দেখাইতে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হতভাগ্য রোমান! ওটা শপথ ক'রে বলেছিল, ঘোড়াগুলিকে চালাতে পারবে। না, ছেড়ে দাও···আমাকে ছেড়ে দাও। ও শপথ করেছিল, ঘোড়াগুলো ওর হাতে ঠাণ্ডা মেজাজে ঈগলের মত উড়ে যাবে। দেখছ, ঘোড়াগুলো কেমন···অমূল্য।

একটি কথাতেই ওরা উড়ে চলবে। এক রোমানকে বিশ্বাস ক'রে আমি কি ভুলই করেছি!"

উপযুক্ত চালকের হাতে পড়িলে, ঘোড়া-চারিটি উদ্ধত রোমানদের দৌড়ে পরাজিত করিতে পারিবে, এই আশায় তিনি তাহাদের নগরে আনিয়াছিলেন। সেই লোকটিকে কেবল উপযুক্ত চালক হইলে চলিবে না, তাহাদের সমান তেজী হওয়া চাই।

ইতিমধ্যে পাঁচ-ছয়জন লোক গিয়া ঘোড়া-চারিটির খলীন চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের শান্ত করিল। সেই সময়ে দৌড়পথে আর একখানি গাড়ি দেখা গেল।

পিছনদিক খোলা একখানি দুইচাকার গাড়ি। গাড়ির সম্মুখভাগে চারিটি ঘোড়া। ঘোড়াগুলির লাগাম কয়টি গুচ্ছাকারে চালকের গায়ে জড়ানো। সেকালে এই ধরণের গাড়িতেই ঘোড়দৌড় হইত।

এবার সমস্ত গাড়িখানি বেন-হুরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। চালকের পাশে রহিয়াছে আর একজন। বেন-হুর দেখিল, চালকটি স্থিরভাবে গাড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছে। লাগামগুলি তাহার গায়ে কয়েক পাক জড়ানো। তাহার পরিধানে লাল ও পাতলা কাপড়ের পোশাক; দক্ষিণ হস্তে চাবুক। বামহস্তে সে লাগামগুলি একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া আছে। তাহার চেহারাও সুন্দর ও বীরত্বব্যঞ্জক। দর্শকদের প্রশংসার প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন। বেন-হুর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে দেখিল, চালক···মেসালা!

মেসালা তাহার স্বদেশবাসীদের মত এখনও তেমনই উদ্ধত, গর্বিত, উচ্চাভিলাষী। তাহার চোখেমুখে ফুটিয়া আছে তেমনই ব্যঙ্গাত্মক ভাব। তাহার একটুও পরিবর্তন হয় নাই।

পনের

বেন-হুর স্ট্যাণ্ডের পৈঠায় নামিতেই একজন আরব শেষ পৈঠাটির উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল···

—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশের সকলে শুনুন! শেখ ইলদারিম আপনাদের সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। তাঁর চারটি ঘোড়াকে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ে প্রতিযোগিতা করতে এনেছেন। তাঁর একজন শক্তিশালী ও নিপুণ চালকের বিশেষ আবশ্যক। যিনি সন্তোষজনকভাবে তাঁর ঘোড়া-চারটিকে পরিচালিত করতে পারবেন, তিনি অঙ্গীকার করছেন, তাঁকে প্রভূত অর্থ দেবেন।"

এই কথায় সকলের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল। বেন-হুর ইহা শুনিয়া ঘোষণাকারীর দিক হইতে শেখের দিকে তাকাইল।

ম্যালাচ মনে করিল, বেন-হুর প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার কথা শুনিয়া মনের ভার নামিয়া গেল।

বেনহুর বলিল—"ম্যালাচ! এখন কোথায় যাব?"

—"ক্যাসটালিয়া।"

—"ও! সেই ফোয়ারাটা? হ্যাঁ, তার পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি আছে। চল, সেদিকে যাই।"

জনতার ভিতর দিয়া দুইজনে ফোয়ারার আরও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

এখানে দেখা গেল, সেই সবুজ তৃণপ্রান্তরের উপর দিয়া একটি সাদা রঙের উট আসিতেছে। হাওদার মধ্যে বসিয়া আছে··· একজন পুরুষ ও একটি নারী। তাহারা কাছে আসিলে সকলে

দেখিল পুরুষটির মুখখানি এমন শীর্ণ যে, মনে হয় হাড়গুলি কোন রকমে চামড়া দিয়া ঢাকা, মুখের রঙ মিশরের ম্যামীর মত।

উটটি জানু পাতিয়া বসিল। তারপর চালক স্ত্রীলোকটির হাত হইতে একটি পেয়ালা লইয়া ফোয়ারার কাছে যাইবে, এমন সময় গাড়ির চাকার ও ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। দর্শকেরা আত্মরক্ষার জন্য চারিধারে সরিয়া যাইতে লাগিল।

"রোমানটা আমাদের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে চায়··· সাবধান!"—বলিয়া ম্যালাচ সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

যে-দিক হইতে শব্দটা আসিতেছিল, বেন-হুর সেদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং দেখিল, মেসালা গাড়ির উপর দাঁড়াইয়া ঘোড়া-চারিটিকে জনতার দিকে সোজা ছুটাইয়া দিয়াছে।

জনতা সরিয়া যাইতেই উটটিকে পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। সে তেমনই শুইয়া চোখ বুঁজিয়া নিশ্চিন্তমনে জাবর কাটিতেছে। ঘোড়া-চারিটি যে একেবারে তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িবে, সে বিষয়ে তাহার কোন উদ্বেগ নাই। উটচালক আতঙ্কে হাত কচলাইতে লাগিল। হাওদার ভিতর উপবিষ্ট সেই বৃদ্ধটি পলাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু পলাইতে পারিল না। স্ত্রীলোকটির পক্ষেও তখন পলাইয়া যাওয়া অসম্ভব।

মেসালা পরম-কৌতুকে হাসিতেছিল। এই বিপদ হইতে রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বেন-হুর অগ্রসর হইয়া বামদিকের ঘোড়া দুইটির খলীন চাপিয়া ধরিল; এবং প্রাণপণ শক্তিতে তাহাদের গতিরোধ করিতে করিতে চিৎকার করিয়া উঠিল—"রোমান কুকুর! মানুষের জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই!"

ঘোড়া দুইটি শির্‌-পা হইয়া দাঁড়াইল। সেই টানে অন্য ঘোড়া দু'টিও ঘুরিয়া গেল। গাড়ির বোমটি কাত হইলে গাড়িখানিও সেইসঙ্গে কাত হইল। মেসালা পড়িতে পড়িতে নিজেকে সামলাইয়া লইল। কিন্তু তাহার সঙ্গী একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেল। দর্শকেরা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; যখন দেখিল, বিপদের আর আশঙ্কা নাই, তখন বিদ্রূপ-ভরে হাসিতে লাগিল।

রোমানটি তাহার শরীর হইতে লাগামগুলি খুলিয়া একপাশে ফেলিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল; এরপর সে বেন-হুরের দিকে একবার তাকাইয়া তারপর সেই বৃদ্ধ ও সেই নারী উভয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—"আপনাদের দু'জনের কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি মেসালা, শপথ ক'রে বলছি, আমি আপনাদের বা আপনাদের উটটিকে দেখতে পাইনি। আর এই যে সজ্জনগণ এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, এঁদের সঙ্গে আমার একটু মজা করবার ইচ্ছে হয়েছিল। এখন দেখছি, এঁরাই আমাকে নিয়ে আমোদ পেলেন।" এই বলিয়া মেসালা বিদায় নিল।

চালক তৎক্ষণাৎ উটটিকে উঠাইল; সে চলিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় বৃদ্ধ বলিলেন—"এখানে এস।"

বেন-হুর সসম্ভ্রমে তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ বলিলেন—"বিদেশীটিকে তুমি আজ উত্তম শিক্ষা দিয়েছ। এক-ঈশ্বর বর্তমান। আমি তাঁর নামে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আমি মিশরের লোক—আমার নাম ব্যালথাজার। আমি এসেছি আমাদের রাজাকে দেখতে। তিনি ছুতার জোসেফের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি যখন শিশু ছিলেন, তখন তাঁকে দেখেছি। ডাফনি

গ্রামের ওপারে বিখ্যাত খেজুর-বাগানে খেজুরগাছের ছায়ায় শেখ ইলদারিম তাঁর তাঁবুতে বাস করেন। আমরা তাঁর অতিথি। সেখানে আমাদের সন্ধান কোরো।"

বেন-হুর বুঝিতে পারিল না যে, তাহার বন্দি-জীবনে, কূয়ার ধারে যে কমনীয় কিশোর তাহার তৃষ্ণা দূর করিয়াছিলেন, ব্যালথাজার তাঁহারই কথা বলিতেছেন।

বেন-হুর বৃদ্ধের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ও সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহারা দুইজনে আবার যাত্রা করিলেন। বেন-হুর তাহাদের দিকে তাকাইতেই মেসালাকেও দেখিতে পাইল। সে যেমন হৃষ্টমনে, উদাসীনভাবে, মুখে বিদ্রূপের হাসি লইয়া আসিয়াছিল, তেমন ভাবেই চলিয়া যাইতেছে।

ষোল

ম্যালাচের চোখের সম্মুখে যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে বেন-হুরের প্রতি তাহার মন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে ভরিয়া গেল। সে দেখিল, বেন-হুর সাহসী ও শক্তিমান। এখন যদি সে যুবকটির অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত কিছু জানিতে পারে, তাহা হইলে সেদিনের কাজকর্ম তাহার মনিব সাইমনাইডিসের পক্ষে প্রীতিকর হইবে। সে অনুসন্ধানে বুঝিয়াছে, এই যুবকটি য়িহুদি এবং একজন বিখ্যাত রোমানের পালিতপুত্র। তাহার আর এক কথা মনে হইতেছে, মেসালা ও এই যুবকটির মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে। কিন্তু সেই সম্পর্কটা যে কি, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় স্বয়ং বেন-হুর

তাহার সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করিল। কি ভাবে হুর-বংশের পতন হয় এবং মেসালাকে তাহার ঘৃণা করিবার কারণটা যে কি, তাহা সে ম্যালাচের কাছে বলিল।

—"ম্যালাচ, যে গুপ্তকথাটি জানবার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি, মেসালা তা জানে। ও বলতে পারে, আমার মা বেঁচে আছেন কিনা, তিনি কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন। যদি তিনি মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে ও জানে, কোথায় তিনি মারা গেছেন, কিসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কোথায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। শুধু মা নয়, আমার বোনের খবরও ও জানে।"

—"ও সে-কথা বলবে না না-কি?"

—"না।"

—"কেন?"

—"কারণ, আমি য়িহুদি, সে রোমান।"

—"রোমানদের কথা বলার শক্তি আছে বটে, কিন্তু য়িহুদিরা, যদিও তাদের ঘৃণা করে, চালাকিতে তাদের হারিয়ে দেওয়ার উপায় জানে।"

—"মেসালার মত লোককে? না। তা' ছাড়া, এটা রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারের একটা গোপনীয় বিষয়। আমার পিতার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নেওয়া হয়েছে।"

ম্যালাচ ধীরে মাথা নত করিয়া তাহার কথায় সায় দিল। তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"ও তোমাকে চিনতে পারেনি?"

—"পারেনি। কেননা, আমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আমার মৃত্যু ঘটেছে।"

—"আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে, তুমি ওকে সহজে ছেড়ে দিলে।"

—"তাতে আমার উদ্দেশ্য সফল হ'ত না। মেসালা আমার মা-বোনের কথা জানে। এই কারণেই আমার হাতে তার এখন মৃত্যু নেই। তবুও আমি এখন তাকে শাস্তি দিতে পারি। তুমি আমাকে সাহায্য কর। আমি চেষ্টা করব।"

ম্যালাচ ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল—"ও রোমান···আমি য়িহুদিবংশীয়। আমি তোমাকে সাহায্য করব। যদি ইচ্ছে কর, আমাকে দিয়ে সাহায্য করিয়ে নিতে পার।"

—"তোমার হাতখানি দাও···তাই যথেষ্ট হবে।"

তাহাদের হাত দুইখানি বিচ্ছিন্ন হইলে, বেন-হুর বলিল—"যে কাজের ভার আমি তোমার উপর দেব, তা' কঠিন নয়, বন্ধু। তা' করতে তোমার বিবেকেও বাধবে না। চল।"

দুইজনে সেই প্রান্তরের পথ ধরিল।

চলিতে চলিতে বেন-হুর বলিল—"তুমি দাতা শেখ ইলদারিমকে চেন?"

—"হাঁ।"

—"তাঁর খেজুরবাগান কোথায়? ডাফনি গ্রাম থেকে কত দূর?"

—"ডাফনি গ্রাম থেকে ঘোড়ায় দু'ঘণ্টার আর দ্রুতগামী উটে একঘণ্টার পথ।"

—"ধন্যবাদ। তুমি যে ঘোড়-দৌড়ের কথা আমাকে বলছিলে, তা' কি বিশেষভাবে সব জায়গায় প্রচারিত হয়েছে? তা কি খুব কঠিন হবে?"

ম্যালাচের কৌতূহল জাগ্রত হইল ; সে বলিল—"পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এতে যোগ দেবেন। খুব আড়ম্বরের সঙ্গে খেলাটা হবে। অনেকে বাজি ধরবে। জয়ী হ'লে পুরস্কারও পাওয়া যাবে প্রচুর।"

—"ম্যালাচ, আর এক কথা···কদিন উৎসবটা হবে ?"

—"রোমানরা যেমন বলে সেইমত বলতে গেলে জল-দেবতারা যদি সদয় হ'ন···যখন কনসাল ম্যাক্সেনটিয়াস এসে পৌঁছবেন···আজ বা কালও সুরু হ'তে পারে···তারপর থেকে ষষ্ঠ দিনে দৌড়-প্রতিযোগিতা হবে।"

—"ম্যালাচ, সময় অল্প ; কিন্তু এই সময়ই যথেষ্ট। আমি ঘোড়-দৌড় করাব। দাঁড়াও! একটা শর্ত আছে। এ বিষয়ে নিশ্চয় ক'রে কি জান যে, মেসালাও একজন প্রতিযোগী হবে ?"

ম্যালাচ এইবার বেন-হুরের মতলবটি ধরিতে পারিল ; রোমানটার গর্ব খর্ব করিবার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও সে বুঝিল। সে একরূপ কম্পিতস্বরেই বলিল—"তোমার অভ্যাস আছে কি ?"

—"ভয় নেই, বন্ধু। রোমে সারকাস ম্যাকসিমামে দৌড়ে যারা জয়ী হয়েছে, তারা আমারই সাহায্যে এই তিনবছর তাদের জয়মুকুট পরিধান করতে পেরেছে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পার। সেও তাই বলবে। শেষ খেলায় স্বয়ং সম্রাট আমাকে তাঁর ঘোড়াগুলো নিয়ে পৃথিবীর দৌড়-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে বলেছিলেন।"

—"মেসালা দৌড়-প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে। চারধারে এ কথা ঘোষিত হয়েছে···সকলেই তা জানে। অনেকে ওর ওপর বাজি ধরেছে।"

—"বাজি ধরেছে ?"

—"হাঁ। সে প্রত্যহ অভ্যাস করবার জন্মে ঘোড়াগুলোকে বার করে। আজ তো তুমি তাকে দেখেছ স্বচক্ষে।"

—"ঐ ঘোড়াগুলোকে নিয়ে সে প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে ? ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! এখন তুমি আমাকে খেজুরবাগানে নিয়ে গিয়ে দাতা শেখ ইলদারিমের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও।"

ম্যালাচ ক্ষণিক চিন্তা করিল, তারপর বলিল—"সবচেয়ে ভাল, চল আমরা ডাফনি গ্রামে যাই। ওখানে থেকে দ্রুতগামী উট ভাড়া পাওয়া যায়। তাই নিয়ে আমরা একঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।"

—"তাই চল।"

দুইজনে ডাফনি গ্রামে গিয়াই, দুইটি দ্রুতগামী উট ভাড়া করিল এবং তাহাদের পিঠে চড়িয়া বিখ্যাত খর্জুর-উদ্যানের উদ্দেশে রওনা হইল।

সতের

চলিতে চলিতে দুই বন্ধু একটি নদীর তীরে আসিয়া পড়িল। আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া তাহারা বরাবর নদীটির পাশে পাশে চলিতে লাগিল। এক জায়গায় নদীর জলে একটি স্বচ্ছ গভীর হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে।

হ্রদটির তীরভূমি ধরিয়া আঁকা-বাঁকা পথ। দুইজনে সেই পথে চলিতে চলিতে হ্রদটির তীরে আসিয়া পৌঁছিল। সেখান হইতে চোখে পড়ে, হ্রদের সম্পূর্ণ বিস্তার। তাহার বিপরীত তটে খেজুরগাছ ছাড়া আর কোন গাছ নাই।

বেন-হুর মুগ্ধ হইয়া বলিল—"আমার ধারণা ছিল শেখ ইলদারিম একজন সাধারণ লোক। তিনি কি ক'রে এমন সুন্দর বাগানের মালিক হ'লেন ? রোমানদের কবল থেকে তিনি এটাকে রক্ষে করছেন কি করে ?"

ম্যালাচ বলিল—"ইলদারিমের পূর্বপুরুষেরাও ছিলেন শেখ। তাঁদের মধ্যে একজন কোন এক রাজার প্রাণরক্ষা করেন। লোকে বলে, তাঁর এই উপকারটা রাজার মনে ছিল। তারপর মরুভূমির সেই সন্তানটিকে এইখানে এনে তিনি তাঁকে সপরিবারে বসবাসের অধিকার দেন এবং বলেন—'এই হ্রদ, গাছপালা এবং নদীর তীর থেকে সব চেয়ে কাছে যে পাহাড়গুলি আছে, তার তলা পর্যন্ত সব জমি চিরদিনের জন্যে তোমার ও তোমার বংশধরদের।' তাঁদের এই সম্পত্তিতে কখনো কোন শাসনকর্তা হস্তক্ষেপ করেননি। কেননা, তাঁদের বংশধর শেখ ইলদারিম এখন অত্যন্ত শক্তিশালী। ধনে, জনে তাঁর সম্প্রদায়ে তাঁর সমকক্ষ এদিকে আর কেউ নেই। তাঁর উট, ঘোড়া, মেষও আছে প্রচুর। এই প্রদেশের পথগুলি তাঁরই অধীন। যে সব ক্যারাভান শহরের যায়, তাদের শেখ ইলদারিমের লোকদের অনুগ্রহ ও সাহায্য নিতে হয়। তারা ইচ্ছে করলে পথরোধ করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে।

"কিন্তু ইলদারিম রোমকে ভালবাসেন না। এর কারণ আছে। বোজরা থেকে ডামাসকাস পর্যন্ত যে রাস্তা গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে অশ্বচালনা ক'রে যাবার সময় একদল ক্যারাভানকে তিনবছর আগে পারথিয়ানরা আক্রমণ করে। এই ক্যারাভানের সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ছিল, একটি জেলার রাজস্ব। তারা ক্যারভানদের

সকলকেই হত্যা করে। রোম-সরকার তাদের ক্ষমা করতে পারতেন, যদি তারা রাজস্বের একটি কপর্দকও স্পর্শ না ক'রে টাকাগুলো সরকারে পাঠিয়ে দিত। যারা খাজনা পাঠাচ্ছিল, এর ফলে প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতি হয় তাদেরই। তাই তারা সিজারের কাছে নালিশ করে; সিজার এই টাকার জন্যে দায়ী করেন রাজা হেরদকে। রাজা হেরদ কর্তব্য অবহেলার অজুহাতে ইলদারিমের সম্পত্তি দখল করেন। ফলে, শেখ ইলদারিম সিজারের কাছে আপিল ক'রে পাঠান। সিজার তার যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে ইলদারিম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সে-কথা বৃদ্ধ আজও ভুলতে পারেননি। তিনি মনে মনে সেই রাগ পোষণ করছেন।"

—"তিনি কিছুই করতে পারবেন না, ম্যালাচ।"

—"সে অন্য বিষয়···তোমাকে পরে বলব।" কিছুদূর যাইবার পর ম্যালাচ বলিল—"ঐ শোন কে যেন আমাদের পেছনে ছুটে আসছে।"

শেখ ইলদারিম বেন-হুরদের দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার শান্তি হোক, প্রিয় বন্ধু ম্যালাচ। স্বাগত! বল যে, তুমি এখনি ফিরে যাবে না। সাইমনাইডিসের কাছ থেকে শুভ-সংবাদ আছে। তাঁর ভগবান যেন তাঁকে আরও অনেক বছর জীবিত রাখেন। তোমরা দু'জনেই এস। আমার রুটি আর খেজুর আছে; তা' যদি না চাও, আরক আর কচি ছাগ-মাংস দেব। এস।"

শেখ ইলদারিম তাঁবুর দরজায় দাঁড়াইয়া একখানি থালায় পানীয়ভরা তিনটি পেয়ালা লইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পানান্তে আবার শেখ বলিলেন—"এবার ভগবানের নামে ভেতরে এস।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া ম্যালাচ শেখকে জনান্তিকে ডাকিয়া

গোপনে কি যেন বলিল ; তারপর বেন-হুরের কাছে গিয়া বলিল—"আমি শেখকে তোমার কথা বলেছি। তিনি সকালে ঘোড়াগুলোকে পরীক্ষা করতে দেবেন। উনি এখন তোমার বন্ধু। যা পারি, তোমার জন্যে সবই করেছি। এখন অবশিষ্ট কাজগুলি তুমি করবে। আমাকে অ্যানটিয়কে ফিরে যেতে দাও। সেখানে একজনের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা আছে। যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় নেই। আমি কাল প্রস্তুত হয়ে আসব। ইতিমধ্যে যদি সব ঠিকমত চলে, তাহলে দৌড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকব।"

এই বলিয়া সে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

আঠারো

রাত্রিকাল। চাঁদ উঠিয়াছে। অসহ্য গরম। শহরের অধিকাংশ লোক বাড়ির ছাদের উপর গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। যখন বাতাস বহিতেছে, তখনই সকলে একটু আরাম পাইতেছে। যখন বাতাস বহিতেছে না, তখন পাখা দিয়া বাতাস করিয়া তাপ দূর করিতেছে।

সাইমনাইডিস ছাদের উপর চেয়ারে বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে নদী। নদীর ঘাটে তাহার জাহাজ বাঁধা। সে মাঝে মাঝে জাহাজগুলির দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে, যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে ম্যালাচ চেয়ারের কাছে আসিয়া বলিল—"কর্তা! আপনার শান্তি হোক্। এসথার! তোমার শান্তি হোক্।"

সাইমনাইডিস তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল—"ম্যালাচ! সেই যুবকটির খবর কি?"

ম্যালাচ শান্তভাবে সরল ভাষায় সেদিনের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া গেল। সাইমনাইডিস স্থির হইয়া মন দিয়া শুনিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া তাহার আর কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না এবং চোখ তুইটি উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ম্যালাচের কথা শেষ হইলে বলিল—"ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! ঠিক করেছে। আচ্ছা, যুবকটি কোন দেশবাসী ব'লে মনে হয়?"

—"য়িহুদি···জুডাবংশীয়।"

—"এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

—"হাঁ।"

—"ওর মনের কথাটা বুঝতে পেরেছ কি?"

—"হাঁ। প্রথমতঃ যুবকটি তার মা আর বোনকে খুঁজে বার করার জন্যে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেছে। রোমের বিরুদ্ধেও ওর ঘৃণা আছে। আর সেই মেসালা, যার কথা আপনাকে একটু আগে বললাম, এই অত্যাচারে তার হাত আছে। ও তাকে অপমানিত করতে চায়। ফোয়ারার ধারে সে সুযোগ হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা তেমন প্রকাশ্য স্থান নয় ব'লে সে মেসালাকে তখনকার মত ছেড়ে দিয়েছে।"

—"মেসালা প্রতিপত্তিশালী।"

—"হাঁ। ওদের তু'জনের আবার দেখাসাক্ষাৎ হবে সারকাসে।"

—"তাতে কি হবে?"

—"এরিয়াসের ছেলেই হবে জয়ী।"

—"কি ক'রে জানলে?"

ম্যালাচ হাসিল; তারপর বলিল—"ওর কথায় আমি বুঝেছি।"

—"এই যথেষ্ট?"

—"না ; এর চেয়েও ভাল লক্ষণ আছে…ওর তেজ।"

—"যারা ওর ওপর অন্যায় করেছে, ও কেবল তাদের ওপরেই প্রতিশোধ নিতে চায় ? না, ওর প্রতিশোধ নেবার পাত্র অনেক ?"

—"ও যে য়িহুদি, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি…রোমের প্রতি ওর ঘৃণার গভীরতা দেখে।"

—"যথেষ্ট। তুমি এবার খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে আবার খেজুরবাগানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও।'

উনিশ

নদীর অপর পারে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। তাহার কক্ষগুলিও প্রকাণ্ড…কোনটি খেলিবার, কোনটি স্নানের, কোনটি বসিবার। চারিধারে সুন্দর বাগান ও শস্যক্ষেত্র।

তাহার মধ্যে একটি কক্ষ অত্যন্ত প্রশস্ত। কক্ষের চারিধারে কোমল কাশ্মীরী পশমে ও ভারতীয় রেশমে মোড়া বসিবার আসন। ভিতরে মিশরীয় ধরনের টেবিল ও টুল। সেগুলিতে নানারকম কারুকার্য। টেবিলগুলির চারধারে রহিয়াছে, প্রায় একশত ব্যক্তি। তাহারা সকলেই তরুণ।

পাশাখেলা চলিতেছে। সকলেই খেলিতেছে বাজি রাখিয়া।

সকলের অলক্ষ্যে একটি দল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কেন্দ্রস্থলের টেবিল-খানার দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের নায়কের মাথায় লরেল-পাতার মুকুট। সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল—"মেসালা! মেসালা!"

চারিধার হইতে সকলেই উল্লাসে ও উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল— "মেসালা! মেসালা!"

মেসালা অভ্যর্থনার প্রতি উদাসীন। তাহার দক্ষিণ ধারে যে খেলোয়াড়টি বসিয়া ছিল, তাহাকে সে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ড্রাসাস, বন্ধু, তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাক্!"

তারপর দুইজনে বাজি রাখিয়া খেলিতে আরম্ভ করিল।

খেলার মাঝে এক সময় ড্রাসাস জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কুইনটাস এরিয়াস নামে একজনকে দেখেছ কি?"

—"সেই ডাম্‌ভির?"

—"না···তার ছেলে।"

—"আমি জানতাম না যে তার ছেলে আছে।"

ড্রাসাস উদাসীন ভাবে বলিল—"ব্যাপারটা কিছুই নয়···কিন্তু মেসালা, ঐ এরিয়াস ঠিক তোমার মত দেখতে।"

এই মন্তব্য যেন কোন কিছুর ইঙ্গিতের মত কাজ করিল, কুড়িটি কণ্ঠ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"ঠিক! ঠিক! তার চোখ···তার নখ···"

মেসালা বিরক্তির সঙ্গে উত্তর করিল—"কি? মেসালা রোমান··· এরিয়াস য়িহুদি।"

আর একজন বলিয়া উঠিল—"তুমি ঠিক বলেছ···সে একজন য়িহুদি।"

মেসালা বলিল—"ড্রাসাস! এরিয়াসের সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ, আমি তা স্বীকার করি। এখন তার বিষয় আরও কিছু বল।"

—"সে য়িহুদি বা রোমান যাই হোক্, তোমার সম্মানহানির জন্যে বলছি না, এই এরিয়াস সুপুরুষ, সাহসী ও চতুর। সম্রাট তাকে

অনুগ্রহ-প্রদর্শনের প্রস্তাব করেছিলেন ; কিন্তু সে তা গ্রহণ করে নি। লোকটা রহস্যের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে এবং সকলের কাছ থেকে একটু দূরত্ব রেখে চলে। ওর সমকক্ষ যোদ্ধা আর নেই। ডাম্ভির তার জন্যে অনেক ঐশ্বর্য রেখে গেছেন। যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করবার জন্যে সে পাগল এবং যুদ্ধ ছাড়া সে আর কিছু চিন্তা করে না। কন্সাল ম্যাক্সেন্টিয়াস তাকে তাঁর রোমানদের গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান দিয়েছেন।"

প্রথম প্রথম মেসালা শুনিতেছিল ঔদাসীন্যের সহিত ; কিন্তু ক্রমে সে অবহিত হইয়া উঠিতেছিল। পরিশেষে সে পাশার বাক্স হইতে হাত সরাইয়া লইয়া বলিল—"ওহে কেইয়াস, শুনছ ?"

তাহার পাশে একটি যুবক বসিয়া ছিল ; সে সাড়া দিল। এই যুবকটি ছিল মেসালার সেদিনকার দৌড়ের সঙ্গী।

মেসালা বলিল—"সেই লোকটিকে তোমার মনে পড়ে, যে তোমাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল ?"

"আমার কাঁধ এখনও এমন ছড়ে আছে যে, তাকে ভুলিনি।"—বলিয়া সে কাঁধটা নাড়িল।

—"আমি তোমার শত্রুকে খুঁজে বার করেছি।" তারপর ড্রাসাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"ড্রাসাস! তুমি এরিয়াসের ছেলেটার আবির্ভাবের সঙ্গে রহস্যের যোগ আছে বলেছিলে। সে সম্বন্ধে যা জান বল।"

—"সে কিছুই নয়, মেসালা। একটা ছেলেমানুষী গল্প। সেনাপতি এরিয়াস জলদস্যুর সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা করেন, তখন তাঁর স্ত্রী বা কোন সন্তান ছিল না। তিনি ফিরে আসেন একটা ছেলে সঙ্গে করে।

এরই কথা আমি তোমাকে বলছি ; এবং পরদিন তিনি তাকে পোষ্য গ্রহণ করেন।"

মেসালা ড্রাসাসের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—"তাকে পোষ্য গ্রহণ করেন ? তুমি আমার কৌতূহল উদ্রেক করছ, ড্রাসাস। ডাম্‌ভির ছেলেটাকে কোথায় পেয়েছিলেন ? ছেলেটা কে ?"

—"এরিয়াসের সেই ছেলেটি ছাড়া আর কে তোমার এ কথার উত্তর দেবে ? জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে এরিয়াসের জাহাজখানা ভেঙ্গে যায়। একখানি ফিরতি জাহাজ এরিয়াস ও আর একজনকে একখানা তক্তার ওপর ভাসতে দেখে তুলে নেওয়া হয়। উদ্ধারকারীরা যে কাহিনীটি বলেছিল, আমি তোমাকে সেইটিই বলছি। এর প্রতিবাদ কেউ করেনি। তারা বলে সেই তক্তার ওপর ডাম্‌ভিরের যে সঙ্গীটি ছিল, সে য়িহুদি।"

মেসালা কথাটির প্রতিধ্বনি করিল—"একজন য়িহুদি !"

—"এবং সে ক্রীতদাস।"

—"কি ? সে ক্রীতদাস ?"

—"যখন তু'জনকে জাহাজে তুলে নেওয়া হয়, তখন ডাম্‌ভিরের পরিধানে ছিল সেনাপতির পোশাক আর ছেলেটার পরিধানে ছিল দাঁড়ীর পোশাক।"

মেসালা সোজা হইয়া বসিল, বলিল—"একটা ক্রীত··· ?" সে কথাটি শেষ করিল না এবং হতবুদ্ধির মত চারিধারে তাকাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কক্ষের সকলে হঠাৎ এমন চিৎকার করিয়া উঠিল যে, মেঝে পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। তারপরই আরম্ভ হইল নাচ আর গান।

বিশ

সে-রাত্রে বেন-হুরের সহিত আলাপ-পরিচয়ে শেখ ইলদারিম যখন নিঃসন্দেহে জানিলেন যে, বেন-হুর য়িহুদি এবং কোন কারণে রোমের প্রতি তাহার মনে গভীর ক্ষোভ আছে, সে দৌড়-প্রতিযোগিতায় রোমানদের পরাজিত করিতে চায়, অশ্বচালন-বিদ্যায় সে অত্যন্ত পারদর্শী, তখন তাহাকে তাঁহার ঘোড়া-চারিটির চালনার ভার দিতে আর আপত্তি রহিল না।

বেন-হুর বলিল—"এই দৌড়ে জিতলে যে টাকা পাওয়া যাবে এবং জয়ের যে গৌরব, তা আপনার। আমি নেব কেবল প্রতিশোধ।"

তারপর অশ্বচালনা-সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিল।

শেখ ইলদারিম বলিলেন—"বাবা! তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে। তুমি কাল সকালে ঘোড়াগুলো পাবে।"

তারপর দুইজনে আহার করিতে গেলেন। সেখানে ব্যালথাজার নামে যে বৃদ্ধের জীবন বেন-হুর সেদিন ফোয়ারার ধারে রক্ষা করিয়াছিল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল।

যে-সময়ের গল্প আমরা বলিতেছি, তাহার কিছুকাল পূর্বে যীশু জন্মগ্রহণ করেন। ব্যালথাজার শিশু যীশুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং মাতৃক্রোড়ে তাঁহার দেখাও পাইয়াছিলেন।

বেন-হুরের হাতের উপরে হাত রাখিয়া শেখ বলিলেন—"ব্যাল-থাজার শুনছ! এই যুবকটি আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে খাবেন!"

ব্যালথাজার যুবকটির দিকে তাকাইলেন; তাঁহার দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময় ও সন্দেহ। তাহা লক্ষ্য করিয়া শেখ বলিলেন—"কাল

সকালে পরীক্ষার জন্যে আমি একে আমার ঘোড়া-চারটে ছেড়ে দেব এবং যদি সবগুলো ঠিকমত চালাতে পারে, তাহলে ও ঘোড়াগুলোকে সারকাসের দৌড়েও নিশ্চয়ই চালাতে পারবে।”…

ব্যালথাজার তেমনি তাকাইয়া রহিলেন।

শেখ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—“এ ভাল সুপারিশ নিয়ে এসেছে। আপনি একে এরিয়াসের ছেলে বলে ধরে নিতে পারেন। এরিয়াস ছিলেন উচ্চবংশীয় রোমান নৌসেনানী।” তারপর একটু ইতস্তত করিয়া সহাস্যে বলিলেন—“কিন্তু এ হ'ল য়িহুদি,…তবে ও যা বলছে, আমি তা বিশ্বাস করছি।”

ব্যালথাজার আর তাঁহার মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; বলিলেন—“শেখ ইলদারিম! আজ আমার জীবন-সংশয় হয়েছিল; কিন্তু এরই মত একজন যুবক ছুটে এসে আমার প্রাণরক্ষা না করলে আমি মারা যেতাম! তখন সকলেই পালিয়ে গিয়েছিল।” তারপর বেন-হুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—“তুমিই সেই যুবকটি নও কি?”

বেন-হুর বলিল—“আমি আপনার প্রাণরক্ষা করেছিলাম কি না, তা বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমিই ফোয়ারার ধারে উদ্ধত রোমানটার ঘোড়া-চারটে থামাই।”

শেখ ইলদারিম বেন-হুরকে বলিলেন—“কই? তুমি তো এ বিষয়ে আমাকে কিছু বল নি! আমার কাছে তোমার এর চেয়ে ভাল সুপারিশ আর কিছু নেই। আমি আরববাসী…দশহাজার অশ্বারোহীর শেখ। উনি কি আমার অতিথি ন'ন? এটা যে আতিথ্যের নিয়ম….ওঁর কিছু ইষ্ট বা অনিষ্ট করলে, আমার প্রতিও ঠিক তাই করা হবে। একাজের পুরস্কারের জন্যে তুমি এখানে ছাড়া

আর কোথায় যাবে ? আর, আমি ছাড়া আর কেই বা তোমাকে তা দেবে ?"

শেখ বলিলেন—"চলুন, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

তিনজনে আহারে চলিলেন। বেন-হুর বৃদ্ধ ব্যালথাজারকে ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

ব্যালথাজার এবং আরও দুইজন ঋষিকল্প বৃদ্ধ কোথায়, কিভাবে যীশুর আবির্ভাবের কথা জানিতে পারেন, কি অবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎ পান, আহারে বসিয়া সে বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। শেখ ও বেন-হুর তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন।

একুশ

পরদিন যখন ছাদের নীচের ঘুলঘুলি দিয়া সেলুনে ভোরের আলো প্রবেশ করিতেছে, তখন মেসালা উঠিয়া তাহার মাথা হইতে লরেলপাতার মুকুটটি খুলিয়া ফেলিল। সে নিজের কক্ষের দিকে চলিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে তাহার কক্ষে দুইজন দূত প্রবেশ করিল। মেসালা তাহাদের দুইজনের হাতে দুইখানি সীলমোহর-করা চিঠি দিয়া ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাসের উদ্দেশে বিভিন্ন পথে প্রেরণ করিল। দুইজনের একজন যাইবে স্থলপথে আর একজন যাইবে জলপথে। কিন্তু দুইজনের চিঠির মর্ম এক।

মেসালা যে চিঠি পাঠাইল, তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ। এখানে তাহার সারাংশটুকু মাত্র দেওয়া হইল…

"বেন-হুর নামে যে য়িহুদি যুবকটিকে আপনি ক্রীতদাস করিয়া

জাহাজে দাঁড় টানিতে পাঠাইয়াছিলেন, সে মনে হয়, আনটিয়কে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে এখন ডাম্‌ভির এরিয়াস কুইনটাসের পুত্র বলিয়া পরিচিত। তাহাকে আমি সেদিন সামনাসামনি দেখিয়াছি। কিন্তু তখন চিনিতে পারি নাই। তাহার সম্বন্ধে সকল খবর পাইয়াছি। সেও মানুষ। কাজেই সহজেই ধারণা করা যায় যে, সে তাহার মা, ভগ্নী, তাহার নিজের জন্য এবং তাহার ধন-রত্ন ও সম্পত্তির জন্য প্রতিশোধ-গ্রহণের অহরহ চিন্তা করিতেছে।

"আমি তাহার গতি-বিধির উপর দৃষ্টি রাখিতেছি। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, সে এখন বিশ্বাসঘাতক শেখ ইলদারিমের খর্জুর-উদ্যানে অতিথি। ইলদারিমের এবার আর নিষ্কৃতি নাই। কন্‌সাল ম্যাক্‌সেন্‌টিয়াস এই দেশে আসিয়া যদি প্রথমেই তাহাকে বন্দী করিয়া জাহাজে চড়াইয়া রোমে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে কেহই বিস্মিত হইবে না।

"এখন বেন-হুর সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য, তাহা সত্বর করা আবশ্যক। আমি আপনার কাছে দুইজন দূত পাঠাইতেছি। একজন যাইতেছে জলপথে জাহাজে, আর একজন স্থলপথে উটের পিঠে।"

তখনও বেলা বাড়ে নাই। মেসালার দূত দুইজন যাত্রা করিল। বেন-হুরও হ্রদের শীতল জলে স্নান করিয়া আসিয়া শেখ ইলদারিমের তাঁবুতে প্রবেশ করিল। সে ইলদারিমের ঘোড়া-চারিটিকে পরীক্ষা করিবে। সে বলিল—"আপনার আরবীয় ঘোড়াগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় করা দরকার। ওদের নামও আমাকে জেনে নিতে হবে। আপনার ঘোড়াগুলো আনবার জন্যে ভৃত্যদের আদেশ করুন।"

শেখ বলিলেন—"সেই সঙ্গে গাড়িখানা ?"

—"গাড়ি আজ থাক। তার বদলে আমাকে আর একটি ঘোড়া দিন। ঘোড়াটিকে সাজ পরাতে হবে না; তবে সেটা অন্য চারটির মত ক্ষিপ্রগতি হওয়া দরকার।"

ইলদারিমের বিস্ময়ের উদ্রেক হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে ডাকিলেন।

বেন-হুর বলিল—"চারটে ঘোড়ার সাজ আর পঞ্চমটার কেবল লাগাম আনতে বলুন।"

সাজ ও লাগাম আসিল। সেইসঙ্গে আসিল পাঁচটি ঘোড়া। বেন-হুর স্বহস্তে তাহাদের সাজ পরাইল; স্বহস্তে তাঁবু হইতে তাহাদের বাহির করিয়া আনিল। পঞ্চম ঘোড়াটির নাম সিরিয়াস। বেন-হুর তাহার পিঠে এমন স্বচ্ছন্দে উঠিয়া বসিল যে, একজন আরববাসীও এতো সহজে উঠিতে পারিত না। উঠিয়া বসিয়া সে বলিল—"এবার লাগামগুলো দাও।"

লাগামগুলি তাহার হাতে দেওয়া হইলে সে সে-গুলিকে পৃথক করিয়া লইয়া বলিল "শেখ! আমি প্রস্তুত। আমার আগে একজন দিশারীকে মাঠে পাঠান; আর আপনার জনকয়েক লোককে জল নিয়ে যেতে বলুন।"

ঘোড়াগুলিকে বশে আনতে কোন অসুবিধা হইল না। ঘোড়াগুলিও কোনরূপ ভয় পাইল না। নূতন চালকও তাহাদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল। যেমন ভাবে গাড়ীতে জুতিয়া ঘোড়াগুলি চালনা করা হইবে, বেন-হুর ঠিক তেমনই

ভাবে তাহাদের চালনা করিতে লাগিল। কেবল গাড়ির বদলে বেন-হুর রহিল সিরিয়াসের পিঠে।

শেখ ইলদারিম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সন্তোষে তাঁহার মন পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি পায়ে হাঁটিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন....তাঁহার পিছন পিছন চলিল তাঁহার পরিজনবর্গ।

সকলে একমনে বেন-হুরের অশ্বপরিচালন দেখিতে লাগিল। সে নানা চালে ও নানা কৌশলে ঘোড়াগুলিকে একটি ঘণ্টা ধরিয়া পরিচালনা করিল। তারপর তাহাদের গতি শিথিল করিয়া হাঁটাইয়া ইলদারিমের কাছে উপস্থিত হইল এবং বলিল—"শেখ, আমার কাজ শেষ হ'ল ; এখন প্রত্যহ অভ্যাস ছাড়া আর কিছু করবার দরকার নেই। ভৃত্যদের জল আনতে বলুন।"

ভৃত্যেরা জল আনিলে বেন-হুর স্বহস্তে ঘোড়া চারিটিকে জল পান করাইল। তারপর সিরিয়াসের পিঠে আবার চড়িয়া সে ঘোড়াগুলিকে শিক্ষা দিতে লাগিল। সকলে বেন-হুরের অশ্বপরিচালনা-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত হইল, ম্যালাচ। সে শেখকে খুঁজিতে আসিয়াছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুযোগ ঘটিলেই ম্যালাচ তাঁহাকে বলিল—"শেখ! আপনার জন্যে একটা খবর আছে। খবরটা পাঠিয়েছেন বণিক সাইমনাইডিস।"

শেখ বলিলেন—"সাইমনাইডিসের শত্রু নিপাত যাক্।"

—"তিনি বলেছেন, ভগবানের শান্তি আপনার ওপর বর্ষিত হোক্, তিনি এই চিঠি পাঠিয়ে বলেছেন, পাবামাত্র আপনি পড়বেন।"

ম্যালাচ ইলদারিমের হাতে চিঠিখানি দিল। ইলদারিম সেখানে দাঁড়াইয়া সীলমোহর ভাঙিয়া মিহিন কাপড়ের একটি থলির মধ্য হইতে দুইখানি চিঠি বাহির করিলেন। তারপর সেগুলি একে একে পড়িতে লাগিলেন।

প্রীতিসম্ভাষণ ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের পর সাইমনাইডিস লিখিয়াছেন—"আপনার তাঁবুতে এক সুন্দর যুবক অতিথি হইয়াছে। যুবকটি এরিয়াসের পোষ্যপুত্র। ছেলেটি আমার বড় প্রিয়। তাহার জীবনের এক বিচিত্র কাহিনী আছে। আপনি আজ কি কাল আমার এখানে আসিবেন। সব বলিব। ইতিমধ্যে সে যাহা চায়, তাহাই দিবেন। যদি তাহার মূল্য দিতে হয়, তাহা হইলে আমি তাহা দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। এই যুবকটি যে আমার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত একথা গোপন রাখিবেন।"

দ্বিতীয় চিঠিখানিতে সাইমনাইডিস লিখিয়াছিল—"আপনাকে একটি সংবাদ দিতেছি।

"রোমান ছাড়া যাহাদের অর্থ ও মূল্যবান্ অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহাদের সকলেরই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আসিতেছেন। আজই রোমান কন্সাল ম্যাক্সেন্টিয়াস আসিয়া পৌঁছিবেন। আপনি সতর্ক হইবেন। আপনার বিরুদ্ধে যড়্যন্ত্র চলিতেছে। আপনার অনেক সম্পত্তি আছে। সাবধানে থাকিবেন।

"আন্টিয়কের দক্ষিণ দিক হইতে যে পথ গিয়াছে, আপনার যে সব বিশ্বস্ত অনুচর সেই সকল পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, আজ সকালেই তাহাদের সকলকে আদেশ প্রেরণ করুন যে, আন্টিয়ক হইতে যে-

কোন দূত যাইবে এবং যে কোন দূত আন্‌টিয়কে আসিবে, তাহাদের শরীর ও জিনিসপত্র যেন তল্লাস করে। তাহাদের কাহারও কাছে যদি গোপন চিঠি পাওয়া যায়, তাহা আপনি নিশ্চয় পড়িয়া দেখিবেন।

"আমার এই চিঠিখানি আপনার কালই পাওয়া উচিত ছিল। তবে এখনও সময় আছে, যদি আপনি পত্রপাঠ কাজ আরম্ভ করেন।

"আজ সকালে কোন দূত আন্‌টিয়ক পরিত্যাগ করিয়া থাকিলে, আপনার বার্তাবহেরা তাহাদের পূর্বেই যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিবে। তাহারা পায়ে-চলা ছোট পথগুলির সহিত পরিচিত।

"ইতস্ততঃ করিবেন না। এই চিঠিখানা পড়িয়া পুড়াইয়া ফেলিবেন। ইতি—আপনার বন্ধু।"

ইলদারিম চিঠিখানি দ্বিতীয় বার পড়িলেন এবং ভাঁজ করিয়া থলির ভিতর পূরিয়া থলিটি কোমরবন্ধনীতে গুঁজিয়া রাখিলেন।

বাইশ

সেদিন পূর্বাহ্ণে বেন-হুর শেখের ঘোড়া-চারটিকে মাঠে শিক্ষা দিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল। শেখ ইলদারিম পরিতৃপ্তচিত্তে এতক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঘোড়া-চারিটির দৌড় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়াছেন। বেন-হুর যখন তাহাদের পূর্ণ বেগে ছুটাইয়াছে, তখন দেখিয়া মনে হইয়াছে, চারিটি ঘোড়া যেন একটি।

বেন-হুর শেখের সঙ্গে তাঁবুতে আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিল এবং ভিতরে গিয়া বসিতেই শেখ কোমর-বন্ধনী হইতে একখানি খাম বাহির করিয়া সেখানি ধীরে ধীরে খুলিলেন। তারপর বলিলেন—

"এরিয়াস, এই লাটিন ভাষাটা পড়ে দাও। পড়···জোরে পড়। আর যা পড়ছো, তা তোমার পিতৃপুরুষের ভাষায় তর্জমা কর। লাটিন ভাষাটা বিশ্রী।"

বেন-হুরের মন তখন প্রসন্ন; সে একটু অমনোযোগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু প্রথম ছত্রটি পাঠ করিয়াই এক অশুভের আশঙ্কায় তাহার মন পূর্ণ হইল। ইলদারিম তাহার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আমি প্রতীক্ষায় আছি।"

বেন-হুর তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্রখানি আবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য, যে দুইখানি পত্র মেসালা সেদিন গ্রেটাসকে পাঠাইয়াছিল, এই পত্রখানি সে দু'টির একটি।

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে বেনহুরের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল; সে দুইবার থামিল।

তাহার মানসিক কষ্ট লক্ষ্য করিয়া শেখ বলিলেন—"বেন-হুর! এবার তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। চিঠিখানি তুমি নিজেই পড়। যখন তুমি আত্মসংবরণ করতে পারবে, তখন বাকি অংশটুকু আমাকে জানাবে। তখন আমাকে খবর পাঠিও···আমি আসব।" বলিয়া তিনি তাঁবুর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বেন-হুর পড়িয়া যাইতে লাগিল—"আপনি শয়তানটার মা ও ভগ্নীকে লইয়া কি করিয়াছেন, তাহা আপনার মনে পড়িবে। তাহারা বাঁচিয়া আছে কি মারা গিয়াছে, তাহা যদি জানিতে চাই···।" বেনহুর চমকিত হইয়া উঠিল এবং বার বার সেই অংশটুকু পড়িতে লাগিল। অবশেষে বলিয়া উঠিল—"তারা মারেনি···তারা মরেনি। তা হলে ও খবর পেত।"

আবার পত্রখানি পড়িয়া তাহার ধারণাটি মনে বদ্ধমূল হইল। সে শেখকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল। শেখ আসিলে বলিল —"আপনার আতিথ্য গ্রহণ করবার সময় আমি অশ্বচালনা বিদ্যায় নিপুণ, এই পরিচয়টুকু দেওয়াই আবশ্যক মনে করেছিলাম। আমার জীবনের কাহিনীটি ব্যক্ত করতে চাইনি। কিন্তু আজ ঘটনাচক্রে আমি এমন অবস্থায় পড়েছি যে, সব কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করতে হচ্ছে। একই শত্রুর দ্বারা আমরা উভয়েই আক্রান্ত, কাজেই আমাদের উভয়েরই একযোগে তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করা দরকার। আমি সমস্ত চিঠিখানি আপনার কাছে পড়ব। তাহলে আমার বিচলিত ভাবের কারণ আপনি বুঝতে পারবেন।"

শেখ শান্তভাবে শুনিতে লাগিলেন। বেন-হুর পড়িতে পড়িতে যেখানে শেখ ইলদারিমের বিষয় উল্লিখিত ছিল সেখানে পৌছিল— "যদি ম্যাক্সেনটিয়াসের প্রথম কাজ হয় ইলদারিমকে জাহাজে করিয়া রোমে পাঠানো, তাহা হইলে বিস্মিত হইবেন না।"

—"রোমে! আমাকে…ইলদারিমকে…দশ হাজার সড়কিধারী অশ্বারোহী যোদ্ধার শেখকে রোমে পাঠাবে?"

শেখ এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাহু দুইখানি প্রসারিত, আঙুলগুলি দীর্ঘ নখরের মত বাঁকিয়া গেল, চোখ দু'টি জ্বলিতে লাগিল।

—"আজ যদি আমার বয়স বিশ বছর….না দশ বছর…অন্ততঃ পাঁচ বছরও কম হ'ত! অর্থাৎ যদি যৌবন ফিরে পেতাম! আমি স্বাধীন…আমার লোকেরাও স্বাধীন। আমরা ক্রীতদাস হয়ে মরব?"

শেখে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। তিনি সেখান হইতে সরিয়া গিয়া আবার বেন-হুরের কাছে আসিয়া দৃঢ়ভাবে তাহার কাঁধ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"যদি আজ তোমার মত সুস্থসবল ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হ'তাম...তোমার মত প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমিও প্রতিজ্ঞা করতাম! তোমার ছদ্মবেশ দূর কর। আমি সব জানি। তুমি প্রিন্স হুরের ছেলে...হুরের ছেলে..."

শেখের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে বেন-হুরের সমস্ত রক্তপ্রবাহ যেন ধমনীতে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার চোখের দিকে তাকাইল। ইলদারিমের দৃষ্টি এবার তাহার আরও কাছে; তাহার চোখ দু'টি জ্বলিতেছে।

তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হুর! আজ যদি আমার অবস্থা তোমার মত হ'ত...তোমার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তার অর্ধেকও যদি আমাকে ভোগ করতে হ'ত, আর আমি তোমার মত তার স্মৃতি বয়ে বেড়াতাম, তাহলে আমি স্থির হয়ে থাকতে পারতাম না, শান্ত হতাম না। দেশে-দেশে, নগরে-নগরে আমি সকলকে রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতাম। রোমের সকলকে অগ্নিতে দগ্ধ করতে হবে, রোমের সব ধ্বংস করতে হবে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারতাম না। আমি...আমি..."

শেখের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল; তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাত দুইখানি ঘষিতে লাগিলেন।

বহু বৎসর পরে নিঃসঙ্গ যুবকটি আজ অপরের মুখে তাহার আসল নাম শুনিল। অন্ততঃ একটি লোকও প্রমাণ না চাহিয়া

তাহাকে সেই নাম ধরিয়া ডাকিল। আর, তিনি হইতেছেন একজন মরুভূমিবাসী।

সে জিজ্ঞাসা করিল—"শেখ! কি করে আপনি এ চিঠি পেলেন?"

ইলদারিম সরলভাবে বলিলেন—"আমার লোকেরা শহরের বাইরে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তারা বার্তাবহের কাছ থেকে এ চিঠি কেড়ে নিয়েছে।"

—"তারা যে আপনার লোক একথা কেউ জানে?"

—"না, সকলে জানে তারা দস্যু। আমার ওপর ভার আছে, ওদের বন্দী করতে।" তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"তুমি কি বল? তোমার মত অবস্থা হ'লে আমি কি করতাম, তা বলেছি, কিন্তু তুমি ত' তার উত্তর দিলে না!"

—"আমি তো বহু বছর আগেই প্রতিশোধ নেবার জন্যে সংকল্প করেছি…প্রতিশোধ ছাড়া আমার আর কোন চিন্তা নেই। আমি রোমের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছি, তার যোদ্ধাদের সঙ্গে মিশেছি। যারা দৌড়ে পুরস্কার লাভ করেছে, তাদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করেছি। তারা সকলেই আমার গুরুস্থানীয়। আমি যোদ্ধা, কিন্তু এখন আমি ক্যাপটেন হতে চাই। সেইজন্যেই পারথিয়ানদের বিরুদ্ধে যে ক্রীড়া-কৌশলের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাতে জয়ী হবার সংকল্প করেছি। জয়ী হয়ে যা কিছুর সঙ্গে রোমের যোগ আছে, সে-সবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।"

ইলদারিম বেন-হুরের কাঁধে একহাত জড়াইয়া তাহার গালে চুমা দিয়া বলিলেন—"বেন-হুর! আমি বলছি, যদি তুমি চাও,

তুমি আমার সকল সাহায্য পাবে…লোক, ঘোড়া, উট, মরুভূমি। আমি শপথ করে বলছি। আজ রাত্রের আগেই তুমি সব জানতে পারবে।”

তেইশ

সন্ধ্যাকাল। শেখ শহরে গিয়াছেন। বেন-হুর তাঁবুর দরজায় তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় সে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই ম্যালাচ তাঁবুর দরজায় আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বেন-হুরের পাশে দাঁড়াইল এবং তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—“এরিয়াস! শেখ ইলদারিমের হয়ে আমি তোমাকে অভিবাদন করছি। তিনি তোমাকে এখনই শহরে যেতে বলেছেন। তিনি সেখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।”

বেন-হুর তাহাকে কোনই প্রশ্ন করিল না। কিছুক্ষণ পরেই দুইজনে রওনা হইল। তাহারা সোজা পথে গেল না, ঘুরপথ ধরিয়া শহরের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

অবশেষে দুইজনে সাইমনাইডিসের গোদাম-ঘরের সম্মুখে নামিলে ম্যালাচ বলিল—“আমরা এসে পড়েছি।”

বেন-হুর ঘরটির ভিতরে কয়েক পা আগাইয়া দেখিল—সেখানে রহিয়াছেন সাইমনাইডিস, ইলদারিম ও এসথার। সে তাঁহাদের তিনজনের দিকে চকিতে একবার দৃষ্টিপাত করিল। তারপর মনে মনে বলিল—“আমার সঙ্গে এদের কি কাজ থাকতে পারে? এরা আমার মিত্র, না, শত্রু?”

সাইমানাইডিস বলিল—"হুরের সন্তান! তোমার পিতৃপুরুষের ভগবান তোমাকে শান্তি দান করুন। আমি ও আমার সন্তান তোমার শান্তি কামনা করি।" সাইমনাইডিস ধীরকণ্ঠে কথাগুলি বলিয়া গেল।

বেন-হুরের অন্তর স্পর্শ করিল। সে বলিল—"সাইমনাইডিস! সন্তান যেমন পিতার শান্তি কামনা করে, আমিও তেমনই তোমার শান্তি কামনা করছি। আমাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তা পরিষ্কার হয়ে যাক্।"

সাইমনাইডিস এসথারের দিকে ফিরিয়া বলিল—"মা, মনিবের জন্যে একখানা আসন দাও।"

এসথার তাড়াতাড়ি একখানি টুল আনিতেই বেন-হুর সেখানি তাহার হাত হইতে লইয়া সাইমনাইসের পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—"আমি এখানে বসব।"

সাইমনাইডিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"এসথার, কাগজ-খানা নিয়ে এস।"

এসথার একতাড়া কাগজ আনিয়া সাইমনাইডিসের হাতে দিল।

সাইমনাইডিস তাহার মধ্য হইতে প্রথম কাগজখানি খুলিয়া বলিল—"তোমার বাবার কত টাকা আমি রোমানদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলাম, এতে তার হিসাব আছে। টাকাগুলো আমি নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করি। স্থাবর সম্পত্তি কিছুই রক্ষা করতে পারি নি…।" সাইমনাইডিস তালিকাটি পাঠ করিয়া গেল।

তারপর ব্যবসায়ে যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জিত হইয়াছিল, তাহারও হিসাব-পত্র পাঠ করিল। বেন-হুর দেখিল, তাহার পরিমাণ প্রভূত।

কাগজগুলি পড়া হইলে সাইমনাইডিস বলিল—"বেন-হুর! পৃথিবীতে তোমার সমান ধনী আর নেই…এই নাও সব কাগজপত্র…এই দিয়ে এমন কিছু নেই, যা তুমি করতে পার না।"

বেন-হুর কাগজগুলি তাহার হাত হইতে লইল। তাহার মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা সে বহুকষ্টে সংযত করিল। তারপর বলিল—"প্রথমে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেননি। তারপর ধন্যবাদ দিই তোমাকে। তোমার বিশ্বস্ততা দেখে আমি যে জীবনে এত নির্যাতন ভোগ করেছি, তা' সব ভুলে যাচ্ছি। তুমি বলেছ,—'এমন কিছু নেই যা আমি করতে পারি না।' তাই হোক। শেখ ইলদারিম, আপনি সাক্ষী। আমি যা ওদের বলব, তা শুনুন—মনে রাখবেন।" সে কাগজের তাড়াগুলি সাইমনাইডিসের দিকে বাড়াইয়া বলিল—"এই কাগজে যে-সব সম্পত্তির তালিকা দেওয়া আছে…জাহাজ, বাড়ি-ঘর, মালপত্র, উট, ঘোড়া, টাকা-কড়ি…ছোট-বড় সব…আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। এ সব তোমার…তোমার সন্তান-সন্ততির।"

এসথারের চোখে জল আসিয়াছিল। চোখের জলে তাহার হাসি জ্বলজ্বল করিতেছিল। শেখ ইলদারিমের চোখ দুইটি মুক্তার মত চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। তিনি শ্মশ্রুতে ঘন ঘন হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বেন-হুর বলিয়া যাইতে লাগিল—"এই কাগজে আমি সই ক'রে সীল দিয়ে চিরদিনের মত তোমাকে ও তোমার সন্তান-সন্ততিকে দান করছি।"

সাইমনাইডিস অত্যন্ত বিচলিত হইল। তারপর বলিল—"তোমার

সম্পত্তির সম্পূর্ণ হিসাব এখনও দিইনি। এই কাগজখানা নিয়ে পড়…চেঁচিয়ে পড়।”

বেন-হুর কাগজখানি লইয়া পড়িতে লাগিল—

“হুরদের ভৃত্যবর্গের তালিকা—

১। আমরাহ, জেরুজালেমের প্রাসাদ রক্ষা করছে;

২। সাইমনাইডিস, সরকার, আন্‌টিয়ক;

৩। এসথার, তাহার কন্যা।”

বেন-হুর এসথারের দিকে তাকাইয়া অন্য চিন্তা করিতেছিল। ব্যালথাজারের কন্যা সুন্দরী। কিন্তু এসথার? সাইমনাডিসের কথায় তাহার চমক ভাঙিল। একবারও তাহার মনে পড়ে নাই যে, আইনতঃ ক্রীতদাস-পিতামাতার মত তাহাদের সন্তানও ক্রীতদাস। তাহার সারা মন সংকুচিত হইয়া গেল। সে বলিল—“বিপুল অর্থ ও সম্পত্তিতে আজ আমি ঐশ্বর্যশালী সত্য, কিন্তু এ সবের চেয়েও মূল্যবান হচ্ছে সেই মহৎ-মন যা এগুলি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছে। কেবল তাই নয় এত ঐশ্বর্য সঞ্চয় ক’রেও যে হৃদয়টি কলুষিত হয়নি, তা অমূল্য। শেখ ইলদারিম, আপনি সাক্ষী, সাইমনাইডিস যে মুহূর্তে বলেছে, তারা আমার ক্রীতদাস, সেই মুহূর্তে আমি ঘোষণা করেছি, তারা স্বাধীন…মুক্ত। যা বলছি, তা আমি কাগজেও লিখে দেব। এই কি যথেষ্ট নয়? এর বেশি আর আমি কি করতে পারি?”

সাইমনাইডিস বলিল—“বেন-হুর! আমার দাসত্বের ভার তুমি লাঘব করে দিয়েছ। কিন্তু আইন-অনুসারে আমাকে মুক্ত করতে পার না। আমি তোমাদের চির-ক্রীতদাস। এই দেখ, এখনও আমার কানে ছিদ্র আছে।

—"আমার বাবা এ কাজ করেছিলেন ?"

—"তাঁর কাজের বিচার করো না। আমি চেয়েছিলাম ব'লেই তিনি আমাকে চির-ক্রীতদাস করেছিলেন। আর আমি চিরদাসত্ব চেয়েছিলাম, এই আমার সন্তানের মা র‍্যাচেলকে বিবাহ করবার জন্যে। সে ছিল তোমাদের চির-ক্রীতদাসী।"

বেন-হুরের মন অপূর্ণ ইচ্ছার বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে পায়চারি করিতে করিতে বলিল—"আমি আজ অমূল্য হৃদয়-মন ও বিপুল বিত্তের অধিকারী। কিন্তু সাইমনাইডিস! আমি তোমার চিরদাস হয়ে থাকতে চাই।"

সাইমনাইডিসের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; সে বলিল—"আমি আর কিছু চাই না ; আগে যেমন ছিলাম তেমনি থাকতে চাই।"

—"তা কি ?"

—"সরকারের মত তোমাদের বিষয়-সম্পত্তির তদারক করব।"

—"তাই হোক। এ কথা কি আমি লিখে দেব ?"

—"না ; তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট।"

—"আর এসথার তুমি ?"

—"আমার মা নেই। আমার বৃদ্ধ পিতার আমি সেবা করতে চাই।"

—"তাই হোক।"

কক্ষটি নীরব হইল।

চব্বিশ

যেদিন দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইবে, তাহার পূর্বদিনে ইলদারিমের দৌড়সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম শহরে লইয়া গিয়া সারকাস-সংশ্লিষ্ট একটি স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইল। সেগুলি ছাড়া শেখ ইলদারিমের অনেক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সামগ্রীও খর্জুর-উদ্যান হইতে মরুভূমির দুর্গম অঞ্চলে সরাইয়া দেওয়া হইল। কেননা, তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছিলেন, দৌড়ে পরাজিত হইলে মেসালা প্রতিশোধ লইবার জন্য কনসাল ম্যাকসেনটিয়াসের সাহায্যে শেখের সমস্ত অস্থাবর মূল্যবান সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবে। এমন কি, সে তাঁহাদের দুইজনের, বিশেষ করিয়া বেন-হুরের জীবনও হরণ করিতে পারে।

যথাসময়ে শেখ ও হুর খর্জুর-উদ্যান হইতে শহরের উদ্দেশে রওনা হইলেন। দুইজনের মনেই পরদিন প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিবেন বলিয়া বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততা। তাঁহাদের ঘোড়া দুইটিও যেন আনন্দে ছুটিতেছে। পথে ম্যালাচের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। সে বেন-হুরকে বলিল—“এরিয়াস, প্রতিযোগিতায় মেসালার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবেই। দৌড়ের আগে যে সব প্রথা পালন করা দরকার, আমি সে সবের ব্যবস্থা করেছি।”

—“তোমায় ধন্যবাদ।”

—“তোমার পোশাকের রঙ সাদা; মেসালার লাল-সোনালি। পথে ছেলেরা সাদা রিবন বেচছে। কাল তুমি দেখতে পাবে, গ্যালারিতে দর্শকদের অর্ধেক সাদা, অর্ধেক লাল রিবন পরেছে। আরব আর য়িহুদিরা পরবে সাদা রিবন।” ম্যালাচ তাহাকে

অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল ; সে আবার তাহার ঘোড়াটা ঘুরাইয়া আনিয়া বলিল—"আমি মেসালার গাড়ির কাছে যেতে পারি না, কিন্তু তার কথা থেকে বুঝতে পেরেছি, তোমার গাড়ির চক্রনাভি মাটি থেকে যতটা উঁচু, তার গাড়ির চক্রনাভিটা তার চেয়েও পাঁচ আঙুল উঁচু।"

—"এতখানি ?" বেন-হুর আনন্দে বলিয়া উঠিল। তারপর ম্যালাচের দিকে ঝুঁকিয়া বলিল—"ম্যালাচ, তুমি জয়-তোরণের ওপর গ্যালারির যে-অংশ, সেইখানে তোমার বসবার আসন ক'রে নিও। সেইখানে আমরা যখন মোড় ঘুরব, তখন আমাদের লক্ষ্য করো—বুঝলে ? সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য করো।"

সেই সময়ে ইলদারিম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"ওটা কি ?

তিনি বেন-হুরের কাছে গিয়া অঙ্গুলিনির্দেশে তাহাকে একখানি বিজ্ঞাপন দেখাইলেন।

বেন-হুর বলিল—"পড়ুন।"

—"তুমিই পড়।"

সারকাসে যে-সব ক্রীড়া হইবে···দৌড়, লাফ, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ··· সেগুলির ক্রমিক তালিকা, প্রতিযোগীদের নাম ও তাহারা যে দেশের লোক বিজ্ঞাপনে তাহা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কতবার ও কোথায় কোথায় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিল, তাহাতে কি পুরস্কার লাভ করিয়াছিল, সে-সবেরও উল্লেখ আছে। বেন-হুর এই সকল বৃত্তান্তের উপর দিয়া তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া গেল। সকলের শেষে দেওয়া ছিল····দৌড়ের কথা, প্রতিযোগীদের নাম, চিহ্ন, ঘোড়ার বর্ণনা ও গুণ ইত্যাদি।

বেন-হুর দেখিল, ছয়জন ছয়টি বিভিন্ন দেশীয় প্রতিযোগী দৌড়ে যোগ দিয়াছে। তাহাদেরও প্রত্যেকের নাম ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু সকলের শেষে রহিয়াছে তাহার নাম—

"৬ নম্বর। ইলদারিমের চার-ঘোড়ার গাড়ি ; লোকটা মরুভূমির শেখ। ঘোড়া চারটির রঙ লাল। তাহারা এই প্রথম দৌড়ে যোগ দিতেছে। চালক বেন-হুর ; জাতিতে য়িহুদি ; রঙ সাদা।"

বেন-হুর য়িহুদি চালক !

এরিয়াসের পরিবর্তে এই নাম কেন ? সে ইলদারিমের দিকে তাকাইল। দুইজনেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন। ইহাতে মেসালার হাত আছে।

পঁচিশ

পরদিন। আনটিয়কের ক্রীড়াক্ষেত্র। সমস্ত গ্যালারি উপর হইতে নীচে নারী, পুরুষ, শিশু প্রভৃতি সকল শ্রেণীর দর্শকে পরিপূর্ণ। যাহারা দৌড়প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছে, দর্শকগণের মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকেরই ভক্ত আছে। প্রতিযোগীরা দৌড়ের মাঠে যে রঙের দ্বারা পরিচিত হইবে, তাহারাও সেই রঙের রিবন পরিয়াছে···· কেহ পোশাকে, কেহ চুলে, কেহ কাঁধে। রিবনগুলির কোনটির রঙ লাল, কোনটির সবুজ, কোনটির বা নীল।

গাড়িগুলি একে একে যখন দৌড়ের মাঠে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন চারিধারে চাঞ্চল্য দেখা গেল, উল্লাসধ্বনি উঠিল। অনেকে ফুল ছুঁড়িতে লাগিল।

একদল চিৎকার করিয়া উঠিল—"মেসালা ! মেসালা !"

আর একদল উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"বেন-হুর! বেন-হুর!"

সকলে তাহাদের গুণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। যে যাহার ভক্ত, সে আশা করিতে লাগিল, তাহার অভীষ্ট বীরপুরুষ প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবে। সেইজন্য নিজেদের মধ্যে বাজি ধরিল। কেবল এইখানেই নয়, লোকে প্রতিযোগীদের উপর অন্যত্রও অনেকে বাজি ধরিয়া বহু অর্থ পণ করিয়াছে। স্বয়ং মেসালার মনেও তাহার জয়ের সম্বন্ধে এমন দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, সে বেন-হুর ও তাহার নিজের উপর প্রায় তাহার সর্বস্ব বাজি ধরিয়াছে।

বেলা প্রায় তিনটার সময় গাড়ি-দৌড় ছাড়া আর সকল ক্রীড়া-কৌতুকই শেষ হইল।

দর্শকেরা বিরতির সময় জলযোগের জন্য বাহিরে গেল। সর্বত্র সকলের মুখে দৌড়ের আলোচনা ছাড়া আর কিছু নাই। সাইমনাইডিস এসথারকে লইয়া ও ব্যালথাজার তাহার কন্যার সহিত ক্রীড়া-কৌতুক দেখিতে আসিয়াছে। তাহারা বসিয়াছে শেখ ইলদারিমের পাশে।

সহসা তূর্য বাজিয়া উঠিল। এতক্ষণ যাহারা বাহিরে গিয়াছিল, তাহারা ছুটিয়া আসিয়া নিজ নিজ জায়গায় বসিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় ক্রীড়াভূমির জনকয়েক ভৃত্যকে ক্রীড়াভূমিতে দেখা গেল। তাহারা পশ্চিমদিকে দ্বিতীয় লক্ষ্যস্থলে গিয়া তাহার কাছে একটি স্তম্ভের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল। সেখানে উঠিয়া পর পর সাতটি কাঠের গোলা সাজাইয়া রাখিল। তারপর প্রথম লক্ষ্যস্থলে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে একটি স্তম্ভের মাথায় সাতটি কাঠের ডলফিন সাজাইল।

ব্যালথাজার শেখ ইলদারিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ গোলা আর ডলফিন দিয়ে কি করা হবে?"

—"আপনি এর আগে কি কখনও ঘোড়-দৌড় দেখেন নি?"

—"না। আমি যে এখানে কেন এলাম তাও জানি না।"

—"ওগুলো রাখা হয়েছে গুণবার জন্যে। এক এক পাক দৌড় শেষ হবে…একটা গোলা আর একটা মাছকে নামিয়ে দেওয়া হবে।"

ততক্ষণে সব আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। এই অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা একজন তূর্যবাদককে স্তম্ভের উপর তুলিয়া দিলেন। লোকটির পরিধানে জমকালো পোষাক। সে তূর্য বাজাইলেই দৌড় আরম্ভ হইবে। তাহাকে দেখিয়া দর্শকেরা শান্ত ও নীরব হইল।

পূর্বদিকে ছয়টি আস্তাবলে ছয়জন প্রতিযোগী রহিয়াছে। তাহাদের এখন দেখা যাইতেছে না। সঙ্কেতমাত্রই আস্তাবলের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা গাড়ি হাঁকাইয়া যেখান হইতে দৌড় আরম্ভ হইবে, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইবে। দর্শকেরা প্রত্যেকে উদ্‌গ্রীব হইয়া সেদিকে তাকাইয়া আছে। সাইমনাইডিসও সকলের মত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখখানি লাল; শেখ ইলদারিম জোরে ঘন ঘন তাঁহার শ্মশ্রু টানিতেছেন।

তূর্য বাজিয়া উঠিল—তীক্ষ্ণ ও স্বল্পস্থায়ী তাহার আওয়াজ। তৎক্ষণাৎ ছয়জন লোক লক্ষ্যস্থলের স্তম্ভের পিছন হইতে লাফ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহাদের এক একজন এক একখানি গাড়ির জন্য নিযুক্ত। কোন ঘোড়া বিগড়াইয়া গেলে ইহারা সাহায্য করিবে।

আবার তূর্য বাজিয়া উঠিল। আস্তাবলের দ্বাররক্ষকেরা দরজা খুলিয়া দিল। ক্ষণপরেই আস্তাবলের ভিতর হইতে প্রচণ্ড বেগে

বাহির হইয়া আসিল ছয়খানি গাড়িকে লইয়া চব্বিশটি ঘোড়া। তৎক্ষণাৎ সহস্রকণ্ঠ হইতে উল্লাসধ্বনি উঠিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিল।

সমগ্র ক্রীড়াভূমি রৌদ্রে উজ্জ্বল হইয়া আছে। তাহাতে চোখ ধাঁধিয়া যায়। তবুও প্রত্যেক প্রতিযোগীর দৃষ্টি রজ্জুর দিকে। সকলেরই লক্ষ্য ভিতরের স্থান। সেইজন্য সকলেই একসঙ্গে ঠেলিয়া প্রবলবেগে সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহার ফলে মনে হইতে লাগিল সংঘর্ষ অনিবার্য। কেবল ইহাই নয়, যদি কর্মকর্তা যথাসময়ে রজ্জুটি নামাইবার ইঙ্গিত না দেন, অথবা আদেশ দিতে না পারেন—তাহা হইলেও বিপদ।

যাহা হউক, প্রতিযোগীরা রজ্জুর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। কর্মকর্তার পাশ হইতে একজন তূর্যধারী জোরে তূর্য বাজাইল। কিন্তু তাহার কাছ হইতে কুড়ি ফুট দূরেও সেই শব্দ শোনা গেল না। বিচারকগণ তাহাকে বাজাইতে দেখিয়া রজ্জুটি নামাইতে না নামাইতে মেসালার একটি ঘোড়ার পা তাহার ওপর গিয়া পড়িল। মেসালা নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার লম্বা চাবুকখানি বাহির করিয়া লইল, লাগামগুলি শিথিল করিয়া দিল, গাড়ির উপর সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল এবং বিজয়-ধ্বনি করিয়া প্রাচীরের পাশ দিয়া গাড়ি ছুটাইয়া দিল। শত শত রোমান চিৎকার করিয়া উঠিল—"জোভ আমাদের সহায়! জোভ আমাদের সহায়!"

মেসালা ভিতরের দিকে সরিয়া আসিতেই তাহার গাড়ির ধুরায় ব্রোঞ্জের বাঘের মাথাটি এথিনীয় প্রতিযোগীর পাশের ঘোড়াটির সম্মুখের পায়ে আটকাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি তাহার জুড়িটির গায়ে ছিটকাইয়া পড়িল। ফলে, জুড়ি দুইটিতে টলিতে টলিতে

পরস্পরকে টানাটানি করিতে লাগিল এবং তাহারা বিপথে গিয়া পড়িল। হাজার হাজার দর্শক তাহার দিকে তাকাইয়া ভয়ে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে বসিয়া আছে। কেবল রোমানরা আনন্দে চিৎকার করিতে লাগিল—"জোভ আমাদের সহায়!"

মেসালার গাড়ি তেমনই বেগে ছুটিতেছে।

কনসালের পাশ হইতে একজন বলিয়া উঠিল—"মেসালা জয়ী হচ্ছে।"

মেসালা চলিয়া গেলে এথিনীয়টির দক্ষিণধারে তখন রহিল কেবল কোরিনথীয় প্রতিযোগীটি। এথিনীয়টি সেইদিকে তাহার ভাঙ্গা গাড়ীখানি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বামদিক হইতে বাইজানটীয় প্রতিযোগীটি তাহার গাড়ির পিছন দিকে হঠাৎ আঘাত করিতেই এথিনীয়টি সামলাইতে না পারিয়া তাহার নিজের ঘোড়া চারিটির পায়ের নীচে পড়িয়া গেল। দৃশ্যটি অতি ভয়ঙ্কর! এসথার সাইমনাইডিসের পাশে বসিয়া ছিল। সে ভয়ে চোখ ঢাকিল।

কোরিনথীয় ছুটিতেছে, বাইজেনটীয় ছুটিতেছে, সিডোনীয় প্রতি-যোগী ছুটিতেছে, কিন্তু বেন-হুর কোথায়?

এসথার যখন সাহসে ভর করিয়া চোখ মেলিল, তখন দেখিল ক্রীড়াভূমির একদল কর্মী এথিনীয়টির ঘোড়া-চারিটি ও ভগ্ন গাড়ি-খানিকে সরাইয়া লইতেছে; আর একদল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে এথিনীয়টিকে। যে সকল গ্রীক দর্শক ছিল, তাহারা অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিশোধের জন্য আস্ফালন করিতে লাগিল।

হঠাৎ এসথারের চোখ পড়িল বেন-হুরের দিকে। সে তখন

মেসালার পাশে অবাধে গাড়ি ছুটাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের পিছনে ছুটিতেছে কোরিনথীয়, সিডোনীয় ও বাইজানটীয় প্রতিযোগী। সহস্র সহস্র দর্শক তাহাদের দিকে সাগ্রহ অন্তরে তাকাইয়া বসিয়া আছে।

ছাব্বিশ

বেন-হুর প্রথমে ছিল বামদিকে—আর সকলের মতই ক্রীড়াভূমির উজ্জ্বল রৌদ্রে তাহার চোখ দুইটি ধাঁধিয়া গিয়াছিল। তবুও সে তাহার লক্ষ্য সকল প্রতিযোগীর দিকে ঠিক রাখিতে পারিয়াছিল। এই সময় মেসালাকে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লইল। তখন তাহার মনে হইয়াছিল, মেসালার ভিতরটাও সে পরিষ্কার দেখিতে পাইয়াছে। মেসালা লোকটা নিষ্ঠুর, চতুর ও বে-পরোয়া।

বেন-হুরের সংকল্প দৃঢ় হইয়া উঠিল। যেমন করিয়াই হউক, সমস্ত বিপদ মাথায় করিয়াও সে তাহার শত্রুকে পরাস্ত করিবেই। ইহাতে যদি তাহার প্রাণ যায়, তাহাতেও স্বীকার। সে ধীর, স্থির ও দৃঢ়ভাবে তাহার সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে মনস্থ করিল।

দর্শকেরা যখন এথিনীয়টির বিপদের শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছিল, যখন কোরীনথীয়, বাইজানটীয় ও সিডোনীয় প্রতিযোগীরা যাহাতে তাহার সহিত জড়াইয়া না পড়ে কৌশলে সেই চেষ্টা করিতেছিল, বেন-হুর তখন যাইতেছিল তাহাদের পিছনে। সে নিমেষে তাহাদের পাশ কাটাইয়া মেসালার পাশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে ছিল একেবারে বাম দিকে; অথচ এমন কৌশলে সে গাড়িখানিকে সেখান হইতে দক্ষিণধারে মেসালার পাশে লইয়া গেল যে, তাহাতে একতিলও

সময় নষ্ট হইল না। দর্শকদের মধ্যে যাহারা বিশেষজ্ঞ ছিল, তাহাদের চোখে ইহা এড়াইল না। ইহাতে চারিধার হইতে বার বার প্রশংসাধ্বনি উঠিতে লাগিল। কিন্তু রোমানদের মনে মেসালার জয়ের বিষয়ে সন্দেহ জাগিল। প্রতিযোগীটি মেসালার চেয়ে দক্ষ না হইলেও অন্ততঃ তাহার সমকক্ষ হইবে। লজ্জা ও আশঙ্কার বিষয়, সে অপর কেহ নয়, একজন য়িহুদী!

দুইজনে পাশাপাশি চলিতেছে। মাঝে সামান্য ব্যবধান। এইভাবে দুইজনে দ্বিতীয় লক্ষ্যস্থানের নিকটবর্তী হইল।

এখানে তিনটি স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভ তিনটির পাদদেশ পশ্চিম দিক হইতে অর্ধবৃত্তাকৃতি দেখা যায়; পথটিও সেই অনুসারে বাঁকিয়া গিয়াছে। এইখানে গাড়ি ঘুরাইতে হইলে চালকের পক্ষে অত্যন্ত দক্ষ হওয়া দরকার। তাহাদের পূর্বে এক নামজাদা ঘোড়-সওয়ার এইখানে গাড়ি ঘুরাইতে পারে নাই। সহসা দর্শকেরা স্তব্ধ হইয়া প্রতিযোগীদের দিকে তাকাইয়া রহিল। তখন ঘোড়ার পায়ের শব্দ ও গাড়ির চাকার ঘড়্ ঘড়্ স্পষ্ট শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। মনে হইল, সেই সময় মেসালা বেন-হুরকে লক্ষ্য করিল ও তাহাকে চিনিতে পারিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঔদ্ধত্য চরমে উঠিল।

লম্বা চাবুক ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বলিতে লাগিল—"যুদ্ধের দেবতা জাগ···যুদ্ধের দেবতা জাগ।" এবং হঠাৎ বেন-হুরের ঘোড়াগুলির পিঠে এমনভাবে চাবুকের আঘাত করিল যে, তেমন করিয়া কোনদিন কেহ তাহাদের প্রতিপক্ষের অশ্বদের আঘাত করে নাই।

দর্শকদের বসিবার আসনের সকল দিক হইতে তাহা দেখা গেল; সকলেই বিস্মিত হইল। স্তব্ধতা আরও নিবিড় হইয়া আসিয়াছে।

সকলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে ইহার ফল কি হয়, তাহা দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা সহস্র সহস্র কণ্ঠ ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়িল। সে শব্দ বজ্রনির্ঘোষের মত শুনাইল।

ঘোড়া চারিটি তাহাতে শঙ্কিত হইয়া সম্মুখের দিকে লাফ দিল। তাহারা চিরদিন স্নেহহস্তের স্পর্শে অভ্যস্ত; কেহ কোনদিন তাহাদের তাড়না করে নাই। তাহাদের স্বভাবও তাই হইয়াছিল শান্তসুশীল। কিন্তু সেই চিৎকারে তাহারা যেন মৃত্যুর মুখ হইতে একলাফে দূরে সরিয়া গেল। তাহাদের সহিত গাড়িখানিও লাফ দিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল।

জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই বৃথা যায় না। বেন-হুর তিন-বৎসর জাহাজে দাঁড় টানিয়াছে। ফলে, তাহার বাহু দুইখানি হইয়াছে দৃঢ়। উত্তাল তরঙ্গাঘাতে যখন তাহার জাহাজখানি দুলিত, তখন সে স্থির হইয়া তাহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া দাঁড় টানিতে অভ্যস্ত ছিল। সেইজন্য গাড়িখানি লাফাইয়া উঠিলেও সে একটুও টলিল না। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সবল হস্তে লাগামগুলি ধরিয়া ঘোড়া চারিটিকে সেই ভয়ঙ্কর বাঁকের দিকে চালাইতে চালাইতে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। তারপর দর্শকগণের রোষ শান্ত হইবার পূর্বে সে আবার কৌশলে তাহাদের আয়ত্তে আনিল।

কেবল তাহাই নয়। প্রথম লক্ষ্যস্থলের নিকটবর্তী হইলে সে আবার মেসালার পাশে গিয়া পৌঁছিল। রোমান ছাড়া আর সকলেরই প্রশংসা ও সহানুভূতি তাহার অন্তর স্পর্শ করিল এবং তাহা এত স্পষ্ট ও প্রবল যে, মেসালা বে-পরোয়া হইলেও বেন-হুরকে আর

আক্রমণ করিতে ভরসা পাইল না। গাড়ি দুইখানি লক্ষ্যস্থল দিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিল। এসথার দেখিল, বেন-হুরের মুখখানি ঈষৎ পাংশুবর্ণ, কিন্তু অনুত্তেজিত, শান্ত ও স্থির।

তৎক্ষণাৎ একটি লোক পূর্বদিকের স্তম্ভের উপর উঠিয়া সেই কাঠের গোলা সাতটির মধ্যে একটিকে নামাইয়া লইল; সেইসঙ্গে পশ্চিমদিকের স্তম্ভ হইতেও একটি ডলফিন নামাইয়া লওয়া হইল। সেইভাবে দ্বিতীয় গোলা ও দ্বিতীয় ডলফিনকেও আর এক পাক দৌড়ের শেষে নামানো হইল।

তাহার পর তৃতীয় গোলা ও তৃতীয় ডলফিন। তৃতীয় পাক ঘুরিয়া আসিলেও মেসালা ভিতরের স্থান দখল করিয়া রহিল। অন্য প্রতিযোগীরা তাহাকে পূর্বের মতই অনুসরণ করিতেছে। মনে হইতে লাগিল যেন দুই দল প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হইতেছে—মেসালা ও বেন-হুর সম্মুখে, তাহাদের পিছনে অপর তিনজন।

পঞ্চম পাকে সিডোনীয়টি বেন-হুরের বাহির দিকের স্থানটি দখল করিতে সমর্থ হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্থানচ্যুত হইল।

ষষ্ঠ পাকের প্রারম্ভেও পরস্পরের অবস্থানের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

কিন্তু ক্রমে গতি বৃদ্ধি করা হইতেছে…ক্রমে প্রতিযোগীদের রক্ত যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। মানুষ ও পশু উভয়েই যেন বুঝিতে পারিয়াছে, তাহারা চরম মুহূর্তের সম্মুখীন হইতেছে। এইবার জয়ের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

প্রারম্ভ হইতে দর্শকগণের কৌতূহল প্রধানতঃ মেসালা ও

বেন-হুরের প্রতিযোগিতায় কেন্দ্রীভূত ছিল; এখন তাহা বেন-হুরের জন্য উদ্বেগে পরিণত হইল। সমস্ত বেঞ্চি হইতে দর্শকেরা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া রহিল; কেবল প্রতিযোগীদের গতির সহিত তাহাদের মুখ ঘুরাফিরা করিতেছে। ইলদারিম শান্ত। এসথারের মনে শঙ্কা নাই। একজন মেসালার উপর বাজি ধরিল। কিন্তু কেহ তাহাতে উত্তর দিল না। অবশেষে একজন রোমান যুবক বলিয়া উঠিল—"আপনার টাকাগুলো আমি জিতে নেব।" বলিয়া সে লিখিয়া দিতে উদ্যত হইল।

তাহার এক বন্ধু বাধা দিয়া বলিল—"লিখো না।"

—"কেন?"

—"মেসালা গতির চরমসীমায় এসে পৌঁচেছে, ওর লাগামগুলো রিবনের মত উড়ছে। আমার য়িহুদিটার দিকে তাকিয়ে দেখ!"

সত্যই যদি মেসালা তাহার গতির চরম-সীমায় পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বিফল হয় নাই। সে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে একটু একটু করিয়া সম্মুখের স্থান দখল করিতে লাগিল। তাহার ঘোড়া চারিটি মাটির দিকে মাথা নামাইয়া ছুটিতেছে। দর্শকদের আসন হইতে মনে হইতেছে, তাহারা যেন মাটির সহিত সমান হইয়া গিয়াছে; তাহাদের নাসিকা এমন ফুলিয়া উঠিয়াছে যে, লাল দেখাইতেছে; চোখগুলি কোটর হইতে যেন বাহির হইয়া আসিতেছে। ঘোড়া চারিটি তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কতক্ষণ তাহারা ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিবে? সবে ষষ্ঠ পাক আরম্ভ হইয়াছে। তাহারা প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। ষষ্ঠ পাক শেষ হইল। বেন-হুর মেসালার ঠিক পিছনে সরিয়া গেল।

মেসালার বন্ধুগণ আনন্দের শেষ সীমায় পৌঁছিল; তাহারা নানা স্বরে চীৎকার করিতে করিতে নিশান ও রিবন ছুঁড়িতে লাগিল।

মেসালা ছুটিতেছে—তাহার পিছনে ছুটিতেছে বেন-হুর। এইভাবে তাহার ষষ্ঠ পাক শেষ করিল।

স্থানটি বেদখল হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় মেসালা পাষাণ-প্রাচীরের পাশ দিয়া ছুটিতেছে। মাত্র একফুট সরিয়া গেলেই প্রাচীরে লাগিয়া তাহার গাড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তবুও ষষ্ঠ পাকের শেষে তাহার ও বেন-হুরের গাড়ির চাকার দাগ দেখিয়া কেহ বলিতে পারিবে না, এইখান দিয়া গিয়াছে মেসালার গাড়ি, আর এই পথ ধরিয়া গিয়াছে বেন-হুরের। তাহাদের পিছনে পথের চিহ্ন মাত্র একটি।

তাহারা আবার ঘুরিয়া আসিলে এসথার দেখিল, বেন-হুরের মুখখানি আগের চেয়ে সাদা। সাইমনাইডিস শেখ ইলদারিমকে বলিল—"শেখ! বেন-হুরের মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে, ওর মাথায় যেন একটা মতলব এসেছে।"

ইলদারিম বলিলেন—"দেখছেন, বেন-হুরের, ঘোড়াগুলো কেমন সতেজ?"

প্রথমে সিডোনীয় প্রতিযোগীটি তাহার ঘোড়াগুলির পিঠে নির্মম হাতে চাবুক চালাইল। ঘোড়াগুলি ভয়ে ও বেদনায় সম্মুখের দিকে বেগে অগ্রসর হইল। মনে হইল, তাহার গাড়িখানি সকলের আগে যাইবে। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। তাহার পর বাইজানটীয় ও কোরিনথীয় প্রতিযোগীরাও সেইভাবে সকলের আগে যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহারাও পারিল না। তখন রোমানগণ ছাড়া

দর্শকগণের মধ্যে সকলেই আশা করিতে লাগিল বেন-হুর জয়ী হইবে। তাহারা সেই মনোভাব চাপিয়া না রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল।

সকলে চিৎকার করিতে লাগিল—"বেন-হুর! বেন-হুর!"

সে শব্দ যেন জলকল্লোলের মত সারা ক্রীড়াভূমির উপর দিয়া গড়াইয়া চলিল।

—"বেন-হুর! আরও জোরে।"

—"দেওয়ালের দিকে সরে যাও।"

—"ঘোড়াগুলোর লাগাম আল্‌গা ক'রে দাও! ওদের চাবুক মার।"

সকলে রেলিংয়ের উপর ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া কাতরস্বরে বেন-হুরকে অনুরোধ করিতে লাগিল।

হয় সে তাহাদের কথা শুনিতে পায় নাই, অথবা তাহার কিছু করিবার উপায় ছিল না, সে তেমনই ভাবে মেসালার ঠিক পিছনে অগ্রসর হইতে লাগিল, কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

তারপর বাঁক ঘুরিবার জন্য মেসালা বামদিকের ঘোড়াটিকে টানিতে লাগিল; ফলে চারটি ঘোড়ারই গতি হইল শিথিল। তাহার মনে আনন্দ। মাত্র ছয় শত ফুট দূরে যশ, অর্থ, পদোন্নতি, জয়-জয়কার।

সেই মুহূর্তে ম্যালাচ দেখিল, বেন-হুর গাড়ির সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল এবং লাগাম আলগা করিয়া দিল। তারপরই তাহার হাতের সুদীর্ঘ চাবুকখানি ঘোড়া-চারিটির পিঠের উপর বার বার কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে সাপের মত সোঁ সোঁ শব্দ করিতে

লাগিল। চাবুকখানি তাহাদের অঙ্গে স্পর্শ করিল না, তবুও তাহার শব্দে যেন উদ্দীপনা ছিল। বেন-হুরের মুখের আকৃতিও পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটি জ্বলিতেছে।

ঘোড়াগুলি একযোগে একলাফে মেসালার গাড়ির পাশে গিয়া উপস্থিত হইল। মেসালা শুনিতে পাইল কিন্তু তাকাইতে সাহস করিল না। দর্শকদের নিকট হইতেও সে কিছু শুনিতে পাইতেছে না। দৌড়ের শব্দের উপর সে কেবল একটি শব্দ শুনিতে পাইতেছিল—বেন-হুরের কণ্ঠস্বর।

শেখ ইলদারিম যে-ভাবে যে-ভাষায় তাহার ঘোড়া-চারিটির সহিত কথা বলেন, সেও তেমনই ভাবে তাহাদের প্রত্যেককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"ছুটে চল রিগেল! কি আনতারিস! তুমি, পিছিয়ে পড়ছো কেন? আলদিবারান—তুমি তেজী। ঐ তাঁবু থেকে সকলের গান ভেসে আসছে। আমি শুনছি ছেলেরা গাইছে, মেয়েরাও গাইছে—আতাইর, আনতারিস, রিগেল আর আলদিবারান নক্ষত্রের গান। জয়!—এ গানের শেষ নেই! চল—ছুটে চল—চমৎকার! কাল আমরা বাড়ি ফিরে যাব—আমাদের বাড়ি সেই কালো তাঁবুতে। ছুটে চল আনতারিস—আমাদের প্রতীক্ষায় তাঁবুতে সকলে বসে আছে—মালিক বসে আছেন। হয়েছে! হয়েছে! গর্বীর গর্ব আমরা খর্ব করেছি। যে হাত আমাদের আঘাত করেছিল, সে এখন ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। জয়ের গৌরব আমাদের! চল—চল—কাজ শেষ করে এনেছি। শান্ত হও!"

সেই মুহূর্তে মেসালা বৃত্তাকারে ঘুরিয়া যাইতেছিল। তাহাকে অতিক্রম করিতে হইলে বেন-হুরকে দৌড়ের পথটা আড়াআড়ি ভাবে পার হইতে হইবে। সেইভাবে সম্মুখের দিকে যাইতে হইলে অসামান্য কৌশলের দরকার। মেসালার মতই তাহাকেও ঘুরিতে হইবে; অথচ তাহার চেয়ে একটুও বেশি স্থান সেখানে নাই। দর্শকগণের আসন হইতে সকলে বেন-হুরের মতলব বুঝিতে পারিল। তাহারা পরিষ্কার দেখিতে পাইল—বেন-হুর ইঙ্গিত করিল এবং তাহার ইঙ্গিতে ঘোড়া-চারিটি নক্ষত্র-গতিতে ছুটিয়া চলিল। মেসালার গাড়ির একেবারে কাছে আসিয়া পড়িল বেন-হুরের গাড়ি। তারপর ভীষণ একটা ভয়ঙ্কর মড়্ মড়্ শব্দ। সে শব্দে সকলে শিহরিয়া উঠিল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, উজ্জ্বল শ্বেত ও হলুদ রঙের গুঁড়া উড়িতেছে। মেসালার গাড়ির পাটাতন দক্ষিণ পাশে মাটিতে খসিয়া পড়িল। কঠিন মাটিতে আঘাত লাগায় গাড়ির ধুরাটি লাফাইয়া উঠিয়া আবার মাটিতে পড়িল; আবার লাফাইয়া উঠিল; আবার পড়িল। অবশেষে গাড়িখানি শত টুকরায় ভাঙিয়া গেল। মেসালাও তাহার লাগামে জড়াইয়া সোজা সম্মুখের দিকে লুটাইয়া পড়িল।

ইহার উপর আবার এক ভয়ঙ্কর বিপদ। মেসালার মৃত্যু নিশ্চিত। সিডোনীয় প্রতিযোগীটি ছিল ঠিক তাহার পিছনে। সে থামিতে বা ফিরিতে পারিল না, সে পূর্ণবেগে ছুটিয়া গিয়া পড়িল মেসালা ও তাহার ঘোড়া-চারিটির উপর। ঘোড়াগুলি তখন ভয়ে ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

সেই উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়াগুলির পরস্পরের সহিত মারামারি, ঘাত-

বাইজানটীয় ও কোরিনথীয়……দৌড়ে জয় হইল তাহারই! পৃঃ ১১৭
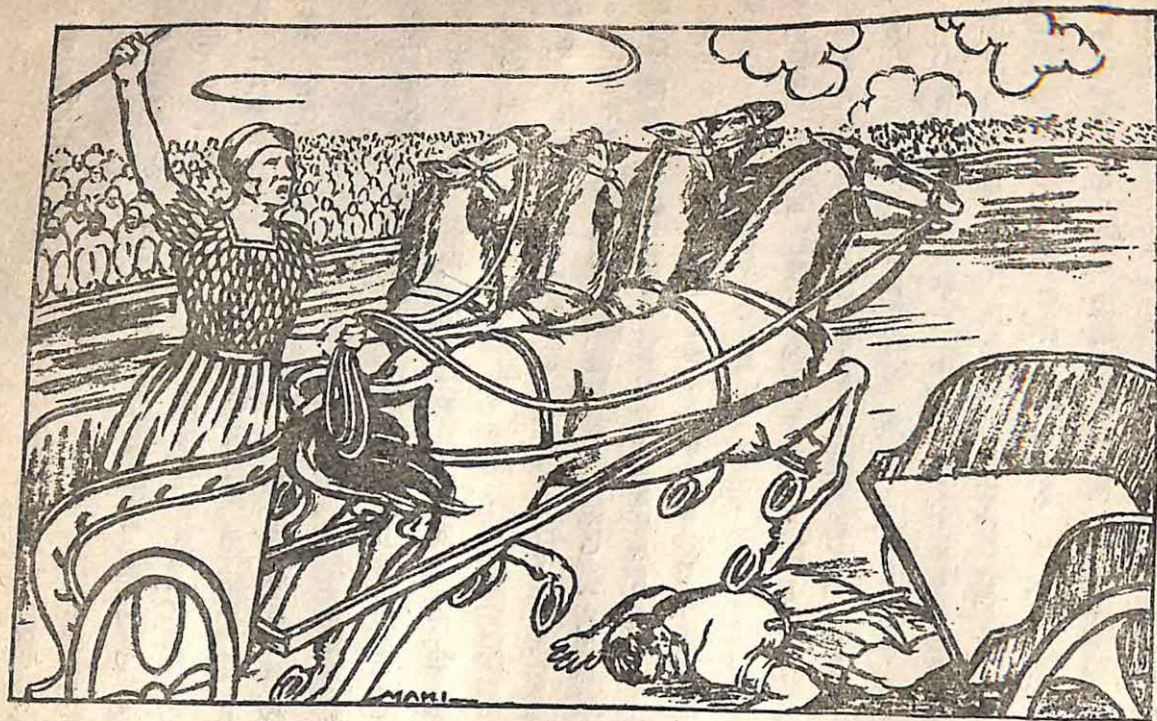
প্রতিঘাতের শব্দ ও ধূলাবালিরাশির মধ্য হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া মেসালা দেখিল, বেন-হুর সামনে অবাধে ছুটিতেছে। তাহার পিছনে ছুটিতেছে অবশিষ্ট প্রতিযোগী তুইজন।

সকলে বেঞ্চির উপর লাফ দিয়া উঠিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

মেসালার দেহের অস্পষ্ট ছবি দর্শকদের চোখে পড়িল। তাহারা দেখিল, মেসালা কখনও পড়িতেছে ঘোড়ার পায়ের তলায়, কখনও পড়িতেছে ভাঙা গাড়ির নীচে। সে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। সকলে ভাবিল, তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

তখন কিন্তু বেশির ভাগ লোকের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেছে বেন-হুরকে। সে চলিয়াছে লক্ষ্যস্থলের দিকে।

কেহই দেখিতে পায় নাই যে, বেন-হুর কৌশলে তাহার গাড়িখানিকে মেসালার গাড়ির বামদিকে আনিয়াছিল এবং তাহার গাড়ির লৌহময় ধুরা মেসালার গাড়ির চাকায় লাগাতে তাহা নিমেষে ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাহারা কেবল দেখিয়াছিল বেন-হুরের পরিবর্তন, অনুভব করিয়াছিল তাহার উৎসাহ, তেজ ও বীরসুলভ দৃঢ়তা। তাহার উৎসাহবাক্যে, ইঙ্গিতে ও আদরে ঘোড়া-চারিটি হঠাৎ অনুপ্রাণিত হইয়া পূর্ণবেগে ছুটিয়া যাইতেছিল। সে কি দৌড়! বোধ হইতেছিল, তাহারা যেন উড়িয়া যাইতেছে!

বাইজানটীয় ও কোরিনথীয় প্রতিযোগী তুইটিকে বহু পিছনে ফেলিয়া বেন-হুর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিল।

দৌড়ে জয় হইল তাহারই!

কনসাল উঠিলেন। দর্শকেরা চিৎকার করিতে করিতে গলা

ভাঙিয়া ফেলিল। কর্মকর্তা তাঁহার আসন হইতে নামিয়া আসিয়া বিজয়ীর মাথায় জয়মুকুট পরাইয়া দিলেন।

জুডা উপর দিকে তাকাইয়া দেখিল, সাইমনাইডিস ও তাহার সঙ্গিগণ হাত নাড়িতেছে।

তারপর বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া রোমান ছাড়া অন্য সকলে বেন-হুরকে লইয়া জয়তোরণের নিম্ন দিয়া উল্লাসধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

দিনেরও অবসান হইল।

সাভাশ

বেন-হুর শেখ ইলদারিমের সহিত নদীপারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পূর্বব্যবস্থামত তাহারা নিশীথে মরুভূমির পথে যাত্রা করিবে। তাহাদের ত্রিশ ঘণ্টা আগে শেখের ক্যারাভান সেই পথ দিয়া গন্তব্যস্থলের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

শেখ বড় সুখী হইয়াছেন। তিনি বেন-হুরকে প্রচুর পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বেন-হুর তাহা গ্রহণ করে নাই। সে তাহার শত্রুকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিতে পারিয়াছে। ইহাতেই সুখী। তবুও শেখ তাহাকে ছাড়িলেন না। পুরস্কার-গ্রহণের জন্য বেন-হুরকে পুনরায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

এমন সময় দুইজন বার্তাবহ উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন, ম্যালাচ; অপরজন অপরিচিত। প্রথমে ম্যালাচ শেখের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইল।

ম্যালাচও সেদিনকার জয়ের আনন্দ গোপন করিল না। তারপর

বলিল—"সাইমনাইডিস আমাকে যে জন্যে পাঠিয়েছেন, তা বলি। রোমানদের মধ্যে জনকয়েক কর্মকর্তার কাছে পুরস্কার দান বিষয়ে আপত্তি করেছিল।"

—"যখন সকলে বলল, বেন-হুর মেসালার গাড়ির চাকায় ধাক্কা দিয়েছিল, তখন কর্মকর্তা হেসে উঠে বললেন, মেসালাও বেন-হুরের ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরেছিল।"

—"সেই এথিনীয়টির কি হল?"

—"মারা গেছে?"

বেন-হুর বলিয়া উঠিল—"মারা গেছে!"

শেখ বলিলেন—"মারা গেছে। এই রোমান রাক্ষসগুলোর কি কপাল! মেসালা বেঁচে গেছে?"

—"হাঁ, বেঁচেছে বটে···প্রাণে। কিন্তু ওর জীবনটা হবে বোঝার মত। চিকিৎসকেরা বলছেন, ও বাঁচবে, কিন্তু আর হাঁটতে পারবে না।"

বেন-হুর নীরবে আকাশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। মেসালা তাহার দম্ভ ও উচ্চাভিলাষ লইয়া চিরজীবন অসহায় হইয়া থাকিবে। শেখ ইলদারিম আবার খুশী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"চল··· আমরা যাই। জয় আমাদের। ঘোড়াগুলোকে সাজ পরাতে বলছি।"

ম্যালাচ চলিয়া গেল; তাহার পর আসিল এক যুবক। তাহার মুখশ্রী কোমল, স্বভাব নম্র। সে মাটিতে একটি জানু পাতিয়া বসিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিল—"ব্যালথাজারের কন্যা ইরাসকে শেখ ইলদারিম জানেন। তিনি বেন-হুরকে বলে পাঠিয়েছেন, তাঁর বাবা কিছু

কালের জন্যে ইদারনি প্রাসাদে বাস করছেন। ইরাস বেন-হুরের সঙ্গে সেখানে কাল দুপুরে দেখা করবেন।”

শেখ ইলদারিম স্মিতমুখে বেন-হুরের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কি করবে ?”

—“আপনার অনুমতি নিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে বলো আমি কাল দুপুরে ইদারনি প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।”

যুবকটি উঠিল এবং নীরবে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে শেখ মরুভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং বেন-হুরের জন্য একটি ঘোড়া ও একজন পথিপ্রদর্শক রাখিয়া গেলেন।

ইলদারিমের খর্জুর-উদ্যানের তাঁবুতে ব্যালথাজার যখন আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কন্যার সহিত বেন-হুরের পরিচয় হয়। বেন-হুর তাহার অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং মনে মনে তাহাকে বিবাহের সংকল্প করে। কিন্তু ইরাসের ইচ্ছা ছিল, সে বিবাহ করিবে মেসালাকে। একথা বেন-হুর বুঝিতেও পারে নাই। যে মেসালা তাহাদের উটের উপর চারঘোড়ার গাড়ি চালাইয়া তাহাদের হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাকে সে বিবাহ করিবে··· একথা বেন-হুর কল্পনাও করে নাই।

আট্রাশ

পরদিন বেন-হুর ইরাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইদারনি প্রাসাদে উপস্থিত হইল। সম্মুখের অংশ পার হইয়া সে একটি অপরিসর পথে আসিয়া পড়িল। পথটি অতিক্রম করিতেই সে

দেখিল, তাহার সম্মুখে দরজা। দরজাটি বন্ধ। সেখানে দাঁড়াইয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই দরজাটি আপনা হইতেই নিঃশব্দে খুলিতে আরম্ভ করিল।

পথের আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দরজার ভিতর দিয়া তাকাইতেই সে দেখিল—তাহার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড কক্ষ। কক্ষটি রাজকীয় আদর্শে সুসজ্জিত ও সুন্দর।

সে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া সাজ-সজ্জা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিলম্বের জন্য সে কিছু মনে করিল না,···ভাবিল, প্রস্তুত হইলেই ইরাস নিজে আসিবে বা কোন ভৃত্যকে পাঠাইবে। শৃঙ্খলানিষ্ঠ রোমানদের গৃহে বাহিরের লোকদের এইরূপ কক্ষেই অভ্যর্থনা করা হয়।

দুইবার, তিনবার, চারবার সে কক্ষটি ঘুরিয়া দেখিল। সে কান পাতিয়া শুনিল; কিন্তু কোন শব্দ নাই। প্রাসাদটি সমাধিক্ষেত্রের মত স্তব্ধ।

হয়ত ভুল হইয়া থাকিবে। না; বার্তাবহটি ইরাসের কাছ হইতেই আসিয়াছিল এবং ইহাই ইদারনির প্রাসাদ। তাহার মনে পড়িল, দরজাটি তখন কেমন আপনা হইতেই নিঃশব্দে ও অদ্ভুতভাবে খুলিয়াছে। ব্যাপারটা কি সে দেখিবে।

সে দরজাটির দিকে অগ্রসর হইল। সে অত্যন্ত লঘু পদক্ষেপে চলিতেছে; তবুও তাহার পায়ের শব্দ হইতেছে কঠোর ও তীব্র। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; আবার চলিতে লাগিল। আবার তেমনই শব্দ। সে শঙ্কিত হইল। দরজায় তালা লাগানো ছিল; সে তাহা খুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তারপর তাহা টানিয়া খুলিবার

চেষ্টা করিল ; কিন্তু বৃথা। তালাটি একটু নড়িলও না। বেন-হুরের হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। বিপদাশঙ্কায় তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কম্পিতদেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই আন্‌টিয়কে তাহার ক্ষতি করিবার সংকল্প করিয়াছে কে? মেসালা!

কক্ষটির বামে ও দক্ষিণে অনেকগুলি দরজা। নিঃসন্দেহে দরজাগুলি দিয়া শয়নকক্ষে যাওয়া যায়। সে দরজাগুলি একে একে খুলিবার চেষ্টা করিল। সবগুলিই দৃঢ়ভাবে বন্ধ। আঘাত করিলে হয়ত উত্তর পাওয়া যাইবে। কিন্তু গোলমাল করিতে তাহার লজ্জাবোধ হইল। সে অনেকক্ষণ কাউচে শুইয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, সে বন্দী হইয়াছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? কাহার দ্বারা?

অর্ধঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল। কিন্তু বেন-হুরের মনে হইতে লাগিল, এক যুগ। যে-দরজা দিয়া বেন-হুর কক্ষটিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নিঃশব্দে খুলিল, বন্ধ হইল। বেন-হুর তাহা বুঝিতেও পারিল না। বেন-হুর বসিয়া ছিল কক্ষের শেষ প্রান্তে। হঠাৎ পদশব্দে সে সচকিত হইয়া উঠিল। ভাবিল—"অবশেষে ইরাস এসেছে…"

বেন-হুরের মনের ভার একটু লাঘব হইল, আনন্দে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু পদশব্দগুলি ভারী ; তাহার সহিত শোনা যাইতে লাগিল, স্যান্‌ডালের রুক্ষ কঠিন খট্ খট্ শব্দ। বেন-হুর ও দরজাটির মাঝে

রহিয়াছে সোনালী স্তম্ভগুলি। সে নিঃশব্দে সেদিকে অগ্রসর হইল এবং একটির গায়ে হেলিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল…পুরুষের কণ্ঠস্বর। তাহাদের মধ্যে একজনের স্বর অত্যন্ত কর্কশ। লোকটা কি বলিতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সমস্ত কক্ষটি দেখিয়া লইয়া আগন্তুকেরা বামদিকে অগ্রসর হইতেই তাহারা বেন-হুরের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সে দেখিল দুইজন পুরুষ; দুইজনেই দীর্ঘ, দুইজনেই একই রকমের পোশাক পরিয়া আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত স্থূলকায়।

বেন-হুর এই স্থূলকায় লোকটিকে রোমের সারকাসে বহু বার দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হইতে দেখিয়াছে। লোকটির মুখখানিতে যুদ্ধের নানা ক্ষতচিহ্ন ও তাহার পাশবিক প্রবৃত্তির ছাপ পরিস্ফুট। তাহার পেশীবহুল দেহ, বৃষস্কন্ধ ও রুক্ষ ক্রূরমূর্তি দেখিলেই মনে শঙ্কা জাগে। বেন-হুরের মনে হইল তাহারা দুইজনে তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে। সে দেখিল, এই ভীষণদর্শন দৈত্যটির তরুণ সঙ্গীর আকৃতি কতকটা য়িহুদির মত এবং বয়সেও সে তরুণ।

সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া বেন-হুরের মনে আর সন্দেহ রহিল না যে, তাহাকে এই প্রাসাদে ভুলাইয়া আনা হইয়াছে। এখানে কেহ তাহাকে সাহায্যও করিতে পারিবে না। সকলের অলক্ষ্যে তাহাকে এই নির্জন কক্ষে অসহায় ভাবে মরিতে হইবে।

সে তৎক্ষণাৎ তাহার উপরের পোষাক খুলিয়া তাহার শত্রুদের মতোই ছোট টিউনিক পরিয়া দেহেমনে প্রস্তুত হইল এবং হাত দু'খানি বুকের উপর রাখিয়া, স্তম্ভে হেলান দিয়া শান্তভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।
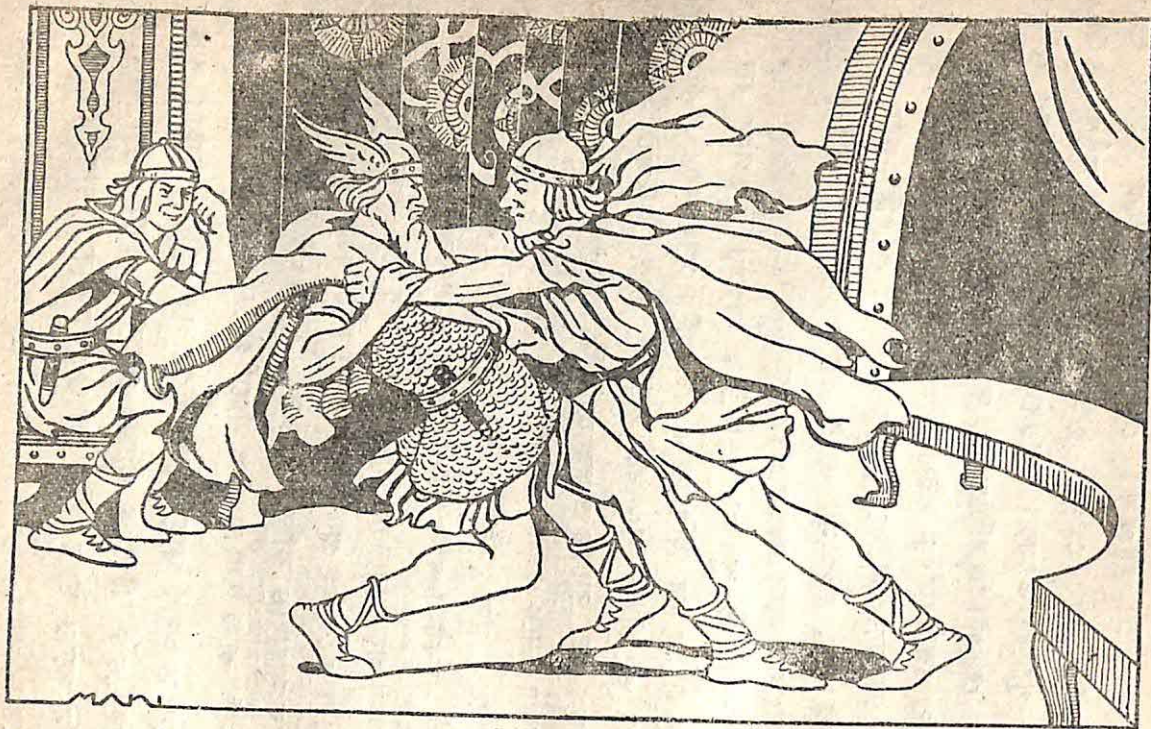
দু'জনকেই দেখাইতে লাগিল সমশক্তিশালী। পৃঃ ১২৫

এদিকে তাহারা দুইজনে অগ্রসর হইতেছে।

বেন-হুর স্তম্ভের কাছ হইতে সরিয়া গিয়া বলিল—"শোনো একটা কথা।"

তাহারা দুইজনে দাঁড়াইল।

সেই দৈত্যটিও বুকের উপর তাহার স্থূল ও প্রকাণ্ড হাত দুইখানি রাখিয়া বলিয়া উঠিল—"একটা কথা! একটা কথা! বেশ বল…"

—"তোমরা আমাকে খুন করবার জন্যে এসেছো ?

—"হাঁ।"

—"তাহলে ঐ লোকটাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দাও।"

দৈত্যটির চোখে কৌতুকের আলো ফুটিয়া উঠিল। সে তাহার সঙ্গীকে কি বলিল; সঙ্গী তাহার উত্তর দিল। তারপর বেন-হুরের প্রস্তাবের উত্তরে সে বলিল—"আমি যতক্ষণ আরম্ভ করতে না বলি, অপেক্ষা কর।"

সে পায়ের সাহায্যে একটা কাউচ সরাইয়া আনিয়া ধীরে-সুস্থে তাহার উপর বসিয়া একটু আরাম করিতে করিতে বলিল—"এবার আরম্ভ কর।"

বিনা আড়ম্বরে বেন-হুর তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"আত্মরক্ষা কর।"

লোকটা তৎক্ষণাৎ হাত দু'খানা বাড়াইয়া দিল।

দু'জনকেই দেখাইতে লাগিল, সমশক্তিশালী। লোকটার মুখে জয়ের সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতীতির মৃদুহাসি। সে যদি জানিত, বেন-হুর কৌশলী যোদ্ধা, তাহা হইলে সতর্ক হইতে পারিত। তবে দুইজনেই জানিত, তাহাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হইবে ভয়ঙ্কর…একজনকে প্রাণ দিতে হইবে।

বেন-হুর তাহার দক্ষিণ হাত দিয়া আঘাতের ভান করিতে লাগিল ; তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বামহাতখানি ঈষৎ বাড়াইয়া তাহার আঘাত ফিরাইয়া দিতে লাগিল। তারপর সে সতর্ক হইতে না হইতে বেন-হুর তাহার হাতের মণিবন্ধটি লৌহমুষ্টিতে এমন চাপিয়া ধরিল যে, সে তাহা একটুও শিথিল করিতে পারিল না। তিন বৎসর দাঁড় টানিবার ফলে বেন-হুরের মুষ্টি হইয়াছিল এই রকম পাক-সাঁড়াশির মত। তারপর বেন-হুর তাহাকে আর এক মুহূর্তও অবসর দিল না। কৌশলে তাহাকে ঘুরাইয়া বাম হাত দিয়া তাহার কানের নীচে গলায় এমন প্রবল আঘাত করিল যে, লোকটা সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল, আর উঠিল না।

বেন-হুর তাহার দ্বিতীয় শত্রুটির দিকে ফিরিল। লোকটির নাম থর্ড।

সে বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"কি? দেবতা আরমিনের দাড়ির শপথ!" তারপর হাসিয়া উঠিল। "আমি নিজেও এর চেয়ে ভাল করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করতে পারতাম না।"

সে বেন-হুরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল ; তারপর বলিল—"এ তো আমার প্যাঁচ। রোমের বিদ্যালয়ে আমি দশ বছর অভ্যাস করেছি। তুমি য়িহুদি নও। তুমি কে?"

—"তুমি এরিয়াসকে জানতে?"

—"কুইনটাস এরিয়াস? হাঁ; তিনি আমার মুরুব্বি ছিলেন।"

—"তাঁর একটা ছেলে ছিল।"

থর্ডের ক্ষত-বিক্ষত রুক্ষমূর্তি ঈষৎ কোমল হইল। বলিল,—"হাঁ,

ছেলেটাকে আমি জানতাম। ছেলেটা চেষ্টা করলে রোমের সব চেয়ে সেরা যোদ্ধা হতে পারত। সীজার তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। যে প্যাঁচটা তুমি একটু আগে কষলে, ওটা আমি তাকে শিখিয়েছিলাম। আমার মত শক্তসবল হাত না হলে ও-প্যাঁচ কষা অসম্ভব। ওটার সাহায্যে আমি অনেক যুদ্ধে জয়ী হয়েছি।"

—"আমিই এরিয়াসের সেই ছেলে।"

থর্ড সরিয়া আসিল এবং বেন-হুরকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তারপর পরমানন্দে তাহার চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"সে বলেছিল, আমি এখানে একটা য়িহুদি···য়িহুদি কুকুরকে দেখতে পাব। য়িহুদিকে খুন করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হ'ন।"

বেন-হুর তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"কে বলেছিল?"

—"সে···মেসালা···হা···হা···হা···"

—"কখন?"

—"কাল রাত্রে।"

—"আমি মনে করেছিলাম, সে আহত হয়েছে।"

—"সে আর হাঁটতে পারবে না। সে বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় চেঁচাতে চেঁচাতে বলেছিল।"

বেন-হুরের মনে একটি কথার উদয় হইল; সে বলিল—"আমাকে খুন করার জন্যে সে তোমাকে কি দিতে চেয়েছে?"

—"হাজার টাকা।"

—"তুমি তা এখনই পাবে; আমি যা বলি তাই কর। ঐ সঙ্গে আমি তোমাকে আরও তিন হাজার টাকা দেব।"

—"ওটা চার হাজার কর···আমি তোমার পক্ষ নেব···চার হাজার কর···যদি বল সেই মিথ্যাবাদীটার মুখে হাত চাপা দিয়ে মেরে ফেলব।" বলিয়া সে নিজের মুখের উপর হাত চাপা দিয়া দেখাইল।

—"আমি চার হাজারই দেব। তোমাকে তার জন্যে রক্তপাত করতে হবে না। এখন শোন। তোমার এই সঙ্গীটি আমার মত দেখতে নয় কি?"

—"আমি বলি, একই গাছের দুটো ফল।"

—"যদি আমি ওকে আমার পোশাক পরিয়ে, ওর পোশাক আমি পরে ওকে এখানে রেখে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যাই, তাহলে কি তুমি মেসালার কাছ থেকে টাকাগুলো আদায় করতে পারবে না? মেসালার মনে এই বিশ্বাস এনে দিও যে, আমি মারা গেছি।"

থর্ড এমন হাসিতে লাগিল যে, তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে বলিল—"এত সহজে কখনো পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করা যায়নি। আমি রোমে গিয়ে মদের দোকান খুলব। তার নাম হবে—'থর্ড, উত্তরদেশীয়।' তুমি আমার দোকানে যেতে ভুলো না।"

তারপর দুইজনে ব্যবস্থামত বাহির হইয়া গেল। ঠিক হইল, বেন-হুরের লোক গিয়া রাত্রে থর্ডকে চার হাজার টাকা দিয়া আসিবে। পথে দুইজনে বিদায় লইল।

থর্ড বলিল—"এরিয়াস! রোমের সারকাসের কাছে হবে আমার দোকান। তুমি যেতে ভুলো না। দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন।"

বেন-হুর চলিতে লাগিল। তাহার মৃত শত্রুটা দেখিতে ঠিক তাহারই মত। এখন, থর্‌ড আসল কথাটা গোপন রাখিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

রাত্রে বেন-হুর সাইমনাইডিসের কাছে সকল ঘটনা বর্ণনা করিল। স্থির হইল, কয়েকদিন পরে এরিয়াসের পুত্রের সন্ধান করা হইবে। প্রসঙ্গতঃ ব্যাপারটা ম্যাকসেনটিয়াসের নিকটেও উপস্থিত করা হইবে। থর্‌ড যদি রহস্যটা প্রকাশ না করে, তাহা হইলে মেসালা এবং গ্রেটাস খুশী ও শান্ত হইয়া থাকিবে। এই সুযোগে বেন-হুর জেরুজালেমে গিয়া তাহার মাতা ও ভগিনীর অন্বেষণ করিবে।

রাত্রে বেন-হুর যাত্রা করিল। যাইবার সময় সে এসথারকে বলিল—"যদি আমার মাকে জেরুজালেমে পাই, তাহলে তুমি তাঁর কাছে গিয়ে থাকবে; তুমি টিরজার বোন হবে।"

এসথারের মনের ইচ্ছা সে বেন-হুরকে বিবাহ করে। সেইজন্য সে বেন-হুরের প্রস্তাবে খুশীই হইল।

বেন-হুর নদী পার হইয়া ইলদারিমের পূর্ব বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। শেখ তাহার জন্য একটা ঘোড়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ঘোড়াটিকে বাহির করিয়া আনিয়া শেখের আরবীয় ভৃত্য বলিল—"এই ঘোড়াটা আপনার।"

বেম-হুর ঘোড়াটির দিকে তাকাইয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইল। ঘোড়াটি আলডিবারান···সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ও তেজী। শেখ ঘোড়াটিকে বড় ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ বেন-হুরকে কতখানি যে ভালবাসেন, তাহা এই মহামূল্য উপহারের দ্বারাই সূচিত হইল।

সে ঘোড়ায় উঠিয়া জেরুজালেমের পথে যাত্রা করিল।

অপর দিকে সেই মৃতদেহটিকে বাহির করিয়া রাত্রে গোপনে সমাধিস্থ করা হইল।

মেসালা গ্রেটাসকে লিখিয়া পাঠাইল—"এবার নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বেন-হুর মারা গিয়াছে।"

আর, থর্‌ড রোমে গিয়া সারকাস ম্যাকসিমাসের কাছে একটি মদের দোকানে খুলিয়া তাহার নাম দিল,—'থর্‌ড, উত্তরদেশীয়।'

উনত্রিংশ

বেন-হুর আন্‌টিয়ক হইতে যেদিন চলিয়া যায়, তাহার ত্রিশ দিন পরের কথা। ইতিমধ্যে তাহার ভাগ্যগুণে এক প্রকাণ্ড পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাসের স্থানে আসিয়াছে, পন্‌টিয়াস পাইলেট।

সে সময়ে রোমে সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন, সিজেনাস। গ্রেটাসকে সরাইবার জন্য সাইমনাইডিস তাঁহাকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়াছিলেন। সাইমনাইডিসের এরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মাতা ও ভগ্নীকে অন্বেষণ করিবার সময় বেন-হুরের পরিচয় যেন প্রকাশিত না হইয়া পড়ে। এই উৎকোচের টাকা সাইমনাইডিস সংগ্রহ করিয়াছিল ঘোড়দৌড়ের বাজিতে, মেসালার বন্ধু ড্রসাস ও আরও কয়েকজনকে পরাজিত করিয়া।

পাইলেট জুডিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রথমেই একটি সৎকাজ করিলেন। জুডিয়ার বন্দিশালাগুলি পরীক্ষা করিয়া সমস্ত

বন্দীদের নাম ও তাহারা কি দোষে শাস্তি পাইয়াছে, সে সম্বন্ধে একটি বিবৃতি লিখিয়া পাঠাইবার জন্য কারাধ্যক্ষদের আদেশ দিলেন। ফলে, যে তথ্য উদ্ঘাটিত হইল, তাহা বিস্ময়কর। শতশত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই ছিল না; আর এমন অনেককে বাহির করা হইল, যাহাদের অনেক দিন পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া লোকে মনে করিত ; আবার, ইহার চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিল অন্ধকূপগুলিতে। এগুলির কথা লোকের জানা ছিল না। কর্তৃপক্ষ এগুলির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে একটির বিষয় আমরা বর্ণনা করিব। ইহা ঘটে জেরুজালেমে।

আন্‌টনিয়া দুর্গটি গ্রেটাসের শাসন-ব্যবস্থায় হইয়া উঠিয়াছিল সৈন্যাবাস এবং রাজদ্রোহীদের পক্ষে ভূ-নিম্নস্থ ভয়ঙ্কর কারাগার। এখান হইতে সৈন্যদল যখন বিদ্রোহ দমন করিতে যাইত, তখন জন-সাধারণকে যে নির্যাতন ভোগ করিতে হইত, তাহা অবর্ণনীয়; আবার, যদি কোন য়িহুদি বন্দী হইয়া সেখানে যাইত, তাহা হইলে তাহার দুঃখের সীমা থাকিত না।

আন্‌টনিয়া দুর্গেও পাইলেটের আদেশ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পালিতও হইয়াছিল।

শেষ হতভাগ্যটিকে পরীক্ষার পর দুইদিন অতিবাহিত হইয়াছে। অধ্যক্ষের টেবিলে তাহার সম্বন্ধে লিখিত বৃত্তান্তটি পড়িয়া আছে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহা পনটিয়াস পাইলেটের কাছে পাঠানো হইবে। তিনি জিওন-শৈলের প্রাসাদে কিছুকালের জন্য অবস্থান করিতেছেন।

একটি কক্ষের দ্বার-পথে একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইয়া

একগোছা চাবির শব্দ করিতে লাগিল। চাবিগুলির প্রত্যেকটি এক একটি হাতুড়ির মত ভারী। শব্দে তৎক্ষণাৎ অধ্যক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

তিনি বলিলেন—"গেসিয়াস! ভিতরে এস।"

যে-টেবিলের পিছনে ইজি-চেয়ারে অধ্যক্ষ বসিয়াছিলেন, আগন্তুক তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই, সেখানে যাহারা ছিল, সকলে তাহার মুখের দিকে তাকাইল; এবং তাহার মুখে শঙ্কা ও বেদনার ছায়া লক্ষ্য করিয়া তাহার কথা শুনিবার প্রতীক্ষায় রহিল।

সে বলিল—"হুজুর! আজ থেকে আট বছর আগে ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাস আমাকে এক দুর্গের বন্দি-রক্ষক নিযুক্ত করেন। যেদিন আমি কাজের ভার নি, সেই দিনটির কথা আমার আজও মনে আছে। তার আগের দিন খুব দাঙ্গা হয়। পথে পথে যুদ্ধ হয়েছিল। আমরা অনেক য়িহুদিকে মেরে ফেলি। আমাদেরও দুঃখ ভোগ করতে হয়। ব্যাপারটা ঘটে গ্রেটাসকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটা বাড়ির ছাদ থেকে একখানা টালি-ভাঙ্গা ছুঁড়ে মারা থেকে। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান। হুজুর! আপনি যেখানে বসে আছেন, তাঁকেও ঠিক এখানে বসে থাকতে দেখলাম···মাথায় ব্যান্‌ডেজ বাঁধা।

"তিনি আমাকে বললেন—'তুমি বন্দি-রক্ষক নিযুক্ত হয়েছ।' তারপর আমাকে এই চাবিগুলো দিলেন। এর এক একটা চাবি এক একটা অন্ধকূপের। চাবিগুলো দিয়ে বললেন—'এই হ'ল তোমার ব্যাজ। হারিয়ো না···কাউকে দিওনা।' তাঁর টেবিলের ওপর এক-তাড়া পারচমেন্‌ট ছিল। তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে তাড়াটা খুলে বললেন—'এইগুলো হচ্ছে অন্ধকূপগুলোর নক্সা।' তিনখানা

নক্সা ছিল। তিনি বলে যেতে লাগলেন—'এখানা হচ্ছে, উপরতলার ঘরগুলোর নক্সা, দ্বিতীয়খানা হচ্ছে, দ্বিতীয়-তলার, আর এই শেষখানা হচ্ছে, একেবারে নীচের তলার। এগুলোর ভার তোমার ওপর দিলাম।'

"আমি তাঁকে অভিবাদন করে ফিরে যাচ্ছি, তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গেলে বললেন—'আমি ভুলে যাচ্ছি; আমাকে শেষতলার নক্সাখানা দাও।' আমি নক্সাখানা তাঁকে দিতে তিনি সেখানে টেবিলের ওপর মেলে ধরে বললেন—'এই যে, গেসিয়াস, এই কক্ষটা দেখ।' পাঁচ নম্বর লেখা কক্ষটির ওপর তিনি আঙুল রেখে বললেন—'এই ঘরে তিনটে লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এরা হচ্ছে দুর্বৃত্ত। কোন রকমে গোপনীয় রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারের খবর সংগ্রহ করেছে। এই কৌতূহলের ফলও এরা তাই ভোগ করেছে। কাজটা যার-পর-নাই ভয়ঙ্কর অপরাধ। সেইজন্যে এদের জিভ কেটে, চোখ কানা করে, চিরজীবনের মত বন্দী করে রাখা হয়েছে। এদের খাদ্য আর পানীয় ছাড়া অন্য কিছুই দেওয়া হবে না। তাও দেওয়ালের গায়ে যে গর্ত আছে, তার ভেতর দিয়ে দিতে হবে। গর্তটা দেওয়ালের গায়ে ঢাকনি দিয়ে ঢাকা দেখতে পাবে। শুনছ, গেসিয়াস!'

"আমি উত্তর দিলাম—'বেশ।' তিনি বলে যেতে লাগলেন—'আর একটা জিনিস তোমাকে মনে রাখতে হবে, না হলে…' বলিতে বলিতে গ্রেটাস আমার দিকে রক্তচোখে তাকালেন। 'তাদের কক্ষের দরজা…পাঁচ নম্বর কক্ষ…ঐ একই তলায়…কোন কারণে কখনো খোলা হবে না। কেউ তার ভেতরে যেতে পারবে না বা তার ভেতর থেকে বেরিয়েও আসতে পারবে না, এমন কি তুমিও না।

গেসিয়াস, এই কক্ষটার····' ব'লে তিনি আমার যাতে মনে থাকে, সেইজন্য ঐ বিষয়ে কক্ষটিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কিন্তু যদি তারা মরে যায়?' তিনি বললেন—'যদি তারা মরে কক্ষটি হবে তাদের সমাধি। তাদের ঐখানে মরবার জন্যেই রাখা হয়েছে। কক্ষটা কুষ্ঠের বিষে ভরা। বুঝলে?' তারপর তিনি আমাকে যাবার অনুমতি দিলেন।"

গেসিয়াস নিরস্ত হইয়া তাহার পোশাকের ভিতর হইতে তিনখানি পার্চমেণ্ট টানিয়া বাহির করিল। বহুদিনকার পুরাতন পার্চমেণ্ট-গুলির রঙ হলুদ হইয়া গিয়াছে। সেগুলির মধ্যে হইতে একখানি পার্চমেণ্ট বাছিয়া লইয়া গেসিয়াস সেখানি অধ্যক্ষের সম্মুখে টেবিলের উপর মেলিয়া বলিল—"এইটে হচ্ছে নীচের তলা।"

• সকলে সেইদিকে তাকাইলেন।

—"হুজুর, আমি গ্রেটাসের কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম, তা এই। এটা ঠিক নক্সা নয়। এতে পাঁচটা কক্ষ দেখা যাচ্ছে; কিন্তু আসলে আছে ছ'টা।"

—"ছটা?"

—"তলাটা আসলে কি রকম তা আমি দেখাচ্ছি···" বলিয়া গেসিয়াস একখানি নক্সা আঁকিয়া অধ্যক্ষকে দেখাইল।

অধ্যক্ষ নক্সাটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"তুমি ভালই করেছ। আমি নক্সাখানা সংশোধন করে দেব। বরং একখানা নতুন নক্সা আঁকিয়ে তোমাকে দেওয়াব। কাল সকালে এসো।"

—"হুজুর! আরও শুনুন। শুনে আপনি বিচার করে দেখুন। আমি কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পাঁচ নম্বর ঘরের হতভাগ্যদের কাল

দেখতে গেলাম। বড় আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তারা এতদিন পর্যন্ত বেঁচে আছে। কিন্তু তালায় চাবি ঘুরল না। আমরা একটু টানতেই দরজাটি পড়ে গেল। কব্জাগুলো মরচে ধরে ক্ষয়ে গিয়েছিল। ভিতরে গিয়ে আমি একটা লোককে দেখতে পেলাম··· লোকটা বৃদ্ধ, অন্ধ, জিহ্বাহীন ও উলঙ্গ; তার চুলগুলো জটার মত কোমরের নীচে অবধি পড়েছে। তার গায়ের চামড়া হয়ে গেছে পার্চমেণ্টের মত। সে হাতদু'খানা বাড়িয়ে দিল। দেখলাম, নখগুলো বড় হয়ে পাখীর নখের মতো বেঁকে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তার সঙ্গীরা কোথায়? সে ঘাড় নেড়ে জানাল, জানে না। সঙ্গীদের খুঁজে পাব মনে করে আমরা কক্ষটা খুঁজে দেখলাম। কারণ, যদি কক্ষটার মধ্যে তিনটি লোককে বন্দী করে রাখা হয়, আর তাদের মধ্যে দু'জন মারা গিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের কঙ্কাল পড়ে থাকবে। বন্দীটা জানত; সে আকুলতার সঙ্গে আমার হাত ধরে দেওয়ালের গায়ে একটা ছিদ্রের কাছে আমাদের নিয়ে গেল। এই রকম একটা ছিদ্র দিয়েই আমরা তার খাদ্য-পানীয় দিতাম। আমার হাতখানা তেমনই ধরে সে ছিদ্রে মুখ লাগিয়ে পশুর মত চীৎকার করে উঠল। ভিতর থেকে অস্পষ্টভাবে একটা শব্দ এল।

"আমি বিস্মিত হয়ে তাকে সেখান থেকে টেনে ভেতরে সরিয়ে দিয়ে ছিদ্রটার মুখে মুখ রেখে ডাকলাম—'ভেতরে কে?'

"প্রথমে কোন উত্তর শুনতে পেলাম না; আবার ডাকলাম। তখন শুনতে পেলাম, কে যেন বলে উঠলো—'হে ভগবান, তোমাকে ধন্যবাদ।' হুজুর! সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সেই গলার স্বর

স্ত্রীলোকের। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি কে?' সে বললো—'য়িহুদি নারী। আমার মেয়ের সঙ্গে এখানে বন্দী হয়ে আছি। আমাদের শীঘ্র সাহায্য কর; না হলে মরে যাব।' আমি তাদের আশ্বস্ত করে আপনার মত কি জানতে এসেছি।"

অধ্যক্ষ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—"তুমি ঠিক বলেছ, গেসিয়াস; নক্সাটা ভুল, আর ঐ তিনটে লোকের বৃত্তান্তও মিথ্যে।"

—"হাঁ। আমি সেই বন্দীটার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, ও যে-খাদ্য-পানীয় পেত, তা নিয়মিতভাবে স্ত্রীলোক দুটিকে দিত।"

—"চল সকলে স্ত্রীলোক দুটিকে উদ্ধার করি।"

গেসিয়াস বলিল—"আমাদের দেওয়াল ভেদ করতে হবে। কেননা, যেখানে দরজা ছিল, সেখানে পাথর দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।"

—"মজুরদের ডেকে পাঠাও—শীঘ্র।"

তারপরই অধ্যক্ষ সকলকে লইয়া সেদিকে চলিয়া গেলেন।

ত্রিশ

অন্ধকূপের ছিদ্র দিয়া গেসিয়াস যে নারীটির কথা শুনিতে পাইয়াছিল, তিনি হইতেছেন বেন-হুরের মাতা। তাঁহার সহিত ছিল বেন-হুরের ভগ্নী, টিরজা।

গ্রেটাস আট বৎসর পূর্বে তাঁহাদের দুইজনকে এই দুর্গে বন্দী করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চাহেন। এখানে রাখিবার

প্রথম উদ্দেশ্য এই যে, স্থানটি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং ছয় নম্বর কক্ষটির কথা লোকে সহজেই ভুলিয়া যাইবে ; দ্বিতীয়তঃ, কক্ষটি ছিল কুষ্ঠরোগের বিষে ভরা। এখানে থাকিলে তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। সেইজন্য ক্রীতদাসদের সাহায্যে তাঁহাদের দুইজনকে রাত্রে নীচে লইয়া যাওয়া হয়। এই ব্যাপারের তখন কোন সাক্ষীও ছিল না। সেই ক্রীতদাসরাই তাঁহাদের কক্ষে পুরিয়া দেওয়াল গাঁথিয়া দেয়। তারপর তাহাদের সকলকে এমন স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়, যে-স্থান হইতে তাহাদেরও আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

তারপর গ্রেটাস পুরাতন বন্দি-রক্ষককেও সরাইয়া তাহার স্থলে গেসিয়াসকে নিযুক্ত করেন। পুরাতন রক্ষক যে গ্রেটাসের এই ভয়ঙ্কর কার্যের সাক্ষী ছিল, তাহা নয়। অন্ধকূপগুলির বিষয় তাহার জানা ছিল মাত্র। তাহার জানা ছিল বলিয়া গ্রেটাসের আশংকা ছিল ভিতরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সে একদিন না একদিন জানিতে পারিবেই। সেইজন্য গ্রেটাস তাহাকেও সরাইয়া অন্ধকূপগুলির নূতন নক্সা আঁকিয়া গেসিয়াসকে দেন। সেদিন হইতে ছয় নম্বর কামরা ও তাহার ভিতরে যাহারা ছিল, তাহাদের চিহ্নও মুছিয়া যায়।

হতভাগিনী মাতা ও কন্যা এই ভয়ঙ্কর কক্ষে সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল কাটাইয়াছে। গেসিয়াস তাহাদের বলিয়া গেল—"ভয় নেই। আমি আসছি।"

এত কাল পরে তাহাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহারা মুক্ত হইবে। মৃত্যুভয় ভুলিয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বেদনা বিস্মৃত হইয়া মাতা ও কন্যা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া মেঝেয় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহারা শুনিতে পাইল, দেওয়ালের আর এক অংশে আঘাতের শব্দ হইতেছে···

ঐ মজুরদের কথা-বার্তা শোনা যাইতেছে। তারপরই একটা ফাটলের ফাঁকে মশালের লাল আলোক-রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। শেষে দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়া উঠিল দরজা। সেই পথে চুন-বালি-ধূলা-মাখা একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে জ্বলন্ত মশাল। তাহার পিছন পিছন আরও দুই-তিনজন ভিতরে প্রবেশ করিল এবং অধ্যক্ষের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

অধ্যক্ষ ভিতরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু বেশি দূর গেলেন না, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেননা, বন্দিনী দুইজন তাঁহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেল···ভয়ে নয়, লজ্জায়; কেবল যে লজ্জায়, তাহাও নয়; অধ্যক্ষ অন্তরাল হইতে তাহাদের এই করুণ ও ভয়ঙ্কর কথা কয়টি বলিতে শুনিলেন—"আমাদের কাছে আসবেন না··· আমরা অপবিত্র! অপবিত্র!"

বেন-হুরের মা ও টিরজা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে··· তাহাদের সারা দেহ বিকৃত ও ক্ষতপূর্ণ।

অধ্যক্ষ বলিল—"তোমাদের কাহিনীটা আমি শুনতে চাই··· তোমাদের নাম···কে তোমাদের এখানে এনেছে···কেন এনেছে?"

বেন-হুরের মা তাহাদের পরিচয় দিয়া বলিল—"আমরা কেন যে এখানে এসেছি···জানি না···ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাস জানে।"

কক্ষের বাতাস দুর্গন্ধে ও মশালের ধোঁয়ায় ভারী হইয়া গেল। অধ্যক্ষ তবুও সেখানে দাঁড়াইয়া একজন মশলাধারীকে তাঁহার পাশে ডাকিয়া লইয়া বেন-হুরের মাতা যাহা বলিল, তাহার প্রত্যেকটি

কথা লিখাইয়া লইলেন। তারপর বলিলেন—"বাছা, আমি এর প্রতিকার করছি। তোমাকে খাদ্য এবং পানীয়, পোশাক, বিশুদ্ধ হবার জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

—"ভগবান মঙ্গলময়। তিনি আপনাকে শান্তি দান করুন।"

অধ্যক্ষ আবার বলিলেন—"তারপর···আমি তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করতে পারবো না। প্রস্তুত হও। আজ রাত্রে দুর্গ-তোরণের বাইরে তোমাদের পাঠিয়ে দিয়ে মুক্তি দেব। আইনের বিষয় তুমি অবগত আছ। বিদায়।"

অধ্যক্ষ তাঁহার লোকজনের সহিত দুই-একটা কথা বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই কয়েকজন ক্রীতদাস একটি প্রকাণ্ড পাত্রে ঔষধ-মিশ্রিত জল, একটি শূন্য পাত্র, একখানি গামছা, একখানি বারকোশে কিছু মাংস ও রুটি এবং নারীর পোশাক লইয়া আসিল। সেগুলি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়াই তাহারা পলাইল।

তারপর···রাত্রি তখন প্রায় গভীর হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের দুইজনকে দুর্গতোরণে লইয়া গিয়া পথে বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

আকাশে পূর্বের মতই নক্ষত্রদল আনন্দে ঝলমল করিতেছে। বহুকাল পরে দুইজনে সেদিকে তাকাইল, তারপর মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"এখন কোথায় যাব?"

একত্রিশ

ইলদারিমের সহিত মরুভূমিতে থাকিবার কালে, এক সন্ধ্যায় একজন বার্তাবহ আসিয়া বেন-হুরকে সংবাদ দেয়, গ্রেটাসকে সরাইয়া তাহার স্থানে পনটিয়াস পাইলেটকে পাঠানো হইয়াছে। গ্রেটাসের এখন কোন ক্ষমতা নাই। সে চলিয়া গিয়াছে।

এই অবস্থায় তাহার মাতা ও ভগ্নীর অন্বেষণ অবিলম্বে করিতে হয়। এখন আর ভয় করিবার কারণ নাই। যদি সে নিজে জুডিয়ার কারাগারে না যাইতে পারে, তাহা হইলে সে তাহাদের দু'জনকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবে।

তারপর মানসিক শান্তি লাভ করিলে ব্যালথ্যাজারের মুখে যে রাজার আবির্ভাবের কথা শুনিয়াছে, তাঁহার কাজে সে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবে।

সে তৎক্ষণাৎ সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিল। ইলদারিমের সহিত পরামর্শ করিলে তিনিও তাহাতে সম্মতি দিলেন। তাহার সহিত জেরুজালেমে ম্যালাচের মিলিত হইবার কথা।

সে সাইমনাইডিসের কাছে শুনিয়াছিল, আমরাহ বাঁচিয়া আছে। সে হুরদের পরিত্যক্ত প্রাসাদে বাস করিতেছিল। সাইমনাইডিস নিয়মিত ভাবে তাহাকে খাদ্যাদি যোগাইয়া আসিতেছে। গ্রেটাস বহু চেষ্টা করিয়াও প্রাসাদখানিকে বিক্রয় করিতে পারে নাই। সকলেই তাহার ন্যায্য অধিকারীর কথা জানিত বলিয়া প্রাসাদখানি কেহই ক্রয় করিতে রাজী হয় নাই।

লোকে প্রাসাদটির নাম দিয়াছিল—হানাবাড়ি। তাহাতে ভূত

বাস করিত না সত্য, কিন্তু আমরাহ ছিল তাহার ভিতর দেহের মধ্যে আত্মার মতো।

বেন-হুর যদি সেখানে তাহাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে মনে কিছু পরিমাণও শান্তি লাভ করিবে। সে তাই প্রথমে আমরাহর সন্ধানেই জেরুজালেমে তাহাদের পুরাতন গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল।

সে অলিভ-শৈলের চূড়ায় উঠিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। নীচে নামিয়া একটি গ্রাম ও একটি ছোট নদী পার হইবার সময় একজন মেষপালকের সহিত তাহার দেখা হইল। লোকটি একপাল মেষ লইয়া নগরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য যাইতেছিল। তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে সে তোরণ দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তারপর যখন তাহার সঙ্গীর কাছ হইতে বিদায় লইল, তখন অন্ধকার। সে দক্ষিণমুখে একটি অপরিসর গলিতে প্রবেশ করিল।

নগরে প্রবেশ করিবার আগে—সে মনে করিয়াছিল, সরাইয়ে আশ্রয় লইবে। কিন্তু এখন আর নিজেকে সে সংযত করিতে পারিল না। তাহার অন্তর তাহাকে নিজের গৃহের দিকে টানিতে লাগিল।

যে দুই-একজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল, তাহারা না চিনিয়াই তাহাকে সেই পুরাতন কায়দায় সেলাম করিয়া গেল। আজ তাহা বড় মধুর বোধ হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পূর্বদিক রূপালি আলোয় উজ্জ্বল হইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সে তাহাদের গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইল।

সেই ভয়ঙ্কর দিনটির পর হইতে কেহ গৃহের ভিতর প্রবেশ করে নাই বা ভিতর হইতে বাহিরে আসে নাই। সে কি দরজায় ধাক্কা

দিবে ? সে জানিত, তাহা বৃথা। তবুও সে আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। আমরাহ হয়ত শুনিতে পাইবে এবং ঐ দিকের জানালা দিয়া তাকাইবে।

পথ হইতে একখানি পাথর কুড়াইয়া লইয়া সে প্রশস্ত পাষাণ সোপানশ্রেণীতে উঠিয়া দরজায় তিনবার তাহা দিয়া আঘাত করিল। ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল। সে আবার আঘাত করিল। এবার আগের চেয়ে জোরে। কিন্তু কেহই সাড়া দিল না।

সে পথের উপর দিয়া জানালাগুলির দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল; তারপর সে একে একে গৃহখানির সমস্ত দিক, জানালা ও ছাদ লক্ষ্য করিল। কেহ কোথাও নাই, একটি ছায়ামূর্তিও নড়িতেছে না। আকাশে চাঁদখানি উজ্জ্বল হইয়া আছে; জ্যোৎস্নায় চারিদিক উদ্ভাসিত।

বেন-হুর সোপানের উপর বসিল। ক্রমে গ্রীষ্মের প্রখর তাপ ও পথশ্রমের ক্লান্তি তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল। সে সেইখানেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে আনটোনিয়া দুর্গের দিক হইতে দুইটি স্ত্রীলোক হুরদের প্রাসাদের দিকে আসিতেছিল। তাহারা নিঃশব্দে ও গোপনে কুণ্ঠিতপদে অগ্রসর হইতেছে এবং মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছে। এক জায়গায় আসিয়া একজন অপরজনকে বলিল—"টিরজা! এই সেই বাড়ি—"

টিরজা সেদিকে একবার তাকাইয়া তাহার মাতার একখানি হাত ধরিয়া তাহার গায়ে হেলিয়া দাঁড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতাও দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর শান্ত হইবার

চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—"চল এগিয়ে যাই, টিরজা। নইলে সকাল হলে সরকারী লোকেরা আমাদের নগর-তোরণের বাইরে চিরদিনের মতো রেখে আসবে।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে টিরজার হাত চাপিয়া ধরিল; এবং দেওয়ালের পাশে পাশে গৃহখানির পশ্চিম কোণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। সেদিকে কাহাকেও দেখা যাইতেছে না; দুইজনে সেখান হইতে অপর কোণে গিয়া সেইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু জ্যোৎস্না দেখিয়া পিছাইয়া আসিল।

গৃহখানির দক্ষিণের সমস্ত সম্মুখভাগ ও পথের কিছু অংশ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। মাতা পিছনে ও পশ্চিম দিকের জানালাগুলির দিকে একবার তাকাইয়া টিরজাকে টানিতে টানিতে জ্যোৎস্নায় আসিয়া দাঁড়াইল।

তারপর বলিল—"চুপ! কে যেন পৈঠার ওপর শুয়ে আছে! একটা লোক। লোকটা ঘুমোচ্ছে, টিরজা।"

সেই মুহূর্তে লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল এবং মাথার রুমালখানি এমনভাবে সরাইল যে, তাহার মুখখানি চাঁদের আলোর দিকে উন্মুখ ও স্পষ্ট হইয়া রহিল।

তাহার দিকে তাকাইয়া সে চমকিত হইল। একটু ঝুঁকিয়া আবার তাহার দিকে তাকাইল এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত-দু'খানি যুক্ত করিয়া আকাশের দিকে নীরবে চোখ তুলিল। এইভাবে মুহূর্তের জন্য থাকিয়া তারপর টিরজার কাছে ছুটিয়া গেল।

এমনভাবে টিরজার কানে কানে কথা কয়টি বলিল যে, তাহা
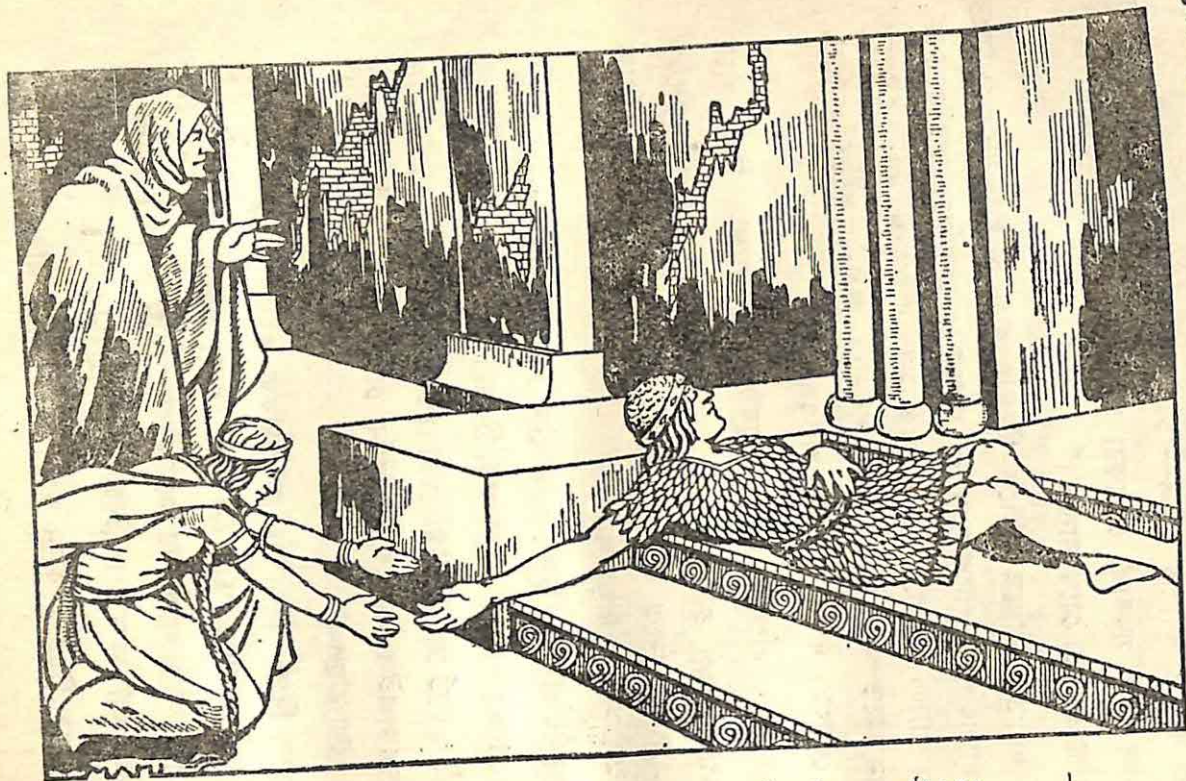
“টিরজা ! সরে এস · সরে এস···আমরা অপবিত্র···কুষ্ঠরোগী” —পৃষ্ঠা ১৪৫

শুনিয়া মনে ভয়ের সঞ্চার হয়—"টিরজা! ভগবান যেমন সত্য, তেমনি সত্য ঐ লোকটি···আমার পুত্র···তোমার ভাই····"

—"আমার ভাই! জুডা?"

লোকটির একখানি হাত সোপানের উপর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। হাতের তালুটি ছিল উপর দিকে। টিরজা জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল এবং হাতখানিতে সে সস্নেহে চুম্বনও দান করিতে যাইতেছিল। কিন্তু মাতা তাহাকে টানিয়া লইল।

তাহার কানে কানে বলিল—"টিরজা! সরে এস সরে এস··· আমরা অপবিত্র····কুষ্ঠরোগী···"

টিরজা ভয়ে পিছাইয়া আসিল, যেন বেন-হুরই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

বেন-হুরকে দেখিয়া মাতা ও ভগ্নীর অন্তর দুঃখে, বেদনায়, আনন্দে ফাটিয়া যাইবার মত হইল। কিন্তু হায়! তাহারা আজ তাহাদের নিতান্ত আপন জনের সম্মুখেও দাঁড়াইতে পারিবে না।

মাতা টিরজাকে ইঙ্গিতে ডাকিল এবং দুইজনে বেন-হুরকে শেষবারের মত দেখিয়া লইয়া নগরের বাহিরের দিকে চলিল।

বেন-হুর তখনও ঘুমাইতেছে। একটি স্ত্রীলোককে গৃহকোণে দেখা গেল। বেন-হুরের মাতা ও ভগ্নীও তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। স্ত্রীলোকটির আকৃতি খর্ব, তাহার দেহ নুইয়া পড়িয়াছে, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল সাদা, পরিধানে পরিচারিকার পোশাক এবং হাতে শাক-সজিভরা একটি ঝুড়ি।

লোকটিকে সেখানে নিদ্রিত দেখিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তারপর নিদ্রিতের দিকে লঘুপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষে অপর পাশ দিয়া ঘুরিয়া সে গৃহের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং

ঝুড়িটি মাটিতে নামাইয়া দরজা বন্ধ করিতে যাইবে, এমন সময়ে তাহার মনে কৌতূহলের উদ্রেক হইল। অপরিচিত লোকটিকে তাহার আর একবার দেখিবার ইচ্ছা হইল।

পথের অপর দিকে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দুইজনে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহারা মৃদু বিস্ময়সূচক ধ্বনি শুনিতে পাইল এবং দেখিল, স্ত্রীলোকটি যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চোখ দুইটি রগড়াইয়া নিদ্রিতের দিকে আরও ঝুঁকিল। তারপর হাত-দু'খানি যুক্ত করিয়া চারিধারে বিস্ফারিত চোখে একবার তাকাইয়া নিদ্রিতের দিকে আবার তাকাইল এবং তাহার যে হাতখানি বাহির হইয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুম্বন করিল।

ইহাতে বেন-হুরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে আপনা হইতেই হাতখানি সরাইয়া লইল। এই সময়ে স্ত্রীলোকটির দৃষ্টির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে বলিয়া উঠিল—"আমরাহ। আমরাহ! তুমি?"

আমরাহের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বৃদ্ধা বেন-হুরের কাঁধে মাথা রাখিয়া আনন্দে কাঁদিতে লাগিল।

বেন-হুর ধীরে ধীরে তাহাকে সরাইয়া বলিল—"মা ও টিরজা··· তাদের কথা জান, আমরাহ! বল, বল তারা কোথায়?"

পথের অপরদিকে দাঁড়াইয়া মাতা ও টিরজা সে কথা শুনিতে পাইল।

আমরাহ আবার কাঁদিতে লাগিল। বেন-হুর বলিল—"তুমি তাদের দেখেছ, আমরাহ। তুমি জান, তারা কোথায়? বল, তারা বাড়িতে আছে?"

টিরজা চঞ্চল হইল ; কিন্তু মাতা তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল—"যেয়ো না···আমরা কুষ্ঠরোগী।"

আমরাহ কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বেন-হুর জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি ভিতরে যাচ্ছিলে? তাই চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। রোমানরা···তাদের মাথায় বাজ পড়ুক··· মিথ্যে কথা বলেছিল। বাড়িখানা আমার। চল ভিতরে যাই।"

ক্ষণপরেই দুইজনে ভিতরে চলিয়া গেল। পথের অপরদিকে দাঁড়াইয়া দুইজনে এই দৃশ্য দেখিল। কিন্তু এই গৃহের দ্বার তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ! তাহারা মৃত!

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিল—"চল, টিরজা, আমাদের মৃত্যু হয়েছে। যারা মৃত তাদের কাছেই আমরা যাই।"

দুইজনে আবার চলিতে লাগিল।

ত্রিংশ

যেদিন বেন-হুরের সহিত আমরাহর সাক্ষাৎ হয়, তাহার পরদিনের রাত্রে আমরাহ তরিতরকারি ও মাংস কিনিবার জন্য গোপনে বাজারে গিয়া শুনিতে পাইল, একটি লোক একটা ঘটনার বর্ণনা করিতেছে।

লোকটি আনটোনিয়া দুর্গের একজন ক্রীতদাস। যেদিন বেন-হুরের মাতা ও ভগ্নীকে অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করা হয়, সেদিন অধ্যক্ষের পাশে মশাল ধরিয়া যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে সে ছিল একজন। ছয় নম্বর কামরাটি কী আশ্চর্য রকমে বাহির করা হইয়াছে, তাহা সে সকলের কাছে বলিতেছিল।

সেই কামরায় যাহারা বন্দী অবস্থায় ছিল, তাহাদের নাম ও

পরিচয়, এই বন্দিনীদের মধ্যে যে বিধবাটি ছিল, সে নিজের যে পরিচয় দিয়াছিল, সে সমস্তই বর্ণনা করিয়া গেল।

আমরাহ গভীর মনোযোগের সহিত তাহার কথাগুলি শুনিল এবং যাহা কিনিবার ছিল, তাহা কিনিয়া যেন স্বপ্নের মত ভাবিতে ভাবিতে গৃহের দিকে চলিল,—ছেলেটা কত সুখী হইবে, সে তাহার মাতার সন্ধান পাইয়াছে।

প্রাসাদে ফিরিয়া সে কখনো হাসিতেছে, কখনো কাঁদিতেছে। কিন্তু হঠাৎ সে থামিল ও চিন্তা করিতে লাগিল। বেন-হুর যদি শোনে তাহার মাতা ও ভগ্নী কুষ্ঠী, তাহা হইলে সে আত্মহত্যা করিবে। সে নগরের বাহিরে কুষ্ঠীদের থাকিবার সমাধিক্ষেত্রে তাহাদের সন্ধানে যাইবে; তাহারও কুষ্ঠ হইবে। সে বেন-হুরের নিকট কথাটি গোপন রাখিল।

নগরের কুষ্ঠীরা নগরের উপকণ্ঠে একটি শৈলের উপর কতকগুলি সমাধির মধ্যে বাস করিত। এইভাবে তাহাদের রাখার উদ্দেশ্য,—তাহাদের মৃত ধরিয়া লওয়া হইত। আমরাহ জানিত, কুষ্ঠীরা প্রতিদিন প্রভাতে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া কূয়া হইতে জল তুলিয়া লইয়া যায়। আমরাহ স্থির করিল, বেন-হুরের মাতা ও ভগ্নীর সন্ধান সেখানেই করিবে।

পরদিন যথাসময়ে সে নগরের বাহিরে কূয়ার ধারে গিয়া উপস্থিত হইল এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর কুষ্ঠীদের মধ্যে বেন-হুরের মাতা ও ভগ্নীর দেখা পাইল। কিন্তু প্রথমে সে তাঁহাদের চিনিতে পারিল না। কুষ্ঠ তাহাদের রমণীয় কান্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথমে বেন-হুরের মাতা নিজে সম্বোধন করিলেন—"আমরাহ!"

—"কে তুমি ?"

—"তুমি যাদের খুঁজছো, তারাই আমরা।"

তাঁহাদের দুইজনকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আমরাহ নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিল না। সে ছুটিয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইল।

মাতা বলিয়া উঠিলেন—"কাছে এসো না, আমরাহ! দূরে থাক। আমরা যে কুষ্ঠী।"

আমরাহ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"টিরজা কই ?"

—"এই যে আমি। আমাকে একটু জল এনে দেবে না, আমরাহ ?"

আমরাহ টিরজার দিকে আর তাকাইতে পারিল না। তারপর বহুকষ্টে সে নিজেকে সংযত করিয়া যে ঝুড়িটি সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহার উপরের ঢাকা খুলিয়া বলিল—"এই দেখ, এতে রুটি আর মাংস রয়েছে।"

মাতা বলিলেন—"কাছে এসো না, আমরাহ। ঐখানে যারা রয়েছে, তারা তোমাকে ঢিল মারতে পারে। আমাদের হয়ত জলও নিতে দেবে না। তুমি ঝুড়িটা রেখে যাও। ঐ সোরাইটা নিয়ে গিয়ে ওতে জল ভরে দাও। আমরা ঝুড়ি আর সোরাইটা গোরস্থানে নিয়ে যাব।"

—"মা, তোমাদের জন্যে আর কি করবো ? তোমাদের জন্যে প্রাণ দিতে পারি।"

—"তার প্রমাণ দাও।"

—"আমি প্রস্তুত।"

—"তাহলে আমার ছেলেকে বোলো না যেন আমরা দু'জনে কোথায়, আর, আমাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে…কেবল এইটুকু।"

—"কিন্তু সে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে অনেক দূর থেকে তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে এসেছে।"

—"কোন মতেই সে যেন আমাদের দু'জনকে খুঁজে না পায়। আমাদের যে কি অবস্থা সে কিছুতেই তা যেন জানতে না পারে। শুনছো, আমরাহ। আজ যেমন আমাদের কাজ করেছ, রোজ আমাদের এই রকম কাজ ক'রে দেবে। আমাদের যেটুকু জিনিসের দরকার তুমি প্রত্যহ আমাদের জন্যে তা আনবে। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় এসো….আর…আর…"

মায়ের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল…তাঁহার সংযমের বাঁধ প্রায় ভাঙ্গিয়া গেল—"আর তার খবর আমাদের বলবে, আমরাহ; কিন্তু তার কাছে আমাদের কথা কখনও বলবে না। শুনছো কি?"

—"মা, এ যে বড় কঠিন আদেশ।"

—"আমাদের এ অবস্থায় তাকে দেখা যে আরও কঠিন। আজ সন্ধ্যায় আবার এসো। চলো, টিরজা।"

মাংস ও রুটিভরা ঝুড়িটি ও সোরাই লইয়া দুইজনে সমাধিক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

আমরাহ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হুরদের প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া চলিল।

তেত্রিশ

কিছুকাল পর। বেন-হুর তখনও তাহার মাতা ও ভগ্নীর কোন সন্ধান পায় নাই। এদিকে ম্যালাচ তাঁহাদের সন্ধান করিতে করিতে সকল তথ্যই সংগ্রহ করিয়া বেন-হুরের কাছে আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিল।

শুনিয়া বেন-হুরের মনে যে বেদনার উদয় হইল, তাহা অবর্ণনীয়। তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল না, মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না; সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তাদের খোঁজ করতেই হবে। তারা হয়ত মৃত্যুপথের যাত্রী।"

ম্যালাচ তাহাতে বাধা দিল এবং বলিল—"তোমার যাবার দরকার নেই। আমিই সন্ধান করব।"

কিন্তু তাহার চেষ্টাও বৃথা হইল। তবে সেদিন এইটুকু সংবাদ পাওয়া গেল, কিছুদিন পূর্বে দুইজন কুষ্ঠী স্ত্রীলোককে কর্তৃপক্ষ নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন।

বেন-হুর সমস্ত অবস্থা মিলাইয়া হিসাব করিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক দুইটি তাহার মাতা ও ভগ্নী। কিন্তু কোথায় তাহারা? তাহাদের কি হইয়াছে?

বেন-হুর ক্রোধে জ্ঞানহারা ও মরিয়া হইয়া সেদিন সকালে সরাইখানার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

প্রাঙ্গণটি তখন লোকজনে পূর্ণ। তাহারা সকলে রাত্রে আসিয়াছে। বেন-হুর প্রাতর্ভোজন করিতে করিতে তাহাদের জন-কয়েকের কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

তাহাদের মধ্যে একটি দলের প্রতি সে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হইল। এই দলে যাহারা ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই তরুণ, বলিষ্ঠ, কর্মক্ষম, কষ্টসহিষ্ণু। তাহাদের হাবভাব ও কথাবার্তা গ্রাম্য।

তাহাদের দেখিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এইরূপ লোক দিয়া রোমের অনুকরণে যদি সৈন্যদল গঠন করা যায়, তাহা হইলে তাহার সংকল্প সিদ্ধ হইতে পারে। এমন সময় সেখানে একটি লোক উপস্থিত হইল। লোকটির মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, উত্তেজনায় চোখ দু'টি বিস্ফারিত। সে বলিল—"পাইলেট যে নতুন জলাশয়টি তৈরি করছে, তার খরচ মেটাবে মন্দিরের টাকা দিয়ে।"

—"কি? পবিত্র টাকা-পয়সা দিয়ে?"

—"ভগবানের টাকা। সে তা থেকে একটি কড়িও স্পর্শ করুক তো দেখি!"

লোকটি বললে—"চল। পাইলেটের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পুরোহিত আর আইনজ্ঞদের শোভাযাত্রাটি এতক্ষণে পোল পার হচ্ছে। সারা নগর সেদিকে ভেঙে পড়েছে। আমাদেরও দরকার হ'তে পারে। শীঘ্র চল।"

তাহারা কোমরবন্ধনী আঁটিতে আঁটিতে বলিল—"আমরা প্রস্তুত।"

তখন বেন-হুর তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিল—"গ্যালিলিবাসীরা শোন। আমি একজন য়িহুদি। তোমরা আমাকে সঙ্গে নেবে?"

তাহারা উত্তর করিল—"হয়ত আমাদের যুদ্ধ করবার দরকার হ'তে পারে।"

—"ও! তাহলে সকলের আগেই আমি থাকতে পারব।"

তাহারা বেন-হুরের কথায় খুশী হইল। সেই লোকটি বলিল—"তুমি দেখতে বেশ বলিষ্ঠ। এস।"

বেন-হুর তাহার উপরের পোশাক খুলিয়া ফেলিল।

তাহারা সকলে যখন পাইলেটের প্রাসাদের তোরণে গিয়া পৌঁছিল, তখন বৃদ্ধ আইনজ্ঞ ও পুরোহিতের দল ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছে এক বিরাট জনতা।

একজন সৈন্যাধ্যক্ষের নেতৃত্বে একদল সৈন্য তোরণ রক্ষা করিতেছিল। প্রখর রৌদ্রে তাহাদের হেলমেট ও ঢাল ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। কিন্তু কাহারও দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। জনতার কোলাহলে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ব্রোঞ্জের তোরণপথে স্রোতের ন্যায় জনতা ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।

যাহারা বাহির হইয়া আসিতেছিল, একজন গ্যালিলিবাসী তাহাদের একজনকে জিজ্ঞসা করিল—"ভিতরে কি হচ্ছে ?"

—"কিছুই না। বৃদ্ধ আইনজ্ঞ ও পুরোহিতেরা প্রাসাদের ফটকে দাঁড়িয়ে পাইলেটের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। পাইলেট তাঁহাদের সামনে বেরিয়ে আসতে অসম্মত হয়েছেন। সেইজন্য তাঁরা একজনকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাইলেট তাঁদের বক্তব্য শুনছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা সেই জায়গা থেকে নড়বেন না। তাঁরা সকলে অপেক্ষা করছেন।"

বেন-হুরের দল দক্ষিণে ঘুরিয়া কিছুদূরে একটি প্রশস্ত চত্বরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পশ্চিম দিকে শাসনকর্তার বাসভবন। চত্বরটি উত্তেজিত জনতায় পরিপূর্ণ। সকলে একটি প্রকাণ্ড দরজার

উপরিস্থিত প্রশস্ত বারান্দার দিকে তাকাইয়া আছে! দরজাটি বন্ধ। বারান্দাটির নীচে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে একদল সৈন্য।

জনতাটি এমন নিবিড় যে বেনহুরের দল তাহা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বারান্দার কাছে কেবল য়িহুদি আইনজ্ঞদের পাগড়ি দেখা যাইতেছে। তাঁহারাও অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া জনতা মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া উঠিতেছে—"পাইলেট! তুমি যদি শাসনকর্তা হও, বেরিয়ে এস! বেরিয়ে এস!"

একটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল, পাইলেট তাহাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না। ক্রমে বেলা গড়াইয়া দ্বিপ্রহর হইল। পশ্চিমের মেঘ হইতে বৃষ্টি হইয়া গেল। তবুও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটিল না। কেবল ইতিমধ্যে জনতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং চারিধারের কোলাহল আরও বাড়িতেছে।

অবশেষে এই অবস্থার উপসংহার দেখা দিল। জনতার মধ্যে প্রহারের শব্দ, তাহার পরই বেদনার আর্তনাদ ও ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শোনা গেল। জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বারান্দার কাছে যে-বৃদ্ধেরা ছিলেন, তাঁহারা ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পিছনে যে জনতা ছিল, তাহা সম্মুখের দিকে ঠেলা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ভিতরে যাহারা ছিল, তাহারা বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে, অল্পক্ষণের জন্য এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির চাপ হইয়া উঠিল ভয়ঙ্কর। সহস্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"ব্যাপার কি?"

কিন্তু কেহই উত্তর না দেওয়ায় বিস্ময়টা সকলের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল।

বেন-হুর শান্ত হইয়া ছিল। তাহার একজন সঙ্গীকে সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি দেখতে পাচ্ছ না?"

—"না!"

—"আমি তোমাকে তুলে ধরছি।"

বেন-হুর লোকটির কোমর ধরিয়া তুলিয়া ধরিল।

লোকটি বলিল—"এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, কতকগুলো লোকের হাতে লাঠি…তারা সকলকে মারছে। লোকগুলোর পোশাক য়িহুদিদের মত।"

—"ওরা কে?"

—"রোমান, ছদ্মবেশী রোমান। ওদের লাঠি চাবুকের মতো ঘুরছে। একজন বৃদ্ধ আইনজ্ঞকে মারতে দেখলাম। ওরা কাউকেই ছাড়ছে না।"

বেন-হুর লোকটিকে মাটিতে নামাইয়া দিল। তারপর বলিল—"ভাই সব! এ হ'ল পাইলেটের চালাকি। তোমরা লাঠিয়ালদের লাঠির জবাব দিতে চাও কি?"

—"হাঁ…হাঁ…"

—"চল, তোরণের কাছে হেরড যে বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, আমরা সেখানে যাই। এস।"

যথাসাধ্য দ্রুত সকলে সেইদিকে ছুটিয়া গেল। তারপর সকলে মিলিয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইল। আবার চত্বরের কোণে ফিরিয়া আসিতেই দেখিল, জনতা তোরণের দিকে উন্মত্তের মত ছুটিয়া যাইতেছে। তাহাদের পিছনে উঠিতেছে ঘোর কোলাহল।

বেন-হুর চিৎকার করিয়া সঙ্গীদের বলিল—"দেওয়ালের পাশে সরে দাঁড়াও…সরে দাঁড়াও…ওদের যেতে দাও।"

জনতার প্রবল বেগ এড়াইয়া তাহারা দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া সন্তর্পণে সম্মুখের দিকে আগাইতে লাগিল ; অবশেষে তাহারা চত্বরে গিয়া পৌঁছিল। বেন-হুর বলিল—"সব একসঙ্গে থাক…আমার পেছনে পেছনে এস।"

বেন-হুর চলিল আগে আগে, তাহার পিছনে পিছনে চলিল তাহার সঙ্গীরা। এদিকে রোমানরা যখন মহানন্দে সকলকে মারিতে মারিতে বেন-হুরদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তাহাদের বিস্ময়ের অবধি থাকিল না। বেন-হুর ও তাহার সঙ্গীরা প্রবলবেগে তাহাদের আক্রমণ করিল। তাহারা সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, বারান্দার দিকে পলাইয়া গেল।

বেন-হুরের সঙ্গীরা তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিতে উদ্যত হইলে বেন-হুর তাহাদের নিষেধ করিল, বলিল—"ভাই সব! দাঁড়াও, ঐ দেখ, সৈন্যাধ্যক্ষ রক্ষীদের নিয়ে এই দিকে আসছে। ওদের হাতে ঢাল-তলোয়ার, আমাদের হাতে গাছের ডাল। আমরা ওদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠবো না। এ পর্যন্ত আমরা জয়ী…চল, ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাই।"

বেন-হুরের সঙ্গীরা ক্রমে শান্ত হইয়া জনতার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া চলিল। মাটিতে আহতেরা পড়িয়া আছে। তবে এক সান্ত্বনার বিষয় যে, তাহারা সকলেই য়িহুদি নয়। বেন-হুর ও তাহার বিজয়ী সঙ্গীরা তাহাদের ডিঙ্গাইয়া চলিল।

তাহারা যখন চলিয়া যাইতেছে, সৈন্যাধ্যক্ষ চিৎকার করিয়া

তাহাদের গালি দিল। বেন-হুর তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"আমরা যদি য়িহুদিদের কুকুর হই, তোমরা হ'চ্ছ রোমের শেয়াল। এখানে অপেক্ষা কর, আমরা আবার আসব।"

বেন-হুরের সঙ্গীরা চিৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল। তোরণের বাহিরে গৃহ-ছাদে, বৃক্ষশাখায়, পথে, প্রাচীরে, পাহাড়ের ঢালে এক বিরাট জনতা অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া উঠিতেছে।

বেন-হুরের সঙ্গীরা বিনা বাধায় তোরণ পার হইয়া গেল। কিন্তু তাহারা কয়েক হাত অগ্রসর হইতেই সেখানে যে সৈন্যগণ ছিল, তাহাদের অধ্যক্ষ বেন-হুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—"এই তুই রোমান, না য়িহুদি ?"

—"আমি য়িহুদি···এই দেশে আমার জন্ম। তুই আমার কাছে কি চাস ?"

—"আয়, লড়াই কর।"

—"একা ?"

—"যা তোর ইচ্ছে।"

—"কিন্তু দেখছিস্ তো আমার অস্ত্র-শস্ত্র কিছু নেই।"

—"তুই আমার অস্ত্র-শস্ত্র নে। আমি ঐ রক্ষীটার অস্ত্র চেয়ে নিচ্ছি।"

তাহাদের চারধারে যাহারা ছিল, তাহারা দুইজনের কথাবার্তা শুনিয়া শান্ত হইয়া গেল।

—"বেশ আমাকে তোর ঢাল-তলোয়ার দে।"

অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল—"আর হেলমেট-বর্ম ?"

গ্ল্যাডিয়েটারেরা যেমন করিয়া……অভিবাদন করিল। পৃঃ ১৫৭

—"চাই না। ও ছু'টো আমার হবে না।"

অধ্যক্ষ বেন-হুরের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র দিল এবং সে নিজে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তোরণের কাছে যে সৈন্যদল দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা ইতিমধ্যে একটুও নড়ে নাই; স্থির হইয়া কেবল দুইজনের কথাবার্তা শুনিতেছিল। আর জনতা যখন দেখিল, দুইজনে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহাদের মনে এই প্রশ্ন জাগিল—"লোকটা কে?"

কিন্তু কেহই তাহাকে চিনে না। বেন-হুর রোমের যুদ্ধ-কৌশল জানিত। তাহারা যুদ্ধে যে কেন জয়ী হয়, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। যুদ্ধের ঠিক পূর্বক্ষণে সে বলিল—"আমি য়িহুদি; কিন্তু তোমাকে তখন বলি নি, এখন বলছি—আমি রোমের যুদ্ধ-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত। আত্মরক্ষা কর।"

দুইজনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহা চলিল না; বেন-হুরের তরবারি একবার শত্রুর মুখে আঘাত করিল। তারপর সে কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া তাহার শরীরের দক্ষিণ পাশে তরবারির প্রচণ্ড আঘাত করিল। সেই আঘাতে লোকটি সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। বেন-হুরের জয় হইল।

তারপর গ্ল্যাডিয়েটাররা যেমন করিয়া পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহের উপর একটি পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া হাতের ঢালখানি মাথার উপর তুলিয়া ধরে, সেও তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া নিশ্চল সৈন্যদলকে অভিবাদন করিল।

জনতা যখন বেন-হুরের জয়ের কথা জানিতে পারিল, তখন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা চিৎকার করিতে লাগিল, রুমাল ও শাল

উড়াইতে লাগিল। বেন-হুরের সঙ্গীরা তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া যাইতে চাহিল ; কিন্তু বেন-হুর তাহাতে সম্মত হইল না।

তোরণের পাশ হইতে একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী অগ্রসর হইলে বেন-হুর তাহাকে বলিল—"তোমাদের ঐ সেনাপতি যুদ্ধ করে বীরের মত মরেছে। আমি ওর দেহ থেকে কোন জিনিস নিতে চাই না। কেবল ওর ঢাল আর তলোয়ার নিয়ে যাচ্ছি।"

তারপর সে সঙ্গীদের সহিত বিজয়-গর্বে বাহির হইয়া গেল।

উপসংহার

এই ঘটনার পর যীশুখ্রীস্ট তাঁহার নূতন বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি জেরুজালেমে ধর্মপ্রচার করিলেন—'হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার কর, সকল জীবকে ভালবাস।' তাঁহার এই শান্তির বাণী দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য জেরুজালেমে সকল শ্রেণীর সকল বয়সের মানুষ আসিয়া ভীড় করিল। সেই জনসমাবেশের এক প্রান্তে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বেনহুরের মা ও ভগিনী টিরজা। তাঁহারা কুষ্ঠরোগী বলিয়া তাহাদের সঙ্কোচের সীমা ছিল না। ভগবান যীশু কিন্তু তাহাদেরকে লক্ষ্য করিলেন এবং ভীড় ঠেলিয়া নিজে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহারা দুইজনে ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। যীশু তাহাদেরকে মধুর কণ্ঠে আহ্বান করিলেন।

বেন-হুরের মা বিনীতভাবে বলিল—"আমরা কুষ্ঠরোগী—আমরা অস্পৃশ্য•••।"

ইহারা কুষ্ঠরোগী জানিয়া জনতার এক অংশ ক্ষিপ্ত হইয়া ইহাদেরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

যীশু তাহাদেরকে নিবৃত্ত করিলেন। তাহার পর দুইজনের মাথা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করিলেন। চকিতে তাঁহাদের দেহ হইতে কুষ্ঠ ব্যাধির সমস্ত ক্ষত মিলাইয়া গেল। জনতা এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। দলে দলে লোক আসিয়া প্রভু যীশুর পায়ে লুটাইয়া পড়িল। দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল।

সাইমনাইডিস, বেন-হুর, এসথার, ব্যালথাজার, বেন-হুরের মাতা ও ভগ্নী ইত্যাদি অসংখ্য নরনারী যীশুর নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু জেরুজালেমে যীশুর নূতন ধর্ম সকলে গ্রহণ করে নাই। বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতের দল যীশুর প্রভাবপ্রতিপত্তি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ পুরোহিত, আইনজ্ঞ ইত্যাদি সকলে মিলিয়া পনটিয়াস প্যাইলটের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ করিল। য়িহুদীদের পীড়াপীড়িতে বিচারক পাইলেট বাধ্য হইয়া একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

যীশু য়িহুদি-সমাজের কুসংস্কার, অনাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, জগতে প্রেম ও ন্যায়ের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশবাসী ও বিদেশী রাজশক্তির হাতে কঠোর নির্যাতন ভোগ করিতে হইল। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে ক্রুশে প্রাণ দিলেন।

** **

সেদিনের সেই বিজয় অভিযানের পর বেন-হুর তরুণ য়িহুদীদলের নেতারূপে গণ্য হইল। বেন-হুর সাহসী দুর্ধর্ষ গ্যালিলিবাসীদের লইয়া

এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করিয়াছিল। যীশুকে তাঁহার প্রচারকার্যে সহায়তা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা হইয়া উঠে নাই। কেননা, তাহাদের মধ্যে সেই ধর্মবিশ্বাস ছিল না। তাহারা যীশুর ধর্ম চায় নাই ; এমনকি যীশুর প্রাণদণ্ডে তাহাদের সম্মতি ছিল। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইলে, বেন-হুর তাহাদের সকলকে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান করিল, কিন্তু তাহারা বলিল,—'যীশুর জন্যে নয়, দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যে আমরা তরবারি ধরতে প্রস্তুত, রোমের অধীনতা ছিন্ন করতে যদি তুমি আমাদের পরিচালিত কর, তাহলে আমরা প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হব না।'

কিন্তু বেন-হুর চাহিয়াছিল, এক মহত্তর রাজ্য স্থাপন করিতে, কাজেই সে তখন য়িহুদীদের কথামত কাজ করিতে পারে নাই।

যীশু যেদিন ক্রুশবিদ্ধ হন, সেদিন তাঁহার সম্মুখে বৃদ্ধ ব্যালথাজার প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার কন্যা ইরাসকে বেন-হুর এই সংবাদ দিতে গেল, কিন্তু ইরাসকে কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে এসথারের সহিত বেন-হুরের বিবাহ হয়। তাহার মাতা, ভগ্নী ও আমরাহ জেরুজালেমে তাহাদের প্রাসাদে বাস করিতে থাকে। বেন-হুর এসথারকে লইয়া আমাদের পূর্বপরিচিত মাইসেনাম বন্দরে গিয়া এরিয়াস কুইনটাসের সুন্দর ভিলায় কিছুদিন বাস করে।

একদিন বেলা দ্বিপ্রহর। সে সময় বেন-হুর গৃহে ছিল না। একজন বান্দা আসিয়া জানাইল যে একজন ভদ্রমহিলা আসিয়াছেন।

এসথার তাঁহাকে আনিবার জন্য আদেশ দিল। এ সথার অতিথিকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল—তিনি ব্যালথাজারের কন্যা—ইরাস।

ইরাস বলে—"এসথার ? ভয় পেয়ো না। তোমার স্বামীকে একটা সংবাদ দিও। তাকে বলো যে তার শত্রুর মৃত্যু হয়েছে। সে আমাকে কঠোর যন্ত্রণা দিত বলে আমি তাকে হত্যা করেছি।"

এসথার চমকাইয়া উঠিল।

—'কে শত্রু ?'

—'মেসালা··· ।'

এসথার কী যেন বলিতে যাইতেছিল।

তাহাকে বাধা দিয়া ইরাস বলিল—"হাঁ।···মেসালা··· । তোমার স্বামীকে আরো বলো···আমি যে অকারণে মেসালার অনুরোধে তার জীবনের ক্ষতি করতে চেয়েছিলাম···তার জন্যে আমি যোগ্য শাস্তি পেয়েছি···বিদায়···"

এসথারকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া ইরাস চলিয়া গেল।

বেন-হুর গৃহে আসিয়া সকল কথা জানিতে পারিল ও নানা দিকে ইরাসের সন্ধান করিল, কিন্তু কোথায়ও তাহার সন্ধান পাইল না। ইহাতে তাহার ধারণা হইল, সে সমুদ্রে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

** **

তারপর·········

তখন নিরো রোমের সিংহাসনে আসীন। সেটা তাঁহার রাজত্বের দশম বৎসর। বেন-হুর আনটিয়কে ফিরিয়া আসিয়াছে। নিরো তখন খ্রীষ্টানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও উৎপীড়ন করিতেছে।

সাইমনাইডিস তখনও জীবিত এবং ম্যালাচও তখন তাহারই কর্মচারী। একদিন মরুভূমি হইতে শেখ ইলদারিমের একজন আরব বার্তাবহ আসিয়া বেন-হুরকে দুইখানি পত্র দিয়াই চলিয়া গেল।

বেন-হুর পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া দেখিল, একখানি ইলদারিমের পুত্রের, অপরখানি বৃদ্ধ ইলদারিমের। রোমানদের সেই দৌড়ে পরাজিত করার পুরস্কার স্বরূপ বৃদ্ধ তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে সেই বিশাল সুন্দর খর্জুর-উদ্যানখানি বেন-হুরকে দান করিয়া গিয়াছেন।

আর তাঁহার পুত্র লিখিয়াছে—"আমার পিতার যাহা ইচ্ছা আমার ইচ্ছাও তাহাই।"

এখানে সাইমনাইডিস উপস্থিত ছিল। বেন-হুর তাহার মতামত জানিতে চাহিল। সাইমনাডিস সেই দান গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। এবং বলিল—"প্রভুর কবরের ওপর তুমি প্রভুর মন্দির নির্মাণ করো…সেখান থেকে প্রভুর বাণী প্রচারিত হবে।"

বেন-হুর কৃতজ্ঞচিত্তে দাতা ইলদারিমের দান গ্রহণে সম্মত হইয়া স্ত্রী এসথারের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমি আগামী কালই রওনা হচ্ছি। কিন্তু, তুমি কি করবে?"

এসথার জবাব দিল—"প্রভুর সেবার কাজে আমিও তোমার চিরসঙ্গিনী। কেননা আমি যে তোমারই স্ত্রী, ধর্মপত্নী।"

———